সঙ্গীত-সুধাকর।

(আধ্যাত্মিক গীতাবলী)

প্রথম খণ্ড।

শ্যামা সঙ্গীত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক।

সঙ্গীত-সুধাকর

(আধ্যাত্মিক গীতাবলী)

প্রথম খণ্ড।



শ্রীশ্রী৺শ্যামা সঙ্গীত।

মুখনিঃসৃত

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক

(ভূতপূর্ব্ব আলিপুর জজ্ আদালতের উকীল)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—৩১ নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর—গ্রন্থকারের নিকট।

৩১ নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর হইতে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



কলিকাতা, ১২নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মল্লিক।

ভূমিকা।



এই কয়েকটি সঙ্গীত পুস্তিকাকারে মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া আধ্যাত্মিক জগতে সুধীগণের করে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ করিলাম, সাদরে গৃহীত হইলে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। এই সঙ্গীতগুলির রচনা সম্বন্ধে, কিঞ্চিৎ বিবরণ দিবার ইচ্ছা করি, ভরসা করি পাঠক আমাকে মাপ করিবেন। আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে একাত্তর ৭১ বৎসর হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বে আমি কখনও একটিও গীত রচনা করিতে পারি নাই; বা কখনও গান গাহি নাই। আমি ১৮৭২ সাল হইতে আলিপুর জজ-আদালতে ওকালতি কার্য্য করিয়া ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছি, ঐ সময়ে কেবল বিষয়-তৃষ্ণার বাসনায় ঘুরিয়াছি, রজ ও তম গুণে ডুবিয়াছিলাম, কখনও ভুলিয়াও ইষ্টচিন্তা করিতাম না। আমি ১৯০৯ সালে চক্ষের পীড়া বশতঃ পুস্তক পড়িতে পারিলাম না। ওকালতি কার্য্য করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিব, এই মনস্থ করিলাম, কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম যে কিরূপে দিনযাপন হইবে, কারণ মন অতীব চঞ্চল, স্থির হইবার নহে, কুচিন্তা ও দুর্ভাবনা আসিতে পারে। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। ১৯১০ সালের শেষভাগে একদিবস অকস্মাৎ দৈবের অনুগ্রহে মনে উদয় হইল যে, হায় আমি কি করিলাম, তৃষ্ণা ও বাসনার তাড়নায় পারত্রিক মঙ্গল না দেখিয়া বৃথায় জীবন নষ্ট করিলাম। ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, আমার মনে আধ্যাত্মিক ভাবের অঙ্কুর উদয় করিয়া দিন। ঐ দিবস হইতেই মনের প্রবাহ ভিন্নাকার হইল।

ভাবিলাম যে জীব কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্ম্মফল ভুগিয়া ও কর্ম্মফল লইয়া প্রস্থান করে, আমি কি করিলাম। পুনরায় যে আসিতে হইবে তাহার কি করিলাম। ঐরূপ চিন্তা করা সত্ত্বেও ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসাবধি আদালতের সহিত সংস্রব ছিল, কিন্তু দেখিলাম, ধন উপার্জ্জনের চেষ্টা থাকিলে ভগবৎ চিন্তা একান্ত ভাবে করা অতীব কঠিন। সমস্ত কার্য্য হইতে মনকে গুটাইয়া লইয়া ভগবৎ চিন্তায় না দিলে প্রকৃত সাধনা হইতে পারে না, যেমন একটি পুষ্করিণীর একটি মোহানা খোলা থাকিলে জলস্রোত যেরূপ বেগে ও তেজে বাহির হইতে পারে, তাহার বিপরীত দিকে আর একটি মোহানা খোলা থাকিলে, উভয়েরই জলস্রোত মন্দীভূত হয়, সেইরূপ উপাসনা ও ধন-উপার্জ্জন এক সময়ে হইতে পারে না। আরও যেমন কাক যখন দক্ষিণ চক্ষে দেখে, তখন বাম চক্ষে দেখিতে পায় না, ও বাম চক্ষে ঈক্ষণ কালীন দক্ষিণ চক্ষের দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ মনুষ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে ভগবানে সম্যক্ দৃষ্টি রাখিতে পারে না। সে কারণ ভাবিলাম যে উপায়ের চেষ্টা রাখা উচিত নহে। তজ্জন্য ওকালতি কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম, এবং ভগবৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলাম। এইরূপে পাঁচ ছয় মাস অতিবাহিত হইল। কিন্তু গুরু না পাওয়ায় অধিক সময় ভগবৎ ভজনায় যায় না। তখন আমার ইষ্টদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, যে আমার মনে এরূপ ভাব দিন, যে অন্য কুচিন্তা না আসে। বিশেষতঃ আমার দুই চক্ষে ছানি পড়ায় কোন শাস্ত্রীয় পুস্তক পড়িতে পারি নাই, ঐ সময়ে ক্রমশঃ উদরের পীড়ায় শয্যাগত হইতে থাকিলাম, কিন্তু ইষ্টদেবীর কৃপায় মানসিক বৃত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ সময়ে তাঁহার দয়ায় মনে এক একটি

ভাব-তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, এবং তাহার উচ্ছ্বাসে এই পুস্তিকার গীতগুলি আমার মুখ-নিঃসৃত হয়, চক্ষের দৃষ্টি না থাকায় স্বয়ং লিখিয়া রাখিতে পারি নাই, অপরের দ্বারা লিখাইতে হইত। সকল সময়ে লেখক না পাওয়ায়, অনেক গান লেখান হয় নাই, ভাব-তরঙ্গ মনেতেই লীন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক বহু কষ্টে এই গীতগুলি মুদ্রাঙ্কিত করিতে সক্ষম হইলাম। যে সমস্ত গীত মুখ-নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা আট ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। যথা, ১। শ্যামা-সঙ্গীত। ২। দেহ-তত্ত্ব। ৩। কৃষ্ণবিষয়। ৪। কীর্ত্তন। ৫। ভজন। ৬। বিবিধ সঙ্গীত। ৭। ব্রহ্মসঙ্গীত। ৮। বাউল সঙ্গীত। একত্রে একখানি পুস্তক করিলে, পুস্তিকার আকার বৃহৎ হইবে ও মূল্য বেশী হইলে সাধারণের হস্তে যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সে কারণ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় প্রথম খণ্ডে কেবল মাত্র শ্যামা-সঙ্গীত-গুলি দেওয়া হইল, ক্রমশঃ অপর অপর খণ্ড প্রকাশিত হইবে। আমার সুর তাল বোধ আদৌ নাই। সুর তাল বসাইবার জন্য বিশেষ কাতর হইলাম। দেখিলাম প্রাণ কাতর হইলে ভগবান তাহা মিলাইয়া দেন।

ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ,—তিনি সুর তাল বসাইয়া দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। আমার শাস্ত্র-বোধ কিছুই নাই এবং শাস্ত্র পাঠ করিবার সুবিধা ঘটে নাই, যদি গীতগুলিতে কোন অশাস্ত্রীয় ভাব হইয়া থাকে তাহা পাঠক সংশোধন করিয়া লইবেন; আমার প্রার্থনা, যাঁহার হস্তে এই পুস্তক যাইবে তিনি সমস্ত গীতগুলি পাঠ করিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। যদি কাহারও আধ্যাত্মিক ভাবের কিঞ্চিন্মাত্র পোষক হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। এ গীতগুলি

রচনা সম্বন্ধে আমার কর্ত্তৃত্ব কিছুমাত্র নাই। এবং ইহার দোষ গুণ বিচারেরও ক্ষমতা আমার নাই। আমার পক্ষে গীতগুলি মুদ্রাঙ্কিত করা পাগলামি মাত্র, তবে সম্পূর্ণ পাগল হইতে পারিলাম না, যাহা হউক এক্ষণে প্রথম খণ্ড যাঁহার হস্তে যাইবে, তিনি যেন অপরাপর খণ্ডগুলি, যাহা পরে পরে মুদ্রাঙ্কিত হইবে, গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন। তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব।

সূচীপত্র।

গ

চ

ছ

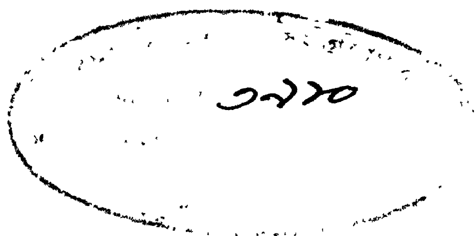
জ

ড

ত

থ

দ



সঙ্গীত-সুধাকর

প্রথম খণ্ড

(শ্যামা সঙ্গীত)

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

উঠ উঠ ওরে জীব, খুল রে জ্ঞান-নয়ন,
মায়া-ঘুমে অচেতনে, আর ঘুমাইবি কত দিন ॥
ত্থাখ্‌না চেয়ে শিয়রে তোর, ব'সে রে শমন ॥
কোথা হ'তে এসেছিলে, কোথা বা যাইবে চ'লে।
একবার না ভাবিলে, কিসে হবে পরিত্রাণ ॥
মহামায়ার মায়া-পাশে, বদ্ধ হ'লে অনায়াসে,
না ভাব কি হবে শেষে, যখন যাবে জীবন ॥
যবে ভবে এসেছিলে, বল কি বলিয়াছিলে,
মহামায়ার মায়ায় ভুলে, হারাইলে তত্ত্ব জ্ঞান ॥

ভৈরবী—যৎ।

জাগ মা কুল-কুণ্ডলিনী, তুমি আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥
চতুর্দ্দল পদ্মোপরে, শোভা কর মা মূলাধারে,
ব্রহ্মগ্রন্থি গ্রাস ক'রে, হও স্বয়ম্ভূ-শিরোবাসিনী ॥
স্বাধিষ্ঠান ষড়্‌দলে, কেলি কর মা কুতূহলে,
নারায়ণ সহ্‌ মিলে, হও তুমি নারায়ণী ॥
সুষুম্না আশ্রয় ক'রে, যাও যে মা মণিপুরে,
মহাকালে সহায় ক'রে, হও জগৎ সংহারিণী ॥
অনাহত পদ্মে গিয়া, বায়ু-যন্ত্রে প্রবেশিয়া,
নিজ জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া, হও মা আনন্দ-দায়িনী ॥
বিশুদ্ধ চক্রেতে আসি', আকাশ তত্ত্বেতে ভাসি',
হর-অঙ্গে অঙ্গ মিশি', হও চিদানন্দ-প্রদায়িনী ॥
আজ্ঞা চক্রে গিয়ে পরে, মনেরে লও সঙ্গে ক'রে,
আলো কর মা নিজ করে, হ'য়ে চিৎস্বরূপিণী ॥
সহস্রার পদ্মেতে গিয়া, শিব শক্তিতে মিশিয়া,
ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া, হও তুমি পরমাত্মনী ॥

খাম্বাজ—একতালা।

কে গো নাচে এ ঘোরা রজনীতে শ্মশানে।
শ্যামা দিগম্বরী হেরি ত্রাসিত জীবগণে ॥
পদদর্পে কাঁপে ধরা, গলে মুণ্ডমালা পরা,
নরশির করে ধরা, শিব পড়ে শ্রীচরণে ॥
ত্রিনয়নী মুক্তকেশী, পদনখে (শোভে) রবি, শশী,
করেতে ভীষণ অসি, নাশিতে অসুরগণে ॥

শব ঝোলে কর্ণমূলে, অট্টহাসি মুখ-কমলে,
রুধির-ধারা জিহ্বামূলে, ভাসে জ্যোতি ত্রিনয়নে ॥
রুধির-চর্চ্চিত গায়, ছিন্ন হস্ত মেখলায়,
করে ধরা বরাভয়, আশ্বাসিয়ে সাধুজনে ॥
মহাকাল সহ মিলে, জীব জগৎ সৃজিলে,
স্তন দুগ্ধে তায় পালিলে, সংহার মা দশনে ॥

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

দাও মা আমায় একবার দরশন।
হেরিয়ে তোমারে মা গো, জুড়াব তাপিত প্রাণ ॥
তোমারে দেখিবার তরে, ভ্রমি' দেশ দেশান্তরে।
তুমি যে আছ অন্তরে, অন্তরেরই ধন ॥
তোমার ও রূপরাশি, হেরে ম্লান রবি শশী।
দাঁড়াও মা হৃদ্ পদ্মে আসি', পূজি তোমার শ্রীচরণ ॥
ডাকিতেছি মা, মা ব'লে, আমায় কোলে নে মা তুলে
কেন দাও চরণে ঠেলে, হইয়ে কঠিন ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কি ক'রে পাব মায়ের দরশন।
না জানি স্তব স্তুতি, ভজন সাধন ॥
তবে যদি কৃপা করি, দেখা দেন আমায় শঙ্করী।
তবেই পার হ'তে পারি, ছিন্ন করি' ভববন্ধন ॥
তাঁর কৃপা হ'লে পরে, শোক তাপ যায় গো দূরে।
যেতে পারে ভবপারে, ধরিয়ে সে শ্রীচরণ ॥

কালিংড়া—কাওয়ালী।

কি খেলা খেলেছ শ্যামা, মায়া জাল বিস্তারে।
আনিয়ে জীবেরে ভবে, রেখেছ মা বদ্ধ ক'রে॥
ইন্দ্রজালি বিদ্যা জান, অনিত্যে করাও নিত্য জ্ঞান।
অনাত্মায় আত্ম দরশন রেখেছ মা অন্ধ ক'রে॥
মহামায়া নাম ধর, মোহেতে জগৎ ঘের।
সৃজিয়ে মায়া তিমির, ঘুরাইছ অন্ধকারে॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

কিরূপ ভাবিব মা তোমার, তুমি বিশ্বরূপী বিশ্বেরই আধার।
তোমারই জ্যোতিতে ভানু, প্রকাশিছে চরাচর॥
ধ্যানেতে ধরিবার তরে, রূপেরই কল্পনা করে।
সেরূপ নির্ণয় করে, সাধ্য আছে কার॥
গুণাতীত, গুণাশ্রয়, তোমারে নির্গুণ কয়।
তোমারে আকার দেয়, হও তুমি নিরাকার॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সকলই তোমাতে হয়।
সৃজন, পালন কর, কর মা সংহার॥
নাহি তব আদি অন্ত, তোমারে করে মা সান্ত।
তুমি অসীম অনন্ত মহিমার অপার॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি রূপ দিব মা তোমায়, বেদ পুরাণে না হয় নির্ণয়।
ভাবের অতীত তুমি, ভাবিয়া না পাই আমি॥

তুমি হও মা চিন্তামণি, চিন্তা নাহি তোমায় পায়।
বেদান্তাদি ষড়্ দর্শন না পেয়ে তব নিদর্শন,
কহে তোমায় আদিকারণ, তোমায় বলে জ্ঞানময় ॥
হও তুমি চৈতন্য-রূপিণী কেহ কহে কুণ্ডলিনী,
তুমি হ'য়ে শক্তিরূপিণী ব্রহ্মেতে যে মিশাও।
তুমি অরূপ, অপরূপ, কে জানে তব স্বরূপ,
তুমি হও মা বিশ্বরূপ, আছ ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

কে বুঝিবে মা, তুমি কর কত রঙ্গ।
গড়িছ, খেলিছ, করিতেছ ভঙ্গ ॥
মায়া আবরণ করে, রেখেছ নয়ন ঘেরে।
বাজিকরী বাজি ক'রে, দেখাইছ আতঙ্ক ॥
এ আবরণ কেটে, ইচ্ছা হয় পলাই ছুটে।
বেঁধেছ মা, এমন খুঁটে, ছাড়ে না গো আমার সঙ্গ।
সংসার দাবানলে, পুড়িছে পাদপ-কুলে।
ছুটাছুটি ক'রে মরে, যেমন কুরঙ্গ ॥
দিবানিশি জ্বলে আগুন, তাহে জ্বলে মন প্রাণ।
তবু হ'য়ে দৃষ্টি ভ্রম, পোড়ে যেমন পতঙ্গ।

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান।

কি ক'রে বর্ণিব মা তোমায়।
বাঙ্‌মনের অগোচর, নামরূপ নাহি তায় ॥
ধ্যানের যে কল্পনা, সেটা কেবল বিড়ম্বনা।
কে জানে তব ঠিক ঠিকানা, দেখিবারে কেবা পায় ॥

চিত্রকর তূলি ধ'রে, চিত্রে তোলে কি প্রকারে।
অঙ্কিত করে কি আকারে, আকার বা সে পায় কোথায়॥
কি রঙে রঞ্জিত করে, কিরূপ দেয় তোমারে,
সে যে কভু দেখেনা অন্তরে, তব রূপ বিশ্বময়॥
গুণেতে হয় বস্তু নির্ণয়, নাহি কোন গুণ তোমায়।
হও গুণেরই আশ্রয়, নির্গুণ তোমারে কয়॥
নিরাকার নির্গুণে, কি ক'রে ধরিব ধ্যানে।
না আসে আমারই জ্ঞানে, তুমি যে মা জ্ঞানময়॥
সে কারণ সগুণে, আকার লইয়া জ্ঞানে।
ধরি মা তোমারে ধ্যানে, করিয়ে নিশ্চয়॥
মনেতে আছে বিশ্বাস, হবে অন্তরে প্রকাশ।
দাও মা সে আশ্বাস, হ'য়ে হৃদয়ে উদয়॥

বারোঁয়া—কাওয়ালী।

আমি চেয়ে আছি মা, তোমার মুখ পানে।
যদি বারেক দেখ, আমায় কৃপা-নয়নে॥
বদন ক্ষরিত সুধা, পানেতে হয় বড় ক্ষুধা।
চাতক যেমন সদা, চেয়ে থাকে, দেখে নবঘনে॥
এক বিন্দু সুধা পানে, অমর হয় জীবগণে।
ভয় না থাকে শমনে, সেই সুধা পান ক'রেছি মনে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

আমি তোমায় ধর্‌ব মা কি ক'রে।
নাহি পাই তব তত্ত্ব না এস অন্তরে॥

তোমারে বাঁধিবার তরে, রেখেছি যে স্থির ক'রে।
ফাঁস দিয়ে ভক্তি ডোরে, বাঁধিব চরণ মনের জোরে॥
কেবল মনে ভয় হয়, (পাছে) কোমল অঙ্গে বেদনা পায়।
মনেরে করিয়া লয়, দিব মা চরণে ধ'রে॥
ও পদে বারেক জড়াইলে, দিতে পারিবে না ফেলে।
লইতে হইবে তুলে, পাঠাইতে ব্রহ্মপুরে॥

বেহাগ—একতালা।

হেরিতে তোমারে প্রাণ, হ'তেছে কাতর।
শোন না মম ক্রন্দন হ'য়েছ কি বধির॥
কেঁদে কেঁদে বেড়াই ফিরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তরে।
তোমারে সেথা নাহি হেরে, হ'তেছি মা অধীর॥
যদি আমায় কৃপা ক'রে, দেখা দাও (মা) মম অন্তরে।
যাব না আর স্থানান্তরে, দেখ্‌ব তোমায় ব'সে ঘরে॥

রামপ্রসাদি।

আর মা আমায়, ভোগাইবে কত।
আনি মা এ ভবে, ভোগাইতেছ অবিরত॥
ফেলিয়া এ সংসার ঘোরে, ঘুরাইছ অন্ধকারে।
দেখিতে না পাই তোমারে, অনিত্যে ক'রেছ রত॥
আবার তাহারই 'পরি, কত রোগ ভোগ করি।
সময় পাই না যে, তোমারে স্মরি—সংসারে ঘুরি নিয়ত॥
মনে করি সুখ পাব, দাও তাহে দুঃখের ভাগ।
আমারি হয় এমতি ভাগ্য, দুঃখ ভুগিতেছি মা কত শত॥

শুন মা আমার মিনতি, ক'রে দাও মা আমার গতি মুক্তি।
থাকে যেন মা আমার রতি ভক্তি,—হ'য়ে থাকি
যেন তব পদানত॥

ললিত—একতালা।

মা আর বাঁচেনা, যে প্রাণ, যায় যে জীবন।
অসহ্য হ'য়েছে আমার, তব অদর্শন।
হৃদয় করি ঈক্ষণ, না পেয়ে তব দরশন।
কাতর হ'য়েছে প্রাণ, মন হয় উচাটন।
হইয়ে মা কঠিন, বধিলে মা এ সন্তান।
কি পৌরুষ হবে বল, কলঙ্কিত হবে নাম।
সন্তানে নাহিক স্নেহ, মা আর বলিবে না কেহ।
হইতেছে মন দাহ, জ্বলে বিরহ আগুন।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গিয়ে জুড়াইব।
কোথায় বা জ্বালা নিবাইব, না পেলে তব দরশন।
দিয়ে গো মা দরশন, শান্ত কর মম প্রাণ।
বাড়াইয়ে দাও চরণ, মস্তকে করি ধারণ।
চরণ ধরিয়া রব, আর কোথা না যাইব।
সদা তোমায় দেখিব. পাইব পরম ধাম।
পাইলে পরম ধাম, হবে না আর জনম।
পাব মুক্তি নির্ব্বাণ, সিদ্ধ হবে মনস্কাম॥

কালিগড়া—কাওয়ালী।

আমি আর ডাক্‌ব না মা ব'লে তোমারে।
তুমিত দেখিলে না মা আমারে।

যাইছে আমার প্রাণ, করিয়ে করিয়ে ক্রন্দন।
তুমিত না কর শ্রবণ, ডাক না মা আদর ক'রে।
রহিয়াছি ঘুমাইয়ে, দাও না মা জাগাইয়ে।
রাখ ঘুম পাড়াইয়ে, ফ্যাল অচেতন ক'রে।
যদি উঠি কভু জাগিয়ে, আবার পড়ি ঘুমাইয়ে।
এ জনম গেল চলিয়ে, জানিনে ঘুম ভাঙে কি ক'রে।
কি জানি কি ভাগ্য দোষে, পড়িয়াছি মায়েরই রোষে।
আছি যে গো কত ক্লেশে, জানাইব বল কারে।
কর মা এই করুণা, দিওনা আর যাতনা।
ক'ত্তে দাও উপাসনা, প্রকাশ হ'য়ে অন্তরে।
দয়াময়ী নাম ধর, আমারে মা দয়া কর।
আলো কর মম অন্তর, পাপ তাপ লহ হ'রে॥

কালিগড়া—কাওয়ালী।

মা আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না।
আমার মনের দুঃখ, তোমায় আর বল্‌ব না।
ভাবের অতীত তুমি, কি ভাব ভাবিব আমি।
তুমিত মা অন্তর্যামী, সকলইত আছে জানা।
ছেলে আব্‌দার করে, মা এসে আগে ধরে।
তুমিত মাগো আমারে, এখনও ধরিলে না।
নাহি দিলে দরশন, তাই হ'ল অভিমান।
এখন যে যায় প্রাণ, তুমি কি গো বাঁচাবে না।
জ্ঞান আঁখি না ফুটালে, বাহ্য চক্ষু কেড়ে নিলে।
অন্ধ ক'রে আমায় রাখিলে, লজ্জা কি গো হবেনা।

কাঁদিতেছি রাত্র দিন, ভিজাতে না পারি মন।
নিষ্ফল হয় জীবন, জীবন হয় বিড়ম্বন।
ধর মা আমারে করে, দেখাও আলো অন্ধকারে।
তোমারে দেখে অন্তরে, দুখ আর রাখিব না।
যদি গো মা দাও ফেলে, ডুবিব আমি যে সলিলে।
জয় কালী জয় কালী ব'লে, প্রাণ আর রাখিব না॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

ভালবাসি বলে কি গো মা, আসিতে ভালবাস না।
তব আসা আশা ক'রে, আছে প্রবল বাসনা।
আগমন হবে ব'লে, দিয়েছি মা সব ফেলে।
ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ল'য়ে, ত্যজিয়াছি লজ্জা ঘৃণা।
ভয় নাহি করে মন, রেখেছি পাতিয়া আসন।
লও আসি সিংহাসন, এই আমার কামনা।
পথ করি নিরীক্ষণ, সতত আছে যে নয়ন।
না জানি আসিবে কখন, বুঝিতে ত পারি না।
যদি রক্ষা কর প্রাণ, শীঘ্র কর আগমন।
লহ হৃদয় আসন, আর কিছু চাহি না।
খুলিয়া জ্ঞান-নয়ন, করবো তোমায় দরশন।
আনন্দে ভাসিবে মন, সফল করবে সাধনা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

পাগল করবে কি আমায়, হ'য়ে গো মা কঠিন।
উন্মনা হ'তেছে মন, না পেয়ে তব দরশন।

যারে দাও দরশন, চায় না সে রাজ্য ধন।
ভিক্ষাপাত্র করে গ্রহণ, করে সে যে বিচরণ।
সর্ব্বস্ব তাঁহারই হয়, যারে তুমি কৃপা কর।
তার সাক্ষী মহেশ্বর, ল'য়েছেন শ্মশান।
বিষ্ণুরে দয়া করিলে, কারণ জলে ভাসাইলে।
বট পত্র তাঁরে দিলে, করিবারে যে শয়ন।
ব্রহ্মারে মৃণাল পরে, রাখ সৃষ্টি করিবারে।
সৃষ্টিকর্ত্তা নাম ধ'রে, করেন বিশ্ব সৃজন।
হও তুমি আদ্যাশক্তি, জগতে বিস্তার শক্তি।
জীবে দাও গতি মুক্তি, তুমি কর গো পালন।
উদয় হও মা হৃদাকাশে, আলো হবে তব প্রকাশে।
মনের তিমির নাশে, দাও গো আমারে জ্ঞান।
ক'রে তোমায় দরশন, শান্তি পাবে মম মন।
থাক্‌বে না আর অজ্ঞান, হেরিবে তোমায় নয়নে॥

টোড়ি ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

যে করে মা, তোমায় স্মরণ।
বিপদ তার না থাকে কখন॥
আমি যে মা তারস্বরে, ডাকিতেছি বারংবারে।
দেখ না কেন আমারে, হইলে কেন কঠিন।
যদি অপরাধী হই, তোমারই বই কারও নই।
প্রাণে কত কষ্ট সই, হ'য়ে তোমার সন্তান।
যদি মা ছেলেরে মারে, কাঁদে ছেলে মা, মা, ক'রে।
সে জানে মা আমারে, কোলে করিবেন গ্রহণ।

যে কষ্ট পাই আমি, তুমি যে মা অন্তর্যামী।
কি আর বলিব আমি, সকলই ত তুমি জান।
চক্ষের জ্যোতি কেড়ে নিলে, জ্ঞান আঁখি নাহি দিলে।
বলগো মা কি করিলে, শাস্তি বুঝি কর বিধান।
তুমি যে মা ক্ষেমঙ্করী আমারে গো মা ক্ষমা করি'।
দিয়ে আমায় শান্তিবারি, শান্ত কর মন প্রাণ॥

কালিগড়া—কাওয়ালী।

মা আমায় কাঁদাবে, আর কত দিন।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'লাম, গেল দু'নয়ন॥
খুঁজিয়ে মম হৃদয়ে, তোমারে মা নাহি পেয়ে।
যাই গো অন্তরে ধেয়ে, করিতে তব সন্ধান॥
না পেয়ে সেথা দরশন, ব্যাকুল হ'তেছে মন।
কাতর হইল প্রাণ, হেরিতে রাঙা চরণ॥
মম হৃদি পদ্মাসন, রহিছে পড়িয়া শূন্য।
হেরিতে তোমায় দু'নয়ন, করিছে তারা ক্রন্দন॥
আমারে গো মা নিদয় হ'য়ে, উদয় হ'লে না হৃদয়ে।
বধিবে কি আমায় ফেলিয়ে, রহিলে হ'য়ে অদর্শন॥
আর ত আমার প্রাণ, না ক'রে তোমায় দরশন।
থাকেনা দেহেতে মম, নিশ্চয় করবে গমন॥
এই মম নিবেদন, যদি লহ এ জীবন।
দিও চরণে স্থান, করিয়ে নির্ব্বাণ॥

সিন্ধু—যৎ।

বুঝি ডুবালি গো মা আমারে।
আনিয়ে অকূল সাগরে।
না হেরি তোমার জ্যোতি, পথ না হ'তেছে ভাতি।
মনে হইয়াছে ভীতি, কেমনে যাইব পারে।
আমার যে তরি আছে, জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে গেছে।
কর্ণ তার ভেঙ্গে গেছে, পাই না যে কর্ণধারে।
যে সব দাঁড় ছিল, কালবশে ভেঙ্গে গেল।
ভেবে প্রাণ আকুল হ'ল, ভাসি অকূল পাথারে।
সব অন্ধকার হ'ল, দিক্‌ভ্রম নাহি গেল।
তরি আর না চলিল, ডুবে বুঝি পারাবারে।
বাসনা বাতাস এসে, ল'য়ে যায় দেশ বিদেশে।
না জানি কোথা যাব শেষে, ভাবিতেছি তাই অন্তরে।
বারেক মা ধর কর, লহ ক'রে সাগর পার।
উপায় না দেখি আর, যাইতে মা পরপারে॥

টোড়ি—একতালা।

মা আমায় দিবে না কি দেখা।
নিরাশ হইয়া কি গো, যাব যথা তথা॥
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি রতি নাহি ভক্তি।
নাহি যে আমারই শক্তি, কহিবারে কথা॥
যাইব কোন পথে, কেবা যাইবে সাথে।
কেবা ধ'রে ল'বে হাতে, কেবা আছে সখা॥
নাহি জানি কোন ঠাঁই, তোমায় দেখিবারে পাই।
আমার যে জানা নাই, যাইব কোথা॥

যদি গো মা দয়া কর, আলো কর মম অন্তর।
ধর মা আমারই কর, কে জানিবে মম ব্যথা ॥
মা না দিলে দরশন, রাখিব না আর এ প্রাণ।
বধিবে নিজ সন্তান, দিয়ে তার প্রাণে ব্যথা ॥

পূরবী গৌরী—একতালা।

কেন হ'লে গো মা এত কৃপণ।
আমি যে তোমারি গো মা ভিখারী সন্তান।
ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে, এসেছি মা তব দ্বারে।
দয়াময়ী দয়া ক'রে, কর কৃপা বিতরণ।
যদি মা নিদয় হ'য়ে, দাও আমায় তাড়াইয়ে।
থাকিব গো দ্বারে পড়িয়ে, ধরিয়ে ও রাঙ্গাচরণ।
তোমারই কৃপারই আশে, আছি মা নির্জ্জনে ব'সে।
নিবেদন তব সকাশে, অন্তিমে দিও দরশন।

সিন্ধু—আড়খেমটা।

আমি কাঁদ্‌ব কার কাছে, আমার মা বই আর কে আছে।
ছেলে কাঁদিলে পরে, মা এসে আগে ধরে ;
সান্ত্বনা করে তারে, আবার ছেলে কাঁদে পাছে।
যদি ছেলে অকৃতী হয়, মায়ের স্নেহ বেশী রয় ;
লুকিয়ে তারে ধন দেয়, রাখে তারে সাথে সাথে ॥
মা এসে আদর ক'রে, কোলে তুলে নাও আমারে,
থাক্‌ব আমি চরণ ধ'রে, ঘুর্‌ব তোমার পাছে পাছে।

গৌরী—ঢিমে তেতালা।

চাইনে ভাবিতে নির্গুণ নিরাকারে।
ভাসিছে মায়েরই রূপ, আমারই অন্তরে॥
হৃদয় করিব আসন, হবেন মা তায় আসীন।
ব্রহ্মজ্যোতি কিরণ, ভাসিবে হৃদিকন্দরে॥
যাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশে, রবি শশী প্রকাশে।
শোভে তারা আকাশে, বিশ্ব আলো করে॥
আমার চিদাকাশে, জ্যোতির আভাসে।
জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশে, নাশে অজ্ঞান তিমিরে॥
হৃদয় পূর্ণ করি', রাখিব সে রূপ ধরি'।
যাইব ভবেতে তরি', রাখিয়ে তাঁরে অন্তরে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমায় কাঁদাবি মা, আর কতদিন।
থাকিয়া মা অন্তঃপুরে, দাও না আমায় দরশন॥
চারি ফল হস্তে ল'য়ে, রেখেছ মা লুকাইয়ে।
আমি বেড়াই কাঁদিয়ে, তাহা কর না শ্রবণ॥
কাঁদিয়ে মা চক্ষু গেল, তোর দয়া না হইল।
আমায় না দিলে ফল, হইলে মা কৃপণ।
ধর্ম্মার্থ, মোক্ষ, কাম, ফল যে অমৃত সমান।
তাহা যে করিবে মা পান, কখন হবেনা তার মরণ॥

টোড়ি—কাওয়ালী।

কেন কর মা আমায় বঞ্চনা।
দিবানিশি কাঁদিতেছি, আমায় কেন কৃপা করনা॥
মা, মা, বলি' মরি ডাকিয়ে, মা থাক লুকাইয়ে;
দেশে দেশে বেড়াই খুঁজিয়ে, দরশন ত পাই না॥
নাহি হ'ল জ্ঞানোদয়, না পেলাম মায়ের স্নেহ।
আর না কষ্ট সয়, পাইতেছি অশেষ যন্ত্রণা॥
অকৃতি সন্তান আমি, দয়াময়ী হও জননি।
সন্তানে ভালবাস তুমি, কেন আমায় ভাল বাসনা।
যখন মুদি নয়ন, হৃদয়ে করি দরশন কিন্তু খুলিলে নয়ন,
দেখিতে আর পাই না॥
তুমি মা হও আমার, সন্তান আমি তোমার।
ভেদাভেদ নাহি থাকে আর, এই আমার বাসনা॥
কি রজনী কিবা দিন, যেন পাই তব দরশন।
এই আমার নিবেদন, অদর্শন যেন কভু ঘটে না॥

রামকেলী—ঢিমে তেতালা।

আজ সাজব মা যতনে, কল্পনা ক'রেছি মনে।
মনোমত সাজাইয়ে, সুখী হব হেরে নয়নে॥
ছাড়াইয়ে শবাসন, দিব হৃদি পদ্মাসন।
হইবে তব আসন, দেখে সুখী হব প্রাণে॥
দিগম্বরী না রাখিব, ছিন্ন কর কেড়ে লব।
কটি ঘেরে হার দিব, ঢাকিব দিব্য বসনে॥
অপরাজিতা মালা গাঁথি, স্থলপদ্ম মাঝে রাখি।
মুণ্ড মালা দূরে ফেলি' ঝুলাই কণ্ঠ ভূষণে॥

কর্ণে কুণ্ডল ঝুলিবে, মণি মুক্তা তায় ভাসিবে।
বাল শব না থাকিবে, উজ্জ্বল হবে কিরণে॥
করে অসি খসাইব, নরশির নাহি দিব।
রক্তপদ্ম তাহে রাখিব, সাজাইব আভরণে॥
লাল জবা করে ল'য়ে, রক্ত চন্দনে মিশাইয়ে।
যতনে দিব ধরিয়ে, শোভিবে রাঙ্গা চরণে॥
মস্তকে কিরীট ধ'রে থাকিবে মা শোভা ক'রে।
বাল শশী ভালে প'রে, খেলিবে জ্যোতি নয়নে॥
সুমধুর হাস্য হবে, অট্টহাসি দূরে যাবে।
রুধির ধারা না বহিবে, স্রোত বহিবে চন্দনে॥
কেশ পাশ বেঁধে দিব, তারা হার পরাইব।
ভানুরে মাঝে রাখিব, আলো করিবে ভুবনে॥
সাজাইয়ে করি যতন, ধরিব তোমারই ধ্যান।
যখন হবে অন্তিম, স্থান দিও ও চরণে॥
তুমি যে মা নিরাকার, সাজালাম দিয়ে আকার।
আমারে মা ক্ষমা কর, অক্ষম আমি বর্ণনে॥

———

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চৈতন্যরূপিণী তারা, চৈতন্য দাও আমারে।
হ'য়েছি মা সংজ্ঞাহীন, পড়িয়া এ সংসারে॥
জগত যে হয় জড়, শক্তি যে নাহি কাহার।
তুমি শক্তি দিয়ে তার, রাখ গো চেতন ক'রে॥

অন্তরেতে শক্তি দিয়ে, রেখেছ সবে জাগাইয়ে।
তব শক্তিতে শক্তি পেয়ে, বেড়াইছে কার্য্য ক'রে॥
তব বলে বলীয়ান, ভ্রমিতেছে গ্রহগণ।
বিস্তারে নিজ কিরণ, জগত উজ্জ্বল করে॥
তুমি যে জীবেরই প্রাণ, দিতেছ সবে চেতন।
পেয়ে তারা জীবন, ঘুরিতেছে এ সংসারে॥
তুমি যে মা আদ্যাশক্তি, বিশ্বেতে দিতেছ দীপ্তি।
কি কব তোমারই শক্তি, ব্যাপ্ত আছে চরাচরে॥
হারাইয়ে ফেলেছি জ্ঞান, হ'য়ে আছি অচেতন।
বারেক করি' ঈক্ষণ, চৈতন্য দাও আমারে॥
চৈতন্য পাইয়ে আমি, সেবি ও চরণ দু'খানি।
নিশ্চয় মনেতে জানি, মুক্তি পাব তব করে॥

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

তোমার মহিমা তারা, কে বুঝিতে পারে।
তুমি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, ব্যক্ত চরাচরে॥
মহাপ্রলয় কালে, তিমিরে জগৎ আচ্ছাদিলে।
শক্তিরূপে প্রকাশিলে, বিশ্ব আলো ক'রে॥
প্রকৃতিরে সঙ্গে ল'য়ে, পঞ্চভূত মিশাইয়ে।
জীবজগৎ সৃজিয়ে, রেখেছ মা চরাচরে॥
রবি শশী গ্রহ আদি, ভ্রমিতেছে নিরবধি।
কে লঙ্ঘে মা তোমার বিধি, রাখ বিধি সৃষ্টি ক'রে॥

তব শক্তিতে সাগর, গ্রাসে দেশ দেশান্তর।
ভূগর্ভে হয় আকর, গিরি অনল উদ্গারে॥
তব শক্তিতে শক্তিমান, বহে প্রচণ্ড পবন।
নাশে কত রাজ্য ধন, কত জীবেরে সংহারে
ভূগর্ভে হয় কম্পন, ধরা করে মুখব্যাদান।
আকর্ষিয়ে স্থাবর জঙ্গম, আপন গর্ভেতে পোরে॥
তব বলে বলীয়ান, হয় মা কাহারো উত্থান।
হরে কত রাজ্য ধন, হীনবীর্য্য হয় পরে॥

বাহার—ধামার।

এবার বুঝিব মা, তোমার মহিমা কেমন।
অসুর ক'রেছ নাশ, কর পাষণ্ড-দলন॥
হৃদয়-সমরাঙ্গনে, ইন্দ্রিয় লইয়া মনে।
কামাদি রিপুগণে, এসেছে করিতে রণ॥
ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা এসে, দাঁড়াইছে মম পাশে।
প্রবৃত্তি ধরিয়া ফাঁসে, দিতেছে আমারে টান॥
আশা আসক্তি, ল'য়ে শক্তি, হানিছে আমার প্রতি।
কি ক'রে পাইব মুক্তি, বুঝি হারালাম প্রাণ॥
কল্পনা করি' কল্পনা, এনেছে অসংখ্য সেনা।
দেখাইয়া গুণপনা, করিতেছে আক্রমণ॥
বাসনা রক্তবীজ সেজে, এসেছে প্রাঙ্গণ মাঝে।
বেড়াইছে রণসাজে, করিছে রণ ভীষণ॥
বাসনার নাহিক শেষ, দিতেছে অশেষ ক্লেশ।

কি ক'রে হইবে শেষ, যায় যে জীবন ॥
মদ মাৎসর্য্য এসে শেষে, আসে শুম্ভ নিশুম্ভের বেশে।
ফেলিতে ক্লেশ অশেষে, করিতেছে বিচরণ ॥
তুমি গো মা কৃপা কর বিনাশ সব অসুর।
জ্ঞান-খড়্গ করে ধর, কর তাদের ছেদন ॥
পাষণ্ড কর দলন, দিয়ে তারে শ্রীচরণ।
জ্বলিয়ে জ্ঞান আগুন, হ'রে লহ মা মনের তম ॥

গৌরী—কাওয়ালী।

কিসে বাঁচে আমার প্রাণ, মা হ'য়েছেন আমায় কঠিন।
দিবানিশি করি ক্রন্দন, মা না করেন শ্রবণ ॥
যাহা চাহি নাহি দেন, হ'য়েছেন মা কৃপণ।
মা আশ্বাস নাহি দিলে, মা আদর না করিলে।
কখন কি বাঁচে ছেলে, হবে অকালে মরণ ॥
পুত্রশোকে কাতর হবে, তখন ছেলেরে খুঁজিবে।
তখন দেখিতে না পাইবে, যাইলে জীবন ॥
ডাকি মা তোমায় কাতরে, লহ মা আমায় করে ধ'রে।
রাখিও আমারে ঘরে, দিয়ে ও রাঙ্গা চরণ ॥

পূরবী—একতালা।

এস মা বস, আছে হৃদয় সিংহাসন।
মনোসাধে পূজিব মা, ও রাঙ্গা চরণ ॥

আমার কি আছে ধন, তোমারে করি সমর্পণ।
আছে কেবল ভক্তি প্রেম, তাহাই করিব অর্পণ॥
পঞ্চকোষ, পঞ্চপ্রাণ, অস্থি মজ্জা মাংস চর্ম্ম।
দেহেরই সব উপাদান, তোমারে করিব অর্পণ।
দশ ইন্দ্রিয় আর মন, কামাদি ষড়্ রিপুগণ।
ক'রে তাদের সম্মিলন, করিব মা বলিদান॥
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ল'য়ে, বুদ্ধি চিত্ত মিলাইয়ে
অহং জ্ঞান তাতে দিয়ে নাশিব আমি অজ্ঞান॥

সিন্ধু খাম্বাজ— একতালা।

মা আমি কার কথা, আর শুনিব না।
ধ্যানেতে ধরিয়া রেখে, কর্‌ব উপাসনা॥
যা ইচ্ছা বলুক মোরে, রাখ্‌ব তোমায় অন্তরে।
দেখিতে দিব না কারে, কাহাকেও দেখাব না॥
যায় যদি জীবন, ক্ষতি নাই তাতে মম।
ছাড়িব না ও চরণ, যেতে তোমায় দিব না॥
আমার অন্তিম কালে, যখন গ্রাসিবে কালে।
দেখি যেন মা সেই কালে, লুকায়ে যেন থেক না॥
ভাবিতে ভাবিতে তোমায়, দেহত্যাগ যদি হয়।
আসিব না আর পুনরায়, দুঃখভার বহিব না॥
পাইব পরম ধাম, হবে না আর জনম।
শান্তি পাইবে যে মন, জ্বালা আর ভুগিব না॥

মিশ্র ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

ওহে শ্যাম, হ'য়ে শ্যামা দাঁড়াও হৃদি পদ্মাসনে।
ছেড়ে বাঁশী ল'য়ে অসি, বধ অসুর গণে॥
ত্রেতায় রাম রূপ ধ'রে, হরধনু ভঙ্গ ক'রে।
লভিয়ে সীতা লক্ষ্মীরে, মিলে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥
সীতারে হে উদ্ধারিলে, পাষাণে সাগর বাঁধিলে।
সহায় নিয়ে কপিকুলে, বধিলে সে দশাননে॥
শুম্ভ নিশুম্ভ রণে, এসেছিলে সমরাঙ্গণে।
মত্ত হ'য়ে সুধা পানে, মারিলে তাদের প্রাণে॥
বৃন্দাবনে তুমি এসে, রাধারে বসালে পাশে।
কেলি করিলে হে রাসে, ল'য়ে সব গোপীগণে॥
তোমারই অনন্ত লীলা, কে বোঝে তোমারই খেলা।
জীবেরে শিক্ষার বেলা, এস বিগ্রহ ধারণে॥

———

গৌরী—কাওয়ালী।

এবার কালী ব'লে আমি ঝাঁপ দিব।
কালি-হ্রদে ডুবে কালী দেখিব॥
কালী কালী ব'লে, যাইয়ে অতলে।
কালী নামের বলে, কালী আমি পাব॥
শ্যামামৃত সাগরে, ডুবে তার ভিতরে।
পান করিব উদর পূরে, মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে রব॥
জপিতে জপিতে কালী, দেখিতে দেখিতে কালী।
মুখে ব'লে কালী কালী, এ জীবন ত্যজিব॥

———

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মা তোমারে না দেখে শেল বিঁধিতেছে বুকে।
জলাঞ্জলি দিয়েছি মা সংসার সুখে॥
যদি বারেক দেখা দিবে, হৃদয় পবিত্র হবে।
সতত তোমায় দেখিবে, থাকিবে সে চির সুখে॥
একবার মা দেখা দিয়ে, সংসার জ্বালা লও হরিয়ে।
তোমার মা দেখা পেয়ে, মুক্ত হব সর্ব্ব দুঃখে॥
সংসারের সুখ যত, সকলই হয় অনিত্য।
না ভাবিয়া নিত্যানিত্য, পড়ে গিয়া সে কুহকে॥
হৃদয়েরই অহঙ্কার, রাখে ক'রে অন্ধকার।
দেখিতে না দেয় তোমায়, পোড়ায় আমারে তাপে॥

———

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এমন ক'রে এ সংসারে, ঘুরাবি মা কতদিন।
দিন দিন হ'তেছে, (তারা) গো আমার এ দেহ ক্ষীণ॥
হীন হ'ল বল বীর্য্য, সাঙ্গ হ'ল আমার কার্য্য।
এখন কেবল কষ্ট সহ্য, জীবনে কি প্রয়োজন॥
অঙ্গ সব অবশ হ'ল, ইন্দ্রিয় বিকল হ'ল।
হ্রাস হ'ল মনের বল, কি ফল রাখিয়ে প্রাণ॥
কেবল এক আশা করি', রেখেছি প্রাণ দেহে ধরি'।
যদি (কালী) কৃপা করি', সময়ে দেন আমায় দরশন॥

———

পুরবী গৌরী—একতালা।

নয়ন দ্যাখ্‌রে, দ্যাখ্‌রে, কে দাঁড়ায়ে হৃদি মাঝারে।
তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি, হৃদয় আলো করে॥
খুলিয়া জ্ঞান নয়ন, কর তাঁরে দরশন।
না হবে আর জনম, যাইবে দুঃখেরই পারে॥
সে রূপের নাহি তুল, কে কোথায় দেখেছ বল।
সে জ্যোতি অতি উজ্জ্বল, নয়ন না হেরিতে পারে।
হেরিয়ে সে রূপ নয়নে, সদত ধরিবে ধ্যানে।
যাইবে পরম ধামে, যাইবে ভবেরই পারে॥

———

গৌরী—আড়খেমটা।

নেনা মা আমায় ডেকে, কি কর্‌ব আর হেথায় থেকে।
মা ছাড়া হোয়ে, পড়িয়াছি হেদিয়ে॥
আছি যে কষ্ট পেয়ে, বলিব আর কাকে॥
যাইতেছে যত দিন, করিতেছি ক্রন্দন।
হইতেছে তনু ক্ষীণ, পড়িয়াছি বিপাকে॥
একবার মা ডেকে লও, নিজের কাছে স্থান দাও।
রেখনা মা আর হেথা, নড়বনা তোমার কাছ থেকে॥
আমারে কৃপা ক'রে, আর রেখ না অন্ধকারে।
আমারে উদ্ধারের তরে, ডাকি মা তোমাকে॥

———

সিন্ধু—যৎ।

কি ক'রে হব ভবে পার, সে যে অকূল পাথার।
তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে আর॥
আসিয়ে মা এ সংসারে, পড়িয়াছি মোহ ঘোরে।
আবর্ত্তে ঘুরি ফিরে ফিরে, দেখি সব অন্ধকার॥
এ সংসার তুষানলে, দিবা নিশি প্রাণ জ্বলে।
তুমি শান্তি নাহি দিলে, শান্তি দিবে কেবা আর॥
পতিত পাবনী নাম ধর, পতিতে উদ্ধার কর।
যদি না আমারে উদ্ধার, তারা কলঙ্ক তোমার॥

রামপ্রসাদি সুর—একতালা।

দাও মা আমায় পাগল ক'রে।
কালী কালী ব'লে নাচি ঘুরে ঘুরে॥
দিয়ে করতালি, বলি কালী কালী কালী।
ঘুচাইয়ে মনের কালি, পার হব ডঙ্কা মেরে॥
ভক্তি প্রেমে হ'য়ে মত্ত, ফিরে, ফিরে কর্‌ব নৃত্য।
ছাড়িয়ে আশা অনিত্য, যাব তাঁর চরণ ধ'রে॥
কালী নাম ধ্যান, কালী নাম জ্ঞান।
কালী নাম কর্‌ব ঘরে ঘরে॥
কালী নাম জপ, কালী নাম তপ।
কালী নামের তাপ বহিবে শিরে, শিরে॥

সিন্ধু—আড়খেমটা।

"ডাকার মতন ডাক্ দেখি মন'।
কেমন তারা থাক্‌তে পারে।"
কাতর স্বরে ডাক্‌লে পরে, আস্‌তে হবে তাঁরে ফিরে॥
মন প্রাণ এক ক'রে, ডাক দেখি মন তার-স্বরে।
আস্‌বেন তিনি অন্তরে, দেখ্‌বিরে নয়ন ভ'রে॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কোথায় তোমায় দিব মা স্থান, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার সৃজন
ক'রে বহু সন্ধান, পেয়েছি মা একস্থান,
রাখিয়াছি ক'রে শ্মশান, হবে ব'লে তব আগমন॥
আমার হৃদয় মণ্ডল, সাজাইয়াছি দিয়ে কমল,
করিয়াছি তাহা নির্ম্মল, পাতিয়াছি তাহে আসন॥
সদা ইচ্ছা হয় মনে, বসাইয়ে সেই আসনে,
(হেরে) তোমায় জ্ঞান নয়নে, সার্থক করি জীবন॥

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

ছেড়ো না ছেড়ো না মন, তাঁহারই চরণ।
ধ'রে থোকো, ধ'রে থেকো সতত করিয়া ধ্যান॥
ব্যাকুল হইয়া অন্তরে, যে ডাকে তাঁহারে কাতরে।
দেখা দেন তারই অন্তরে, ক'রে কৃপা বিতরণ॥
অতএব শুন মন, সদা ভাব তাঁহারই চরণ।
পাইবে মুক্তি নির্ব্বাণ, হবে না আর জনম॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মা আমি ছাড়্‌ব না তোমারে।
পিছু পিছু বেড়াইব, অঞ্চল ধরিয়ে॥
কাঁদিয়ে উঠিব কোলে, দিতে পারিবে না ফেলে।
যদি না লও মা কোলে, থাক্‌ব তোমার চরণ ধ'রে॥
কেঁদে কেঁদে বেড়াইব, মায়ের নামে দোষ দিব।
বাবার কাছে ব'লে দিব, দেখি থাক কেমন ক'রে॥
যদি আমায় কর বর্জ্জন, না দাও ওপদে স্থান॥
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ, সম্মুখে যাইব ম'রে।
দেখিতে দেখিতে মরিব, তোমারে হৃদয়ে পাব।
তায় ব্রহ্মপদ পাইব, যাইব ভবেরই পারে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কৃপাময়ী দেখাও দয়া, আমায় কৃপা ক'রে।
এ ভবে আর যেন গো মা, আস্‌তে না হয় ফিরে॥
আসিলে অবনীতে, জ্বল্‌তে হয় ত্রিতাপেতে।
না পারে সে জুড়াতে, এলে পরে এ সংসারে॥
আশা তৃষ্ণা বাসনা, দেয় অশেষ যন্ত্রণা।
সে আগুন কভু নেবেনা, যত পায় তত যায় গো বেড়ে॥
জনম হইলে পরে, ব্যথিত হয় দুঃখের ভারে।
সুখ আশা যায় গো দূরে, দুখানলে পুড়ে মরে॥
ক'রো মা এই করুণা, জন্ম যেন আর হয় না।
ভবে আমায় আর এন না, কাজ নাই আমার এ সংসারে॥

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

আমি তোমায় ধর্‌ব মা কি ক'রে।
চঞ্চলা হ'য়ে চঞ্চলা, থাক না মম অন্তরে॥
মায়া মোহ অন্ধকার, ঘেরেছে মম অন্তর।
সে তমঃ মা নাশ কর, থাক গো মা আলো ক'রে॥
তৃষ্ণা দণ্ড প্রহার করি, তাড়াইছে দিবস শর্ব্বরী।
দিবা নিশি ঘুরে মরি, জানি না মা কাহার তরে॥
বাসনা প্রবল হ'য়ে, অকূলে যায় লইয়ে।
নিরাশা পবন বহে তাহে, ডুবাতে দুঃখ সাগরে॥
পাঠায়েছ আমায় একাকী, কেহ নাহি আমার সাথী।
সব অন্ধকার দেখি, নয়ন মুদিলে পরে॥
দারা সুত পরিজন, কেহ নহে আপন।
যখন যাবে জীবন, তখন সবাই যাবে ত্যেজে তোরে॥
ওরে মন তোরে করি মিনতি, সে পদে রাখ রতি মতি।
যদি চাহ পরমা গতি, সদত ভাবরে তাঁরে॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কেন হলি গো মা পালানে মেয়ে।
যত্ন ক'রে আনি অন্তরে, আবার যাও পলাইয়ে॥
রেখেছি এবার মনে ক'রে, পেলে একবার অন্তঃপুরে;
ভক্তিডোরে বেঁধে জোরে, রাখ্‌ব তোমায় বন্ধ করে॥
মনেরে রাখিব দ্বারে, আস্‌তে দিব না বাহিরে।
থাক্‌বে তুমি নিজ ঘরে, থাক্‌ব তোমার ধ'রে পায়ে॥

খাম্বাজ—একতালা।

গাওরে তাঁহারই নাম, ভ'রে মন-প্রাণ।
যে নামে না থাকে ভয়, ডরেরে শমন॥
নামের মহতত্ত্ব, কে পারে হইতে জ্ঞাত।
শব পায় শিবত্ব, জীব হয় পূর্ণ কাম॥
যে নামের গুণে, না থাকে ভয় মরণে।
করিলে নাম অন্তিমে, হয় ভব ভয় নিবারণ
শুন, শুন, ওরে মন, দিবানিশি জপ নাম।
অন্তিমে পাবে দরশন, যাবে তুমি ব্রহ্মধাম॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কবে হবে আমার সে দিন।
ভক্তি প্রেমে আমার ভাস্‌বে দুনয়ন॥
কবে হবে আমার সে প্রেম সঞ্চার,
কালী নামে ঝর্‌বে আঁখি অনিবার,
পুলকে পূর্ণিত হবে কলেবর, আনন্দ সাগরে ভাসিবে মন॥
কবে যাবে আমার বিষয় বাসনা, কবে যাবে আমার আমিত্ব কালিমা।
সর্ব্ব জীবে হবে সমান ভাবনা থাকিবে না ভেদাভেদ জ্ঞান॥
কবে হবে অষ্টপাশ ছিন্ন, যাবে জাতি কুলের ভরম সরম।
হবে সম মান অপমান, হবে পাপ আর পুণ্য সমান॥
কবে খর্ব্ব হবে মনেরই তম, হব আমি তৃণেরই সমান।
থাকিবে না কর্ম্মাকর্ম্ম সম হবে জ্ঞান অজ্ঞান॥

সদা থাকিবে মগ্ন মন, দিবানিশি কর্‌ব কালীনাম ধ্যান
কালী কালী ব'লে যাবে জীবন, পাইব রে মোক্ষধাম ॥

সিন্ধু—যৎ।

মনেরই বাসনা শ্যামা এই বেলা ব'লে রাখি।
অন্তিম কালেতে যেন মা তোমারে হৃদয়ে দেখি ॥
যখন আসি শমন, কর্‌বে আমায় আকর্ষণ।
যেন মা ও রাঙা চরণ হৃদ্‌-মাঝারে ধ'রে থাকি ॥
যখন এ নয়নের তারা, হবে গো মা জ্যোতি-হারা।
অন্তরে যেন দেখি তারা, খুলে দিও মা জ্ঞান আঁখি ॥
জ্ঞান আঁখি দিও খুলে, দেখ্‌ব তোমায় হৃদ্‌-কমলে।
রাখ্‌ব তোমায় লুকাইয়ে, নির্জ্জনে একাকী দেখি ॥
কর্‌ব তোমায় ধ্রুবতারা, হবনাক পথহারা,
অন্তরে দেখিব তারা যাব তোমায় লক্ষ্য রাখি ॥

মিশ্র গৌরী—ঢিমে তেতালা।

কে দিল লাল জবা মায়ের রাঙা চরণে।
আহা মরি কিবা শোভা ডুবাইয়ে রক্তচন্দনে।
যে ভাবে সে শ্রীচরণ, সে না করে ভয় শমন
কভু না হয় তার মরণ, সে যে যায় বৈকুণ্ঠধামে।
যে পদেরই গুণ, (কেহ) না পারে করিতে বর্ণন।
সার্থক তারই জীবন, যে পারে আনিতে ধ্যানে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরে সতত যে পদ স্মরে,
হৃদে ধরেন যোগেশ্বরে, মগ্ন ধ্যানে যতিগণে ॥
সার কর সে চরণ, যদি পাবে পরিত্রাণ।
দিবানিশি কর ধ্যান পাইবে আনন্দ দরশনে ॥
নাথ মহেন্দ্র কয়, মহেন্দ্র না তত্ত্ব পায়।
সে পায়, যে পায়, কি কর্বে তার ভববন্ধনে ॥

—–

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কোথা মা বিশ্বময়ি, বিশ্বেরই আধার।
বিশ্ব হয় তব রূপ, বিশ্বই তব আকার ॥
তুমি গো মা আদি কারণ, আদ্যাশক্তি নিরূপম।
রেখেছ করি সৃজন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
তব শক্তিতে প্রকাশে, ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানাভাসে।
তাহাতে জগৎ প্রকাশে, সৃষ্টি স্থিতি হয় সংহার ॥
প্রকৃতি আকৃতি ধ'রে, মায়া আবরণে ঘেরে,
বেড়ায় যে সৃষ্টি ক'রে আজ্ঞাধীন হ'য়ে তোমার।
প্রকৃতিরে লয় ক'রে ও রাঙ্গা চরণ ধ'রে।
যাইব মা ভবপারে, ক'রেছি মা মনেতে স্থির ॥

—–

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

দে মা আমায় জ্ঞানাঞ্জন পরায়ে।
জুড়াব তাপিত প্রাণ, তোমারে হেরিয়ে ॥

আসি মোহ মায়া জাল ;
আমার নয়ন ঘেরিল।
এ চক্ষের জ্যোতি গেল, রহিলাম মা অন্ধ হ'য়ে ॥
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ আসি, রক্তিম করিল আঁখি।
উড়ে গেল নয়ন পাখি আমায় আঁধারে ফেলিয়ে ॥
কাম লোভ চক্ষু শূল ; মোহ মদ তায় মিশিল,
মাৎসর্য্য আঁখি জাল, রাখিল দৃষ্টি বাঁধিয়ে ॥
নিজ করে শলা ধ'রে, ফেল জাল কাটিয়ে,
তত্ত্ব জ্যোতিঃ আনিয়ে, রাখ মা কজ্জল দিয়ে ॥

——

মিশ্র সুরট—একতালা।

চল চল জীব নিজ নিকেতন।
হেথায় তোর কেবা আছে, বলিতে আপন ॥
একক যে রে মা ছিল, সেও তো রে ফেলে গেল।
ফিরে আর না দেখিল, হইল কঠিন ॥
সেথা যাইলে পরে, মায়েরে পাইবে ঘরে ;
লবেন তোরে আদর ক'রে, কোলেতে আপন ॥
যদি নাহি পথ জান, সঙ্গে ক'রে লহ জ্ঞান।
আর না হবে পথভ্রম, চ'লে যাবে নিজস্থান ॥
পান্থ নিবাসী যত, করিয়া দিবেরে জ্ঞাত
পাইবে-রে সিধাপথ, যাইতে নিজ ভবন ॥

একবার মায়ের দেখা পেলে, ছেড়ে দিবনা কোন কালে
যদি নাহি লন কোলে, ধরিয়া থাকিব চরণ।
কয়েক দিনের জন্য এসে, পড়িয়াছ এ বিদেশে।
ভুলে গেলে স্বদেশে, সত্বর কর প্রস্থান ॥

ভৈরবী—একতালা।

এই বেলা তারা তোমায়, নিবেদন ক'রে রাখি।
অন্তিম কালেতে যেন মা, আমারে দিও না ফাঁকি ॥
যখন আসি শমন, কর্‌বে কেশ আকর্ষণ।
দেহ পিঞ্জর হবে ভগ্ন, উড়ে যাবে প্রাণ পাখি ॥
ইন্দ্রিয় অবশ হবে, জ্ঞান আর না রহিবে।
মুখে বাক্য না সরিবে, বল্ মা তোরে কি ক'রে ডাকি

রামকেলি—চৌতাল।

মায়েরই অদর্শনে, আরত বাঁচিনে প্রাণে।
না হেরে মায়ে নয়নে, থাকিব বল কেমনে ॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, যে ডাকে কাতরে তাঁয়।
সে যে দেখিবারে পায়, আমি তাত পাইনে ॥
আমারই ভাগ্য দোষে, মা রহিয়াছেন রোষে।
ফেলে আমায় ভব ক্লেশে, রহিয়াছেন গোপনে ॥
রেখেছি হৃদয় খুলে, আগমন হবে বলে।
কিন্তু আমার কর্ম্মফলে, নাহি আসেন সেই স্থানে ॥

স্তব স্তুতি নাহি জানি, কি ক'রে তুষিব আমি।
কৃপা ক'রে যদি তারিণী তরাও এ অধীনে॥
তবেই তরিতে পারি, যদি দাও মা চরণ তরি।
আর উপায় নাহি হেরি, যদি না দেখ কৃপানয়নে॥

——

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তুমি যে হও গো মা পাষাণী মেয়ে।
তাই বুঝি আছ গো মা আমারে ভুলিয়ে॥
তুমি হও মা জগৎজননী, দরিদ্র সন্তান আমি,
যদি না আমায় তার তারিণী, তরিব আর কি উপায়ে॥
যদি দয়া না করিবে, জগৎ কিসে রক্ষা পাবে,
সকলি ত নষ্ট হবে, মিশিবে মহাপ্রলয়ে॥
করি গো মা এই মিনতি, থাকে যেন রতিমতি,
অন্তিমে যেন পাই মুক্তি, প'ড়ে থাকি যেন চরণ ল'য়ে॥

——

ভৈরবী—একতালা।

ছাড়্‌ব না ছাড়্‌ব না তারা আর তোমারে।
পেয়েছি পেয়েছি তোমায় আমার অন্তরে।
যখন পেয়েছি মা, অন্তঃপুরে রাখ্‌ব দ্বার রুদ্ধ ক'রে
দিবনা যেতে অন্তরে, দেখ্‌ব আমি নয়ন ভ'রে।
হৃদ্‌-কমলে রাখ্‌ব ঢেকে, কেহ না পাইবে ডেকে,
নির্জ্জনে একাকী দেখে, থাক্‌ব আমি চরণ ধ'রে॥

একাকী করিব পূজা, রক্ত চন্দন আর জবা,
দিয়ে পদে কর্‌ব সেবা, আহুতি দিব মনেরে ॥
যখন প্রাণ পবন সমান হবে সহ অপান,
ছেড়না মা নিজস্থান, যাইব তোমারে হেরে ॥

আশোয়ারি—আড়া।

মা ছেড়ে এ সংসারে থাকিব আর কত দিন।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে অন্ধ হ'ল এ দুনয়ন ॥
মায়েরই বিরহানলে, সদা মন প্রাণ জ্বলে।
কে নিবায় সে অনলে, না পেলে মায়ের দরশন ॥
গাভী হারা বৎস যেমন, করিয়া বেড়ায় ক্রন্দন।
করে হেথা সেথা ভ্রমণ, কাতর হয় তারই প্রাণ ॥
যদি গো মা কৃপা করি, লও আমায় সঙ্গে করি।
হেরিয়ে তোমায় দিবা শর্ব্বরী জুড়াইব এজীবন ॥

শর্ব্বরী—ঢিমে তেতালা।

হায় মা আমায় করিলে গো ভাগ্যহীন।
বিশ্বের বিমল জ্যোতি, কেন দেয়না গো কিরণ
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলগণ, প্রকাশে ত্রিভুবন।
কিন্তু মা দেয় না কিরণ, দেখে না মম নয়ন ॥
বসন্তের আগমনে, শোভে তরুলতাগণে।
নবপত্র ফুল ধারণে, শোভিতেছে কানন ॥

ধরা ধরে নব রূপ, শোভা করে অপরূপ।
মুগ্ধ জীব হেরে রূপ, খুলিছে, তারা বদন ॥
জগৎ ত নবীন বেশে, আসিতেছে হেসে হেসে।
দেখায় বিচিত্র বেশে, মুগ্ধ করিতেছে মন ॥
পাখি সব শাখী 'পরি, বসিয়াছে সারি সারি।
বিচিত্র রং ধরি, গাত্র করে আচ্ছাদন ॥
গগনেতে অভ্র খেলে, তাহাতে বিজলী জ্বলে।
দেখে তাহা মন টলে না হয় বর্ণন ॥
সৌদামিনী অন্ধকারে, তারা হার শোভা করে।
শশী ঝোলে তার উপরে প্রকাশি নিজ কিরণ ॥
কিন্তু আমি ভাগ্য দোষে, খোয়াইলাম দৃষ্টি শেষে।
পড়িয়া ক্লেশ অশেষে, করিতেছি ক্রন্দন ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

ব'লে দেগো আমায়, কোথা গেলে দেখতে পাব।
তোমারে দেখিবার তরে কিগো সাগরে ডুবিব ॥
গিরিশৃঙ্গে, কি অরণ্যে, ভূগর্ভে কি গগনে।
অনিলে কি আগুনে, আমি প্রবেশ করিব ॥
সিংহের গহ্বরে যাব, অজাগরে কি ধরিব।
দিগ্ দিগন্তরে যাব, তোমারে আমি খুঁজে দেখিব ॥
না পেয়ে তব দরশন, অস্থির হয়েছে প্রাণ।
থাকে না আর জীবন, যদি সত্বর না দেখিব ॥

কে আমায় ব'লে দিবে, কে আমায় দেখাইবে।
ঠিকানা বা কে জানিবে, যেথা মায়ে দেখ্‌তে পাব॥
অন্তরে করি প্রবেশ, দেখি হৃদয় আকাশ।
যদি হন তথা প্রকাশ, তবে কোথাও নাহি যাব॥
বিশুদ্ধ করি অন্তর, যদি রাখি নিরন্তর।
দেখিবে তায় তাঁর আকার, ঘরে তাঁয় দেখিব॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

আমায় ব'লে দাও গো, আমার মা কোথায় গেল।
মায়েরে না হেরে, প্রাণ যে কাতর হ'ল॥
মা ছিলেন অন্তঃপুরে আমি জানি আছেন ঘরে।
তাঁরে খুঁজে নাহি পেয়ে, মন হয়েছে ব্যাকুল॥
মায়েরে দেখিবার তরে, বেড়াই দেশ দেশান্তরে,
কেবল ঘুরি ফিরে ফিরে, হইয়ে বাতুল॥
আমি তোদের মিনতি করি, দাও আমায় সন্ধান করি,
আমি মায়ের পায়ে ধরি, হইয়ে পাগল॥
এবার মায়ে দেখ্‌তে পেলে, ছুটিয়া যাইব কোলে,
প্রাণান্ত হইলে তবু, ছাড়িব না কোন কাল॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

থাক্‌তে পার্‌বো না, তারা আর গোপনে।
দেখেছি দেখেছি, আমি তোমারে স্বপনে॥

যেরূপ দেখিয়াছি, অন্তরে তাহা রাখিয়াছি।
হৃদ্-কমলে ঢাকিয়াছি, দেখি জ্ঞান নয়নে॥
যেরূপ অপরূপ, নাহি তার স্বরূপ।
সে যে হয় বিশ্বরূপ, বিশ্বেরই কারণে॥
আদ্যাশক্তি আদিকারণ, শিব ব্রহ্মা নারায়ণ।
ক'রেছ তিনে সৃজন, সৃষ্টিরই কারণে॥
প্রকাশিয়ে নিজশক্তি, সৃজিলে মা ত্রিশক্তি।
কালী, লক্ষ্মী সরস্বতী সংযোজিলে ত্রিগুণে॥
বট পত্রে ক্ষীরোদ সলিলে, বিষ্ণুরে মা ভাসাইলে।
তাঁহার নাভি মৃণালে, রাখ ব্রহ্মারে সৃষ্টি কারণে॥
মহেশেরে নাশের তরে, ব্রহ্মারে সৃষ্টি করিবারে।
বিষ্ণুরে পালনকর্ত্তা ক'রে, রেখেছ এই তিনজনে॥
তোমার শক্তি প্রকাশে, এ জগৎ বিশ্বেতে ভাসে।
নিবেদন তব সকাশে, অন্তিমে রেখো চরণে॥

বেহাগ— কাওয়ালী।

নিরাশ হোও নারে মন।
পড়িয়া ধরিয়া থাক, পাবে সে শ্রীচরণ।
সদা করিবে শ্রবণ, করিবে সতত মনন।
একান্তে করিবে ধ্যান, পাইবে তাঁর দরশন॥
হৃদয়ে ভাবিলে মূর্ত্তি, পাইবে অনন্ত শক্তি।
সেই বলে হবে মুক্তি, সার্থক হবে জীবন॥

অবিদ্যারি আভরণে, কালিমা প'ড়েছে মনে।
জ্ঞানগুণ ঘরষণে, স্বচ্ছ কর যেন দর্পণ॥
ইন্দ্রিয়ে ফিরায়ে লবে, তবে রিপু জয় হবে।
তাঁহারে হৃদয়ে পাবে হেরিবে নয়ন॥
মন প্রাণ এক কোরে, ডাক দেখি তাঁরে কাতরে।
বিশুদ্ধ কর অন্তরে, নিশ্চয় দিবেন দরশন॥

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

এস মা আলো কর আমারই অন্তর।
ঘেরিয়ে রেখেছ মন অজ্ঞান তিমির॥
তব কৃপা হ'লে পরে, মনের তমঃ যায় গো দূরে।
আলো দেখি অন্ধকারে, উঠে জ্ঞান প্রভাকর॥
মায়া মোহে ইন্দ্রজাল, আমারই চিত্ত ঘেরিল।
সত্য বুঝিতে নাহি দিল, না যাইল অন্ধকার॥
তব আবির্ভাব হ'লে, ভাসিব আনন্দ জলে।
কূল পাইব অকূলে, হইব ভবেরই পার॥
আনন্দময়ী হ'য়ে, থাক মা, মম হৃদয়ে।
সতত আনন্দ পেয়ে, আনন্দে হইব ভোর॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

হেরিয়ে শমন ডর কেন মন, জোর ক'রে থাক
ধ'রে মায়ের চরণ।
ও চরণ বক্ষে ধ'রে, শমনেরে জয় ক'রে,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধ'রে, আছেন দেখ পঞ্চানন॥

ও রাঙ্গাচরণ দুইখানি, ভবের অপূর্ব্ব তরণী।
পার হবে বৈতরণী, জীবের হয় তারণ॥
সেই রাঙ্গা চরণ সতত ভাবরে মন;
হৃদয়ে কররে ধ্যান, আত্মায় পাইবে বিশ্রাম।
সাযুজ্যে, সামীপ্যে, তখন সালোক্যে রবে চিরদিন।
আসিতে ভবে হইবে না পুনঃ পাইবে মুক্তি নির্ব্বাণ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

ওরে শমন এস এখন করিব রে আলিঙ্গন।
ভয় না করি, দেখেছি মায়েরই চরণ॥
সে চরণ দেখ্‌লে পরে, ভয় নাহি রে সংসারে।
ডোবে না দুঃখেরই ভারে, পায় সে সুখ পরম॥
সে পদ নিঃসৃত জ্যোতি, হয় যার হৃদে ভাতি।
করগত হয় মুক্তি, না হয় তার জনম॥
যে পেয়েছে সে কিরণ, খোলে তার জ্ঞান-নয়ন।
নাহি তার জনম মরণ, হ'য়ে থাকে আত্মারাম॥
শুনরে শমন শুন, দেহ ল'য়ে কর গমন।
পরম পুরুষ সনে, আমার হবে মিলন॥
জীব ভাব দূরে যাবে, অহংজ্ঞান না থাকিবে।
সকলই একত্র হবে, যাবে সব একস্থান॥

ললিত—একতালা।

আমি থাক্‌ব না আর এ সংসারে মা ডেকেছেন আমারে।
যাইব মায়েরই কাছে লবেন তিনি আদর ক'রে॥

কিন্তু মনে ভয় পাই, মায়ের সেবা করি নাই ;
কি ক'রে গিয়া দাঁড়াই, আমার বড় লজ্জা করে ॥
যদি জিজ্ঞাসেন আমারে, কি করিলে গিয়ে সংসারে।
কি বলিব আমি উত্তরে, তাই ভাবিতেছি অন্তরে ॥
আমার কি সম্বল আছে, দেখিবারে চান পাছে।
কি দেখাব তাঁর কাছে, কি বলিব স্থির ক'রে ॥
ভবেতে এসেছিলাম মিছে কাজে ঘুরে ম'লাম্।
পরমার্থ না সাধিলাম, ঘুরে ম'লাম অন্ধকারে ॥

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল।

দিবে মা আমায় আর কত যন্ত্রণা।
অসহ্য হয়েছে আমার কষ্ট আর সহে না ॥
ভোগ হয় কর্ম্ম ফলে, কি হবে তোমায় দোষ দিলে।
সব আমার ভাগ্যে ফলে, মন তাহা বুঝে না ॥
যখনই জন্ম হ'ল, কর্ম্মফল সঙ্গে এল,
প্রারব্ধ রহিয়া গেল, এড়াইতে পারি না ॥
সঞ্চিত আর ক্রিয়ায় কর্ম্মফল নিচয়,
ভোগ না করিলে তায় শেষও আর হবে না ॥
কৃপা করি উপায় বল, ভস্ম করি কর্ম্মফল,
থাকিবে না আর ফলাফল, আর আসিতে হবে না ॥

বেহাগ—সুর ফাঁকতাল।

কেন গো মা দেখি আজি রণবেশ।
ভূতলে পড়েছে মার আলুলায়িত কেশ ॥

ভীষণ অসি করে ধরা, মুণ্ডমালা গলে পরা,
নরশির করে ধরা, পদতলে পড়িয়ে মহেশ ॥
অম্বর নাহি কটিতটে, ফেলিছ অসুরে কেটে।
পরেছ মা কর ছেটে, ছিন্ন মুণ্ডের নাহি শেষ ॥
হুঙ্কার উঠিছে গগনে, অট্টহাসি খেলে দশনে।
রুধির ধারা বহে বদনে, জীব পেয়েছে ত্রাস ॥
করে ধরা বরাভয়, সাধুজনে দাও অভয়।
যে লয় মা পদাশ্রয়, তার থাকে না আর ভবক্লেশ ॥

বেহাগ—একতালা।

মায়ের কি শোভা হের রে নয়নে।
চাঁচর চিকুর কেশ, উড়িছে বামে ॥
চাতক উঠে উদ্ধমুখে, গগনে নব ঘন ভ্রমে।
মুক্তকেশী ত্রিনয়নী, জ্যোতি নব ভানু জিনি।
হোয়ে তিমিরনাশিনী, আলো করে ত্রিভুবনে ॥
ফেলেছেন অসুরে নাশি, ধরিয়ে ভীষণ অসি।
ভালে শোভে পূর্ণশশী, ভাসে বিশ্ব তাঁর কিরণে ॥
নীল উৎপল সম, হয় তাঁহারই বরণ।
কিবা রূপ নিরুপম, মুগ্ধ করে জীবগণে ॥
ভূতভাবনা তিনি, ভূতের জননী।
হইয়ে তিনি ভবানী, নাচাইছেন ভূতগণে ॥
রক্ত-কোকনদ সম, হয় মায়েরই চরণ।
সে চরণ করিলে ধ্যান, মুক্ত হয় জীবগণে ॥

ভৈরব—চৌতাল।

ওহে যোগীবর কারে কর তুমি ধ্যান।
তিনি হন কেমন, কোথা বা তাঁহারই স্থান॥
ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান, তোমাতেই পায় যে স্থান
তুমি কারে কর ধ্যান, বুঝিতে না পারে মন॥
শুনেছি আছে আদ্যাশক্তি, সৃজিয়াছেন প্রকৃতি।
তাঁহারই অনন্ত শক্তি, বিশ্ব হয়েছে সৃজন॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তাঁহারই মহিমা দেখি।
জগৎ দিতেছে সাক্ষী তিনি বিশ্বেরই কারণ॥
আদি অন্ত নাহি তাঁর, তিনি হন নিরাকার।
নির্গুণ গুণাকর কিরূপে ধরিবে মন॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

থাকিব না আর এ বিদেশে।
ফিরিব এবার আমি নিজ আবাসে॥
দিয়ে দুর্লভ জনম, মা করেছিলেন প্রেরণ।
করিবারে উপার্জ্জন, আসিয়া এ প্রদেশে॥
যবে সুধাবেন মোরে, এলে তুমি বল কিবা ক'রে।
কি দিব তাঁহারই করে, কি বলিব তাঁরই পাশে॥
যে জন্য এসেছিলাম, তার বা কি করিলাম।
খেলা পেয়ে ভুলে গেলাম, ঘুরিলাম দেশে দেশে।
ধন সঞ্চয় না হইল, ভাগ্যে রত্ন না মিলিল।
না হ'ল পারের সম্বল, কাচ ল'য়ে গেলাম শেষে॥

ইমন্ পুরবী—ঢিমে তেতালা।

দাও মা আমায় ও রাঙ্গা চরণ ও যে ভক্তের ধন।
ঈশান বুঝিয়া মর্ম্ম, করেছেন বক্ষে ধারণ॥
ও পদেরই মহিমা, কে করিতে পারে সীমা।
নাইক তার তুলনা, জগতে নাহি তার সমান॥
প্রেমে হইয়া মত্ত, মহেশ করেন নৃত্য।
জানিয়া সংসার অনিত্য, বাস করেন শ্মশান॥
শিব উদ্ধারেরই তরে, আছেন চরণ হৃদয়ে ধ'রে।
থাকেন পড়ে শবাকারে, হ'য়ে আত্মারাম॥
যে পায় ও পদাশ্রয়, তার কি থাকে শমনের ভয়।
জীবাত্মার হয় লয়, পরমাত্মায় হ'য়ে লীন॥

গৌরী—ঝাঁপতাল।

কোথা মা জগদম্বে, দেখা দাও মা আমারে।
দীন সন্তান আমি, ডাকিতেছি মা কাতরে॥
শুনি শাস্ত্রেতে কয়, কাতরে যে ডাকে মা তোমায়।
বিপদ তার নাহি রয়, দেখা দাও মা অন্তরে॥
প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে দিবানিশি বেড়ায় কাঁদিয়ে।
আমায় দেখা নাহি দিয়ে, থাক্‌বে মা কেমন ক'রে॥

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়াঠেকা।

হ'য়ে আছি মা, তোমার কাছে কত অপারধী।
তাই বুঝি আমায় দেখা, দিতেছ না এই অবধি॥

ইচ্ছা হয় করি সাধনা, মূঢ় মন যে তায় যায় না।
করিছে আমায় বঞ্চনা, আমার মন হয়েছে বিরোধী ॥
অজ্ঞান ঘোর তিমির, ঘেরে রেখেছে মম অন্তর।
না উদিলে জ্ঞান দিবাকর, কি রূপে মা তোমারে সাধি ॥
যদি গো মা আমায় কৃপা ক'রে, জ্ঞান ভক্তি দাও আমারে।
থাকিব তব চরণ ধ'রে, সাধনা করি তোমায় নিরবধি ॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

আমি মা বই আর জানিনে।
মায়ে না দেখিলে, প্রাণেতে বাঁচিনে ॥
মায়ের কোলে শুয়ে রব, মায়ের স্তন্য পান করিব।
মায়ের কোলে ঘুমাইব, মায়েরে হেরিব নয়নে ॥
মায়ে সদা থাকিব ধ'রে, মায়ে যেতে দিব না অন্তরে।
দেখিব তাঁরে সদা অন্তরে, স্থির ক'রে আছি মনে ॥
মায়ের কাছে থাক্‌ব প'ড়ে, ভাল বাসিতেই হবে মোরে।
ফেল্‌তে পার্‌বেন না দূরে, কষ্ট দিয়ে আমার প্রাণে ॥
যদি আমার মায়ের পাই কর, থাকেনা আর কোন ডর।
হয় না বহিতে দুঃখের ভার, স্থান পাইব সে চরণে ॥

সিন্ধু—সুরফাঁকতাল।

কোথা গো মা অভয়ে, দাও মা আমায় অভয়
কাঁপিছে ত্রাসে প্রাণ, পেয়েছি মা বড় ভয় ॥

কেন ভবে এসেছিলাম, আসিয়া বা কি করিলাম।
নিজ ইষ্ট না সাধিলাম জীবন করিলাম ক্ষয়॥
তোমারে সেবিবার তরে, এসেছিলাম দেহ ধ'রে।
যাইলাম বা কি ক'রে, নষ্ট করিলাম সময়॥
তব সেবা না হইল, বৃথায় জীবন গেল।
এখন যে আসিছে কাল, লয়ে যাবে পুনরায়॥
ঘোর মায়াতে ঘেরে, ঘুরাইল এ সংসারে।
ফিরিতেছি অন্ধকারে, না জানি যাই কোথায়॥
কর্ম্মফলে জন্ম হ'ল, কর্ম্মফলে ভোগাইল।
আবার সে সঙ্গে চলিল, এড়াইবার নাহি উপায়॥
পাইলে অভয় বাণী, অনন্তে ঝাঁপ দিব আমি।
কৃপা কর মা ঈশানি, রেখ মা আমারে পায়॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

তুমি গো মা আদ্যাশক্তি সৃষ্টির আদি কারণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, রেখেছ করি সৃজন॥
তিন গুণে তিনজন, সত্ত্ব, রজ, তম গুণ।
দিয়ে তাতে শক্তি তিন, রেখেছ করিতে সৃজন॥
ব্রহ্মায় সৃষ্টি করিবারে, বিষ্ণুরে পালিবারে।
মহেশে সংহার-তরে, করেছ সৃজন॥
গৌরী ব্রাহ্মী সরস্বতী এই তিনে করি প্রকৃতি,
করিয়াছ সমস্থান।
দিয়ে তাহে আকৃতি, করিছ বিশ্ব রঞ্জন॥

তুমি হও মা অনন্ত শক্তি, আমি করি মা তোমার স্তুতি
দিও মা অন্তিমে মুক্তি, দিয়ে আমায় দরশন ॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন যারে চায়, আমি তারে পাই না।
তাঁহার আবাস স্থান, কথনও দেখিনা ॥
তাঁহারই রূপগুণ, দিবানিশি করি ধ্যান।
কিন্তু তাঁহারই ত সন্ধান, কিছুতেই ত পাই না ॥
তাঁরে দেখিবার তরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তরে।
তিনি আছেন অন্তঃপুরে, দেখে ও তা দেখি না ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কোথা মা আনন্দময়ী, আমায় নিরানন্দ ক'র না।
তোমার কৃপায়, আমায় মা ক'র না বঞ্চনা ॥
জীব ভ্রমে করে মনে, আনন্দ পাইবে ধনে।
প্রবৃত্ত হয় উপার্জ্জনে, আনন্দ কি তা বোঝে না ॥
আনন্দ পাইবার আশে, ঘূরিতেছে দেশ বিদেশে।
নিরাশ হইয়া শেষে, নিজেরে করে বিড়ম্বনা ॥
আনন্দ পাইবে ব'লে, ডুবিছে সাগর জলে।
কেহ বা উড়ে অনিলে, তাতে আনন্দ ত পায় না ॥
সুখের আশে এ সংসারে, কতই কল্পনা করে।
দুঃখানলে সদা জ্বলে, তবু ছাড়েনা ত বাসনা ॥

কেহ বা সাগর পরে, যাইছে সুখেরই তরে।
উঠে গিরি শৃঙ্গপরে, ধরিছে ফণীর ফণা॥
তাঁতে না আনন্দ পেয়ে, যাইছে সর্ব্বত্রে ধেয়ে।
আনন্দ আছে যেথা লুকাইয়ে, সে স্থানও জানে না॥
যদি রে আনন্দ চাও, তবে সর্ব্বত্যাগী হও।
তাঁহারই শরণ লও, নিরানন্দ কভু হবে না॥
সে চরণ আনন্দ খনি, সঁপিলে তাহে মন তুমি।
পাবে শান্তি দিবা রজনী, বিষাদ কভু আসে না॥
আনন্দ খনির পাশে, যাবে তুমি অনায়াসে।
আনন্দে বেড়াবে ভেসে, মন রবে আনন্দে মগনা॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

নাহি প্রয়োজন আর, রেখে এ জীবন।
অর্পণ করিব আমি, ধ'রে মায়ের দু'চরণ॥
এ ভব সংসারে এসে, দেখি যে নিজ দোষে।
পড়েছি বিষম ফাঁসে, পাশবদ্ধ পক্ষী যেমন॥
কত কষ্ট পাইতেছি, দুখে সুখ ভাবিতেছি।
ছিঁড়িতে না পারিতেছি, মায়ারই দৃঢ় বন্ধন॥
আসক্তি রজ্জু কঠিন, দেয় টান ঘন ঘন।
ওষ্ঠাগত করে প্রাণ, নারি করিতে বর্জ্জন॥
আশা ভীষণ আগুন, করে অন্তর দাহন।
বহে বাসনা পবন, জ্বলিতেছে রাত্রদিন॥
নিবৃত্তি না আসে মনে, শান্তি নাহি পাই প্রাণে।
কি করিব এ জীবনে, না ক'রে মায়ে অর্পণ॥

টোড়ি—কাওয়ালী।

কি ব'লে ডাকিব মা তোমারে।
কখন প্রকৃতি হও, কভু দেখি পুরুষাকারে॥
কভু করে ধ'রে অসি, ফেলিছ অসুরে নাশি।
কভু বাজাইয়ে বাঁশী, লও গোপীর মন হ'রে॥
কভু হ'য়ে দিগম্বরী, নাচ শ্মশানোপরি।
কভু চূড়া ধড়া পরি, গোধন ল'য়ে যাও গোষ্ঠেরে॥
কভু গলে বনমালা, দেয় সব ব্রজবালা।
কভু গলে মুণ্ডমালা, থাক গো মা তুমি প'রে॥
শব ঝোলে কর্ণমূলে, রুধির ধারা কলেবরে।
কভু কুন্তল শোভে কর্ণমূলে, চন্দন লেপন করে॥
অট্টহাসি মুখ কমলে, পূর্ণশশী শোভে ভালে।
রুধির ধারা জিহ্বা মূলে, ছিন্নমুণ্ড ধরা করে॥
কভু তাম্বূল রাগ অধরে, তিলক শোভে নাসাপরে।
কভু থাক গিরি ধ'রে, বৃন্দাবন শোভা ক'রে॥
কে জানে তোমারই মায়া, কভু পুরুষ কভু জায়া।
দাও মা আমায় পদছায়া, যাই ভব সাগর পারে॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

দেখ দেখ মা রয়েছেন দাঁড়ায়ে।
তরুণ অরুণ-আভা, ভাসিছে হৃদয়ে॥
উজ্জ্বল কিরণ-চয়, আলো করে অন্তরে,
সে উজ্জ্বল কিরণ নাশ করে মনের তম।
প্রস্ফুটিত করে জ্ঞান, অজ্ঞানে নাশিয়ে॥

সে জ্যোতির নাহি তুলনা, বিদ্যুৎ কভু ত হয় না।
রবি শশী ম্রিয়মাণা, তারা থাকে ম্লান হ'য়ে ॥
পদ কোকনদ সম, মনভৃঙ্গ হয় যে আসীন।
চরণামৃত কর পান, থাকিবে অমর হ'য়ে ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

নয়ন দ্যাখ্‌রে কে দাঁড়ায়ে হৃদি মাঝারে।
তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি হৃদয় আলো করে ॥
খুলিয়া জ্ঞান-নয়ন, কর তাঁরে দরশন।
না হবে আর জনম, যাইবে দুঃখেরই পারে ॥
সে রূপের নাহি তুল, কে কোথায় দেখেছ বল।
সে জ্যোতি অতি উজ্জ্বল, নয়ন না হেরিতে পারে ॥
হেরিয়ে সেরূপ নয়নে, সতত ধরিবে ধ্যান।
যাইবে পরমধামে, যাইয়া ভবেরই পারে ॥

বেহাগ—ধামার।

কত রূপ ধর গো মা, কে বুঝিতে পারে।
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে, কেহ না পায় দেখিবারে ॥
রূপের নাহিক সীমা, নাহি হয় তার তুলনা।
কি ক'রে দিব উপমা, নাহি কোথাও চরাচরে ॥
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ মণ্ডল, আলো করে ভূমণ্ডল।
ঘুরিতেছে ভ্রামণ্ডল, ঘোরে মণ্ডল আকারে

তোমার জ্যোতি পেয়ে তারা, গগনে শোভিছে তারা,
হয় তারা জ্যোতিহারা, জ্যোতি যদি না দাও তারে ॥
তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, কভু হও বিশ্বরূপিণী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী, শোভা কর মূলাধারে ॥
কভু ভুবনমোহিনী, কভু হও উলাঙ্গিনী,
কভু হও বিশ্বরূপিণী, আন জীবে চরাচরে ॥
কখন হও পাগলিনী, কভু হও মহিষমর্দ্দিনী।
কভু শঙ্কর-হৃদিবাসিনী, কভু হর হৃদিপরে ॥
মহাকাল তব অধীন, কালী নাম কর ধারণ।
শ্যামা ব'লে করে ধ্যান, ধ্যানে কি ধরিতে পারে ॥
নাহিক তোমারই রূপ, হও তুমি বিশ্বরূপ
তোমারই স্বরূপ চিত্ত কি ভাবিতে পারে ॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

আমি থাক্‌বো না আর এ সংসারে।
যাইব মায়েরই কাছে যদি মা লন আমারে ॥
যবে ভবে এসেছিলাম, খেলা পেয়ে ভু'লে গেলাম।
মায়ের সেবা না করিলাম, মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে ॥
আমার যে ঘর ছিল, কালে তাহা ভগ্ন হ'ল।
চারিদিকে জল পড়িল, রক্ষা করি কি ক'রে।
যে পথে যাইব আমি, কোন দিক নাহি জানি।
আমি পথ নাহি চিনি, কেবা ব'লে দিবে মোরে ॥
সে পথের দস্যুগণ, হয় অতি বলবান।
কর্ত্তা তার হয় শমন, আছে যম দণ্ড ধ'রে ॥

নাহি কিছু সম্বল, কি ক'রে করিব বল।
আতঙ্কে অঙ্গ হ'ল বিকল, উতরিব বল কি ক'রে॥
সে পথের মাঝে নদী, উঠে তুফান নিরবধি
পথের কি আছে বিধি, পারিনা যে জানিবারে।
সে নদীতে যে কাণ্ডারী, দেন জীবে পার করি।
দিয়ে তারে চরণ তরি, ডাকিলে ভক্তিভরে কাতরে।

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল।

যদি গো মা ছিল মনে, যন্ত্রণা দিবে আমার প্রাণে।
কেন আনিলে আমায়, বল এ ধরাধামে॥
মায়াতে দিলে ঘেরিয়ে, না দিলে পথ দেখাইয়ে।
আমি যে মরি ঘুরিয়ে, ঠিক পথ নাহি জেনে॥
তৃষ্ণা অন্তরে রেখে, ফেলে দিলে মা আমায় দুখে।
থাকিতে দিলে না সুখে, গেল দিন ক্রন্দনে॥
স্কন্ধে দিলে বোঝা মোর, বহিতে না পারি আর।
হয়েছে যে প্রাণ কাতর, সংজ্ঞাহীন ক্ষণে ক্ষণে॥
বল মা আর কতদিন, কষ্ট সহিবে যে প্রাণ।
দাও আমায় শ্রীচরণ, হেরি তোমায় নয়নে॥
নয়নে তোমারে হেরি, দুঃখ শোক পরিহরি।
যাই মা তোমার পুরী, সুখী হই মা জীবনে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মা একি তোমার আচরণ।
বধিবে সন্তানে, স্থির ক'রেছ কি মন॥

শুনেছি সব মার্জ্জারে, আপন শিশুরে মারে।
ভুজঙ্গে আহার করে, আপন সন্তান॥
করিছ তুমি সৃজন, করিছ তায় পালন।
সংহারিছ তারই প্রাণ, এই কি গো তব বিধান।
রাক্ষস রাক্ষসীগণ্, বধে না সন্তান প্রাণ।
করে তাদের পালন, নষ্ট না করে জীবন॥
তুমি হও জগৎ জননী, হও জগৎ প্রসবিনী।
হও পুনঃ সংহারিণী, নাশিতেছ জীবগণ॥
হ'য়ে তুমি ব্রহ্ম শক্তি, প্রকাশিছ নিজশক্তি।
হ'য়ে আবার প্রকৃতি, সৃজ স্থাবর জঙ্গম॥
রেণু ধেনু এক হ'য়ে, তব আজ্ঞা শিরে ল'য়ে।
বেড়ায় তারা সৃজিয়ে, তুমি দাও সবে চৈতন্য॥
প্রলয় সময় এলে, চূর্ণ বিচূর্ণ কর সকলে।
থাক মা দেহেতে ধ'রে, হ'য়ে থাকে সূক্ষ্ম তম॥
সৃষ্টি ক'রে বারে বারে, সংহার আবার তারে।
হয় লয় এই প্রকারে, চতুর্দ্দশ ভুবন॥

রামকেলী - ঢিমে তেতালা।

কে সাজালে মা তোমায়, করিয়া কল্পনা মনে।
রূপ আকার দেয়, নিরাকার নির্গুণে॥
দিয়ে নীল নবঘন, রচিল মায়ের বরণ।
হ'ল রূপ নিরুপম, কে কবে হেরেছে নয়নে॥
চাঁচর চিকুর কেশে, উড়িছে দেখ মহাকাশে।
চাতক যে বারির আশ্বাসে, উঠিল গগনে॥

ভালে দিল পূর্ণশশী, বদনে খেলে অট্টহাসি।
নবার্ক জ্যোতি আসি, ভাসিতেছে ত্রিনয়নে॥
বাল শব, কর্ণমূলে, না জানি কে দিল ঝুলাইয়ে।
রুধির ধারা অঙ্গে বহে, হেরে ত্রাসিত জীবগণে॥
মুণ্ডমালা কণ্ঠোপরে, কাটামুণ্ড করে ধরে।
ছিন্ন হস্ত কটি'পরে, বসন নাই পরিধানে॥
করেতে ভীষণ অসি, নখে শোভে রবি শশী।
চরণেতে শিব আসি, আছেন যে শয়নে॥
দাও মা আমারে ব'লে, এ সাজে কেন সাজিলে।
শঙ্কর বক্ষে দাঁড়াইলে, কণ্ঠে মুণ্ডমালা ধারণে॥
কাটামুণ্ড করে ধরি, জিহ্বা রয়েছ প্রসারি।
আমারে মা কৃপা করি, রেখো মা ও শ্রীচরণে॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না, মা তোমারে।
থাক তুমি বিশ্বমাঝে, কখন কি রূপ ধ'রে॥
বিশ্ব হয় তব আকার, তোমায় বলে নিরাকার।
জ্ঞান নাহি দাও মা আমার, তোমারে গো ধরিবারে॥
তুমি হও বিশ্বেরই প্রাণ, কল্পনা করে যে মন।
যাহা হেরিতেছে নয়ন, সৃজন ভ্রমেতে করে॥
হও যে পরমাত্মনী, তুমি হও মা জগৎ জননী;
হ'য়ে জগৎ প্রসবিনী, আছ মা বিশ্বাকারে॥
ইঙ্গিতেতে গ্রহগণ, করে নিয়ত ভ্রমণ।
ক'রে তাদের সৃজন, রাখ আজ্ঞাধীন ক'রে॥

যবে হয় মহা প্রলয়, সৃষ্টি সব হয় লয়।
তোমাতে লয় আশ্রয়, রাখ সবে অন্ধকারে॥
প্রলয়ান্তে পুনরায়, যবে বিশ্ব প্রকাশ হয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, কর তুমি ইচ্ছা ক'রে॥
মহিমা কি বলি তব, তাহা জানেন কেবল ভব।
শব হ'য়ে রয়েছেন শিব, ও চরণ স্পর্শ ক'রে॥
আমারে দাও মা জ্ঞান, পূজিবারে ও চরণ।
আমার যেন হয় মরণ, নয়নে তোমারে হেরে॥

মিশ্র রামকেলী—ঢিমে তেতালা।

কি ক'রে কর্‌ব মা সাধনা, আমায় ব'লে দাও না।
চেষ্টা ক'রে স্থির ক'রে, মনেরে রাখ্‌তে পাল্লাম না॥
অষ্টাঙ্গ যোগেরই তত্ত্ব, না পাই মা তাহারই তত্ত্ব।
কে জানে কি মহতত্ত্ব, তব তত্ত্ব পেলাম না॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে বলে, প্রাণায়াম করিলে পরে।
পঞ্চ বায়ু সঙ্কোচিলে, হয় গো তোমার উপাসনা॥
প্রাণায়াম করিবারে, দাও নাই ক্ষমতা মোরে।
যা পারি মা তোমার ধ্যান ক'রে, মনেতে করিয়া ধারণা॥
সাধনা জেন বড় কঠিন, না হ'লে জ্ঞান ভক্তির মিলন।
না দিলে তায় মন প্রাণ, হয়না তোমার সাধনা॥
যতই চেষ্টা কর, না হ'লে কৃপা তোমার।
না উঠে ভক্তির অঙ্কুর, জ্ঞানোদয় ত হয় না॥

আমারে মা দয়া ক'রে, দাও শক্তি সাধিবারে।
অন্তিমে যেন পাই তোমারে, ক'রনা আমায় বঞ্চনা ॥

———

কালিঙ্গড়া—কাওয়ালী।

দে মা আমায় বল, মন স্থির করিবারে।
মন স্থির ক'রে, দেখিব মা তোমায় অন্তরে ॥
তোমারে হৃদয়ে হেরি, সংসার বাসনা পরিহরি।
পরিজন সব পাসরি, থাকিব তোমায় হেরে ॥
ওরূপ দেখিলে পরে, আস্‌তে হয় না এসংসারে।
পুনর্জ্জন্ম হয় না পরে, যাইব দুঃখেরই পারে ॥
পাইব পরম পদ, থাকিবে না আর কোন বিপদ।
চরণ হইবে সম্পদ, যাইব ভবেরই পারে ॥
চরণ সম্বল করি, করিব তাহে পারের তরি।
যাব পারে চরণ ধরি, নিবারণ বা কে করে ॥
এবার মনে স্থির করিব, তোমারে হৃদয়ে পাব।
দিবানিশি তোমায় ভাবিব, আনন্দ পাইব অন্তরে ॥

———

যোগিয়া—কাওয়ালী।

কবে হেরিব আমি মা তোমারে।
আমারই হৃদয় মাঝারে ॥
শান্তি জলে ঝাঁপ দিব আনন্দামৃত পান করিব।
অমর হইয়া যাব, দেখে তোমায় অন্তরে ॥

যে জ্যোতি দেখিতে পাব, সেই আলোয় সাঁতারিব।
নিজ স্থানে চ'লে যাব, থাকিব না অন্ধকারে॥
তব জ্যোতি লক্ষ্য ক'রে, পার হব ভব সাগরে।
পৌছিয়া তোমারই দ্বারে, থাকিব চরণ ধ'রে॥
আসিব না আর ফিরে, যাব না আবর্ত্তে পড়ে।
মুক্তি ল'য়ে তব করে, আসিব না আর সংসারে॥
সংসারেরই দুঃখ ভার, ভুগিয়াছি অনিবার।
যদি তুমি কৃপা কর, তবেই যাইব পারে॥

———

আশাভৈরবী—কাওয়ালী।

এস মা আলো কর, আমারই অন্তর।
হেরি যেন তোমারে, হৃদয়ে নিরন্তর॥
বিমল তব কিরণ, উদ্ভাসিত ক'র্‌বে মন।
দেখিবে সদা নয়ন, ঝর্‌বে আঁখি অনিবার॥
অবিদ্যারই অন্ধকারে, রেখেছে মা মনে ঘেরে।
ও জ্যোতিতে, সে তিমিরে,—করে দিবে পরিষ্কার
জ্ঞান আঁখি খুলে যাবে, তোমারে সতত দেখিবে।
আনন্দেতে ভরে যাবে, জুড়াইবে অন্তর॥
হৃদ্‌মাঝারে তোমায় দেখি, হইব মা চিরসুখী।
অন্তিমে যুগল আঁখি,
মুদিয়ে দেখিবে রূপ তোমার॥

———

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ধরিব ধরিব এবার মায়েরে।
দেখেছি দেখেছি তাঁয় আমার অন্তরে॥
ভক্তি ডোরে ফাঁস দিয়ে, চরণে দিব পরাইয়ে।
টানিয়া লইয়া হৃদয়ে, রাখ্‌ব তাঁরে বদ্ধ ক'রে॥
হৃদয় মন্দিরে রেখে, শান্তি পাব একা দেখে।
দেখ্‌তে দিব না অন্য কাকে, বসিয়া থাকিব দ্বারে॥
হৃদ্‌কমলে বসাইব, মনোসাধে তাঁয় পূজিব।
এবার আমি বর লব, সদা যেন দেখি অন্তরে॥

———

ভৈরবী—একতালা।

নাচ মা নাচ মা হৃদয়-শ্মশানে।
পবিত্র হইবে হৃদি ও পদ পরশনে॥
ও পদেরই গুণ, না হয় বর্ণন।
মহেশ করেন ধারণ, বিধি বিষ্ণু মগ্ন ধ্যানে॥
জীবন সংগ্রাম, চলিতেছে রাত্র দিন।
করাইছ তুমি রণ, জীবেরে শক্তি প্রদানে॥
তুমি যে মা আদ্যাশক্তি, না জানি স্তবস্তুতি।
নাহি আছে মম শক্তি, ভজন সাধনে॥
তোমারই সৃষ্টি কৌশল, কে বুঝিতে পারে বল।
আশা যাওয়া হয় কেবল, তাও তোমারই বিধানে॥
কভু ভূতে কর সংযুত, কভু তাহে কর পৃথক্।
হ'য়ে তুমি ভূত মাতঃ, নাচাইছ ভূতগণে॥

তোমারই শক্তি প্রভাবে, সকলই এসেছে ভবে।
ক্ষণ শক্তিরই অভাবে, প্রবেশিবে আদি কারণে॥
নাচি নাচি বেড়াও অন্তরে, যেওনা মা আর অন্তরে।
নিরন্তর থাক অন্তরে, তৃপ্ত হব তব দরশনে।

———

টোরি—কাওয়ালী।

কে বলে আমার কালী কাল, তিনি যে জগৎ করেছেন আলো।
বিশ্বেতে ভাসিছে যাঁর কিরণ জাল॥
হৃদয়ে ফিরায়ে আঁখি, তাঁরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেখি।
মনের আনন্দে থাকি, আমি যে গো সর্ব্বকাল॥
ব্রহ্মে ক্রিয়া শক্তি হ'য়ে, ব্রহ্মে থাক প্রবেশিয়ে।
ফেলিলেন সৃষ্টি করিয়ে, তেজোরাশি প্রকাশিল॥
যাঁর তেজে গ্রহগণ, নিয়ত করে ভ্রমণ।
গগনে শোভে তারাগণ, রবি শশী করে আলো॥
অন্তরে ও বাহিরে, আছেন তিনি আলো ক'রে।
ভ্যাখ্‌না নয়ন ভ'রে, জ্যোতি তাঁর কি উজ্জ্বল॥

———

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কোথা গো দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী, তারিণী।
তার মা সঙ্কটে, আমায় দিয়ে অভয় বাণী॥
দুর্গে দুর্গা পাব ব'লে, তাই ডাকি মা গো দুর্গা ব'লে।
তোমারই কৃপা বলে, উদ্ধার হব গো মা জননী॥

বৎসরেতে তিন দিন, ল'য়ে পুত্র কন্যাগণ।
হিমালয়ে কর গমন, হ'য়ে কৈলাসবাসিনী॥
হিমালয়ে জন্মাইলে, শিব স্বামী হবে ব'লে।
পঞ্চতপা হয়েছিলে, হ'য়ে তুমি তাপসিনী॥
তুমি দক্ষালয়ে গিয়ে, পতি নিন্দা শুনিয়ে।
ফ্যাল নিজ দেহ ত্যেজিয়ে, শুনেছি মা ভবানী॥
ধ'রে শিব ত্রিশূল, তব দেহ ঘুরাইল।
অঙ্গ দেশ বিদেশ পড়িল, পীঠ স্থান ব'লে তাহে গণি
ভূভার হরিবার তরে, এলে মা এ সংসারে।
ধরি অস্ত্র দশ করে, হ'লে দানব-সংহারিণী॥
মহিষাসুর গর্ব্ব ক'রে, প্রবৃত্ত হইল সমরে।
ফেলিলে মা তারে মেরে, হ'লে মহিষমর্দ্দিনী॥
বিপদে পড়িয়া জীব, যদি লয় মা নাম তব।
নাশ তারই বিপদ, রক্ষা কর গো ত্রিনয়নী॥

মিশ্র বেহাগ—একতালা।

কোথা গো মা কাত্যায়নী, কার্ত্তিক জননী।
অসুর নাশিনী তুমি, মহিষমর্দ্দিনী॥
অমরে রক্ষার তরে, খড়্গ নিলে মা নিজ করে।
ফেলিলে অসুর শিরে, হ'য়ে অসুরঘাতিনী।
মত্ত হ'য়ে সুধাপানে, প্রবেশ ভীষণ রণে।
নাশিলে পাপাসুরগণে, হ'য়ে জগৎ সংহারিণী।
মধুকৈটভে বধিলে, বৃত্রাসুরে নাশিলে।
শুম্ভ নিশুম্ভর প্রাণ নিলে, হ'য়ে শক্তিরূপিণী।

রক্তবীজে বধিবার তরে, রাখ জিহ্বা প্রসারিয়ে।
রুধির বহে দুই ধারে, ধর মা হ'য়ে শিবানী।
বাম করে অসি ধর, দক্ষিণে দিতেছ বর।
দিয়ে জীবেরে অভয়, হ'য়ে জগত জননী।
পাপ ভার হরিবারে, পুণ্যবানে রক্ষার তরে।
এসেছ মা এসংসারে, হ'য়ে ব্রহ্মস্বরূপিণী।
তোমার সত্তা যে বা জানে, ভয় নাহিক তাহার প্রাণে।
স্থান পাবে ও চরণে, তুমি হও তার মুক্তিদায়িনী।

পুরবী—আড়াঠেকা।

আহা মরি কিরূপ আজি হেরিতেছি হৃদয়ে।
জ্যোতির্ম্ময়ী মা রয়েছেন দাঁড়ায়ে॥
আহা কিবা অপরূপ, নাহিক তারই স্বরূপ।
অপরূপ অরূপ, ভাসিছে আমার অন্তরে।
সেই যে রূপরাশি, জিনিয়া অকলঙ্ক শশী।
হৃদয়ে তাহা প্রবেশি, দেয় আনন্দে মন ভাসায়ে॥
হেরিলে রূপ একবার, থাকেনা আর পাপের ভার।
বিশুদ্ধ হয় অন্তর, জ্যোতিতে যায় প্রাণ ভরিয়ে॥
সেরূপ দেখরে মন, কর সদা রূপ ধ্যান।
শান্তি পাইবেরে প্রাণ, যাইবে তুমি মুক্তি পেয়ে॥

টোড়ি—একতালা।

আর কত যন্ত্রণা, দিবে মা আমাকে।
সঙ্কটে পড়েছি আমি, ডাকি মা কাহাকে॥

কর্ম্মসূত্রে ভুঞ্জি আমি, দুষি মা তোমাকে ॥
কর্ম্মফল লইয়ে, আপনার সৃষ্টি করিয়ে।
এ সংসারে আসিয়ে, পড়েছি মা বিপাকে ॥
কবে কর্ম্ম ক্ষয় করিব, তোমারই চরণ পাব,
আর ফিরে না আসিব, সদা দেখিব তোমাকে ॥
আর কর্ম্ম না করিব, পরমানন্দে সদা থাকিব।
সুখ দুঃখেরই পারে যাব, নত না হইব দুঃখেরই ভারে ॥
কৃপা কর বিতরণ, দিয়ে মা ও রাঙ্গা চরণ।
হৃদয়ে করি ধারণ, থাকিব মা পরম সুখে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

হৃদয়ে বেঁধেছিলাম কুঁড়ে, ত্রিতাপে সেও গেল গো মা পুড়ে।
এস মা, এস মা, থাক আসি হৃদয় জুড়ে ॥
থাকিবে মা আলো ক'রে, দেখি তোমারে অন্তরে।
শান্তি পাইব অন্তরে, অশান্তিরে ফেলে দিব দূরে ॥
হৃদ্-মন্দিরে বসাইব, তাহে তোমায় তুলে লব।
মানসে পূজা করিব, আনন্দে থাকিব ভোরে ॥
হৃদয় আছে মা প'ড়ে, থাক অধিকার ক'রে।
হেরিয়ে তোমায় অন্তরে, দুঃখেরে ফেলিব ছুড়ে ॥
আনন্দে সদা থাকিব, আর তোমায় না ছাড়িব।
সদানন্দ হ'য়ে রব, থাকিব চরণ ধ'রে ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দাঁড়াও মা এসে, আমার সম্মুখে।
আনন্দেতে ভোর হব, তোমারে গো দেখে॥
দাঁড়াও আসি হৃদয়ে, মনের তমঃ তাড়ায়ে।
ধরিয়ে অসি করে, মায়া জাল দাও মা কেটে॥
তোমার জ্যোতি উজ্জ্বল, অন্তর করিবে আলো।
মন থাক্‌বে না চঞ্চল, ভিতরে দেবে গো রেখো॥
তব বিমল কিরণ, নির্ম্মল করিবে মন,
উদয় হবে তত্ত্বজ্ঞান, চরণ ধোরে রাখ্‌বো বুকে

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

দাঁড়াও কেন সম্মুখে আসি, বলরে শমন।
আমি কি করিব ভয়, ক'রে তোরে দরশন॥
ধরিছি মায়ের চরণ, কাল হয় যার অধীন।
কি ক'রে কর্‌বে আক্রমণ, ল'য়ে যাবে ক'রে আকর্ষণ।
আশ্রয় যে পায় চরণে, সে কি কভু ডরে শমনে।
সে যে যাবে বৈকুণ্ঠ ধামে, না হয় তার আর জনম॥
ধরিয়ে-ভীষণ আকার, ক'রে দন্ত কড়মড়।
তবু ভয় না হয় আমার, পাইলে সে রাঙ্গা চরণ॥
তুমি ভয় দেখাইলে, উঠে যাব মায়ের কোলে।
লইতে পারিবে না বলে, সদাই থাকিব তাঁহারই সদনে॥
যে লয় সে পদাশ্রয়, তার কি থাকে শমনে ভয়।
সে যে পায় পদ অভয়, সুখ ভুঞ্জে চিরদিন॥

বেহাগ—একতালা।

মা তোমায় কিছু নাই বলিবার।
তুমিত জান মনে, যা হয় আমার॥
সন্তানের কি অভাব, মা জানেন ত সব।
মনে আসে যে সব ভাব, জানত আমার॥
জেনে শুনে চুপ ক'রে, থাক তুমি অন্তঃপুরে।
আলো করিয়ে মা অন্তরে, নাশ তম অন্ধকার॥
আমার মনেরই বেদনা, সব তোমার আছে জানা।
ঘুচাইয়ে সে যাতনা, নাশ অজ্ঞান তিমির॥
তুমি হও মা অন্তর্যামী, কি ক'রে জানাব আমি।
হ'য়ে তুমি জগৎ জননী, মনদুঃখ নাশ কর॥
আছ তুমি সর্ব্ব স্থানে, অনলে, অনিলে, পর্ব্বতে বনে।
আছ আমার প্রাণে প্রাণে, দাও না আঁখি দেখিবারে॥
এই মা মিনতি করি, দুঃখ ভার লও হরি,
সিঞ্চিয়া মনে শান্তি বারি, আনন্দে মন পূর্ণ কর॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

একবার দাড়ারে শমন, দাঁড়ারে শমন।
মাকে আমি একবার করি দরশন॥
ব্যাকুল অন্তর হইয়ে, লই তাঁরে ডাকিয়ে।
একবার তাঁরে না দেখিয়ে, যাইব না তোমার ভবন॥
হ'লে তাঁরি দরশন, জ্বলিবে হৃদে জ্ঞানাগুন।
পাপ তাপ হবে দহন, বিশুদ্ধ হইবে মন॥

হইলে বিশুদ্ধ মন, হৃদয় হবে স্বচ্ছ দর্পণ।
তাঁর ছায়া হবে পতন ; দুঃখ আর না হবে কথন ॥
জানিয়াছি মনে সার, মা যে হন নিরাকার।
করিতে জীবের উপকার, রূপ করেন ধারণ॥
সগুণে সাকারে রাখিব ধ্যানেতে ধ'রে।
আসিলে তিনি অন্তরে, ছিন্ন হবে ভবন্ধন॥
থাকিবেনা মায়া মোহ, থাকিবেনা আর দেহ।
থাকিবেনা অনিত্য স্নেহ, (তুমি) করিতে পারিবে না বন্ধন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কে গো অন্ধকারে, নবীন নীরদ বরণ
নীল পঙ্কজ জিনি যুগল চরণ।
মহামায়া রূপ ধ'রে, যোগনিদ্রায় রাখ ঘেরে।
জীবে অভিভূত ক'রে, দেখাইছ স্বপন॥
এই যে বিশ্ব রচনা, কেবল হয় মনেরই কল্পনা।
কিন্তু বুঝিতে যে দেয় না, ঘেরিয়ে মায়া আবরণ॥
রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত-জ্ঞান।
হ'লে ভ্রম নিবারণ, রজ্জু শুক্তি থাকে বর্ত্তমান॥
জেনেছি জেনেছি সার, সকলই সত্তা তোমার।
তুমি হও পরাৎপর, জগতের পরমাত্মন॥
আমি স্তুতি করি মা তোমারে, ভক্তি দাও মা আমারে
ভক্তিতেই হইবে মুক্তি, নিশ্চয় করিছি জ্ঞান॥

তোমারই কৃপা পাইলে, অনায়াসে যাইব চ'লে।
সেই কৃপারই বলে, পাব আমি মোক্ষধাম ॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

কি ক'রে বুঝিব মা, তোমার মহিমা।
তোমারই মহিমার, নাইত কোন সীমা ॥
তোমার কৃপা হ'লে, পাষাণ যায় যে গ'লে।
পাষণ্ডের মন ভিজে ভক্তিজলে, উঠে যে মা রাগ প্রেমা ॥
ক'রেছি মা কত পাপ, দহিছে সদা ত্রিতাপ।
আর দিওনা মা তাপ, কর মা আমারে ক্ষমা ॥
প্রেমেরে আশ্রয় ক'রে, ডুব দিব প্রেম সাগরে।
তলে পাইব মা তোমারে, নাহি তার কোন ভাবনা ॥
পরাজ্ঞান পরাভক্তি, দুয়েতেই হয় জীবের মুক্তি।
জ্ঞানলাভের নাহি শক্তি, প্রেমে পাব গতি পরমা ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমি যাবনা মা তোমার কাছ ছেড়ে।
যদি আমায় দাও তাড়ায়ে ॥
থেকে আমি রাত্রদিন, করব তোমায় দরশন।
পবিত্র হইবে মন, শান্তি পাব অন্তরে ॥
আমার ভাগ্য ভাল নয়, না হ'লে কি মা হন নিদয়।
সদা আমার ভয় হয়, যদি মা যান হৃদয় ছেড়ে।

যাঁরা হন পুণ্যবান, সদা করেন দরশন।
আমার ভাগ্য নয় তেমন, দেখি সদা তোমায় অন্তরে॥
যদি এবার দেখা পাব, তোমারে ধরিয়া রব।
একবারও না ছাড়িব, বেড়াইব অঞ্চল ধ'রে॥

শর্ব্বরী—ঢিমে তেতালা।

করিলে মা আমায় শেষে পরাধীন।
তোমারই সন্তান হ'য়ে, কি ক'রে হব গো মা পরেরই অধীন॥
ফেলিলে মা আমায় অকূলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে।
ব্যাধি জরায় দেহ জ্বলে, আগুন জ্বলে দ্বিগুণ॥
যে অনল জ্বালিয়াছি, নিবাইতে না পারিতেছি।
কত চেষ্টা করিতেছি, নিবেনা সে ইন্ধন॥
কর্ম্মফল হবি ল'য়ে, দেহ-কুণ্ডে উঠে জ্বলিয়ে।
নিবেনা নিবাইলে, শেষ না হরিলে পরাণ॥
যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমি যে অধীন তোমার।
তব দয়াতে নির্ভর ক'রে রেখেছি এ প্রাণ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে বলে মা তোমায় দয়াময়ী জননী।
আমারই ভাগ্য দোষে হও কঠিনা পাষাণী॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, কুপুত্র যগুপি হয়,
মায়ের স্নেহ সমান রয়, বৃদ্ধি পায় এইত মা জানি॥

দিবানিশি কাঁদিতেছি, মনের দুঃখ বলিতেছি,
শোক তাপ জানাইতেছি, না পাই আশ্বাস-বাণী ॥
তুমি দুঃখ না শুনিলে, আমার কষ্ট না দেখিলে।
আশ্রয় আর কোথায় মিলে, কে আশ্রয় দিবে নাহি জানি ॥
ক'রে কৃপা বিতরণ, ও চরণে দাও স্থান,
আশ্বাস পাবে মন প্রাণে, চরণ হবে পারের তরণী ॥
যদি দয়া না করিবে, নিশ্চয় জীবন যাবে,
তাতে ক্ষতি না হইবে, যদি না তার মা জগত-জননী ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এবার ঝগড়া কর্‌ব মা তোমারি সনে।
দয়াময়ী মা তুমি, তবে দয়া কেন পাইনে ॥
তব দয়ায় পেয়েছি প্রাণ, তব দয়ায় আছে জীবন।
তবে কষ্ট দাও কেন, এ অকৃতি সন্তানে ॥
তব দয়া না থাকিলে, জগৎ কি থাকে কোন কালে,
কত দয়া প্রকাশিলে, তবে কষ্ট পাই ক্যানে ॥
কর্ম্মদোষে ভুগিতেছি, তোমায় দোষী করিতেছি,
তোমার উপর দোষ ফেলিতেছি, নিজদোষ না ভাবি মনে ॥
যেমন কর্ম্ম ক'রেছিলাম, তেম্নি ভোগ ক'রে গেলাম,
ভোগের শেষ না দেখিলাম, আরত বাঁচিনে প্রাণে ॥
ক্ষেমঙ্করী নাম ধর, পাপীরে যে ক্ষমা কর,
পাপতাপ তারি হর, আমি ক্ষমা পাবনা ক্যানে ॥

ক্ষমারি আশা ক'রে, রেখেছি মা প্রাণ ধ'রে,
এখন থাকিব মা তোমায় ধ'রে, রেখে মন ও রাঙা চরণে ॥

বেহাগ—একতালা।

শুন্‌ব না শুন্‌ব না মা, আর তোমার কথা।
পেয়েছি পেয়েছি তারা, প্রাণে বড় ব্যথা ॥
পড়িয়ে সংসার জালে, ডুবিয়াছি আমি অতলে,
যাইতে না পারি কূলে, বেড়াই আমি কেবল হেথা সেথা ॥
উঠিবারে নাহি পারি, যতই কেন চেষ্টা করি,
ভাবিতেছি কিবা করি, চেষ্টা সবই হইতেছে বৃথা ॥
চক্ষুর ভ্রমেতে প'ড়ে, খেয়েছি আমি টোপ ধ'রে,
বেঁধেছে বড়শির কড়ে, রয়েছি ডোরেতে গাঁথা ॥
প্রাণ বাঁচাবার তরে, মরিতেছি ছট্‌ফট্‌ ক'রে,
দেয়না যে আমারে ছেড়ে, মুখে আর সরে না কথা ॥
যদি আমায় কৃপা ক'রে, দাও গো মা আমার জাল ছিঁড়ে,
পলাইয়ে যাব দূরে, আর আসিব না মা হেথা ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আর সাধ্‌ব না মা আমি তোমারে।
রহিলে যদি গো মা, অভিমান ভরে ॥
আমিও ক'রেছি রাগ, করিব এ প্রাণ ত্যাগ।
যেন গো মা অনুরাগ, থাকে ও চরণ পরে ॥

কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেল, তোমার দেখা না পাইল।
সব যে অন্ধকার হ'ল, থাকিব আমি কি ক'রে॥
আছ তুমি সর্ব্বত্রে, বাহিরে কিবা অন্তরে।
কভু না দেখি তোমারে, ভাসি দুঃখ সাগরে॥
যদি দয়া নাহি পাই, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াই।
সতত ভাবি মা তাই, লহ গো মা করে ধ'রে॥
ত্যজ গো মা অভিমান, আমি দীন হীন সন্তান।
হ'লে তুমি নিদারুণ, যাইব আমি ম'রে॥
তুমি গো মা কৃপা ক'রে, মন দুঃখ লও হ'রে।
আলো কর গো মা অন্তরে, থাকি সুখে তোমায় হেরে॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

মা হ'য়ে কে কবে, ত্যেজেছে সন্তান,
অকৃতি সন্তান ব'লে, কি মা হ'য়েছেন কঠিন॥
আমি যে পাষণ্ড মূর্খ, তাই কি মা দিতেছ দুঃখ,
পোড়াইছ দিয়া তাপ, হ'তেছি আমি দহন॥
দিবানিশি কাঁদিতেছি, মা মা ব'লে ডাকিতেছি,
দেখিতে না পাইতেছি, করিতেছি অরণ্যে রোদন॥
ব্যাকুল অন্তর হ'য়ে, তোমারে মা দেখিবারে,
সদা খুঁজি মা তোমারে, অন্তরে না পাই তব দরশন॥
আমার যে প্রাণ যায়, দেখা দাও আমায়,
তা'হ'লে প্রাণে বাঁচাও, নতুবা হইবে মরণ॥

অধৈর্য্য হ'য়েছি মনে, ধৈর্য্য না সয় প্রাণে,
না হেরিলে তোমায় নয়নে, রাখিব কি ক'রে প্রাণ ॥
কর কর কৃপা কর, আলো কর মম অন্তর,
দাঁড়াইয়ে ক'রে যোড়কর, করি মা তোমায় নিবেদন ॥
যে যাতনা পাই আমি, তুমি ত মা অন্তর্যামী,
কি আর বলিব আমি, রক্ষা কর মম জীবন ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি ক'রে হবে আমার পাপেরই মোচন।
কত পাপ ক'রেছিলাম, এখন হ'তেছি দহন ॥
তুমি যে মা পতিতপাবনী, হও জগৎ-জননী,
দিয়ে আশ্বাসবাণী, কর আমায় পরিত্রাণ ॥
দয়াময়ী নাম ধর, হও দয়ারই সাগর,
আমাকে মা কৃপা কর, সন্তোষ কর আমারই প্রাণ ॥
তুমি যদি নাহি তার, আমায় তারিবে কেবা আর,
করি তবোপরি নির্ভর, নিশ্চিন্ত হ'য়েছে মন ॥
যদি ক'রে থাকি মহাপাপ, তব নাম করিলে জপ ;
তুমি হর পাপ তাপ, করিয়া থাক জীবে ত্রাণ ॥
একান্ত করিয়া মন, ধরিয়া থাকিব ও রাঙা চরণ,
দেখিতে হইবে ফিরায়ে নয়ন, শান্তি সুখ পাবে মন প্রাণ ॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কবে হবে গো মা, এ কষ্টের অবসান।
কি ফল হইবে বল, রাখিয়ে তাপিত প্রাণ॥
কি খেলা খেলিতে এলাম, মিছে খেলা খেলে গেলাম।
বৃথা দিন কাটাইলাম, শেষ হইল জীবন॥
এখন ব'সে ভাবিতেছি, ভবে এসে কি করিয়াছি।
তত্বজ্ঞান হারায়েছি, হারায়েছি অমূল্য ধন॥
এখন ত চ'লে যাবে, যাইয়া বা কি বলিব।
জিজ্ঞাসিলে কি কহিবে, বৃথা খোয়াইলে দিন॥
যৌবন মদে মত্ত হ'য়ে, বেড়াইলে ধন উপার্জ্জিয়ে।
এখন যেতে হবে সব ফেলিয়ে, সঙ্গে কিছুই না করিবে গমন॥
যখন আইসে যৌবন, হয় ইন্দ্রিয় উত্তেজন।
সবে ক'রে তুচ্ছ জ্ঞান, ফেলে হারাইয়া নিজ জ্ঞান।
অতএব বলি শুন, সতত কররে ধ্যান।
উপার্জ্জিয়ে তত্বজ্ঞান, সাঙ্গ কর তোমারই জীবন॥

রামকেলী—ঢিমে তেতালা।

দে মা আমায় বাসনা ছাড়াইয়ে।
আসক্তি প্রকাশি শক্তি, রেখেছে সংসারে ধ'রে॥
মনেতে করি কল্পনা, আসিতেছে কত বাসনা,
ভুলে যাই মা তব উপাসনা, রাখে আঁখি অন্ধ করিয়ে॥
সংসার ঘোরেতে প'ড়ে, মায়াতে রেখেছ ঘেরে।
অজ্ঞান ঘোর তিমিরে, রাখে আমারে মুগ্ধ করিয়ে॥

বাসনা ক্ষয় না করিলে, হবে না জ্ঞান কোন কালে।
জ্ঞানোদয় না হইলে, বেড়াইতে হবে ঘুরিয়ে॥
বাসনা ভীষণাগুনে, জ্বালায় সদা মন প্রাণে,
হবে না সুখ কোনও দিনে, না ফেলিলে তারে ত্যজিয়ে॥
এই গো মা ভিক্ষা করি, করে ল'য়ে তীক্ষ্ণ ছুরি,
বন্ধন দাও ছিন্ন করি, যাই আমি জ্ঞান পেয়ে॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

এস মা উদয় হও, হৃদয় আকাশে।
হইবে হৃদয় আলো, তোমারি প্রকাশে॥
স্থির সৌদামিনী সম, স্থিত হও অন্তরে মম।
হেরিয়ে মম নয়ন, নাচিবে মন উল্লাসে॥
ফুটিবে হৃদয় কমল, ছুটিবে জ্যোতি বিমল,
মন হইবে প্রফুল্ল, চিদানন্দে চিদাভাসে॥
জনম সফল হবে, জ্ঞান নয়ন খুলে যাবে,
তোমারে হৃদয়ে দেখিবে, আলো হবে তব প্রকাশে॥

খাম্বাজ—ধামার।

ছড়িয়ে দেমা কৃপা কণা, আমি আর কিছু চাহি না।
হৃদয় মরুভূমে পড়িলে, ফল্‌বে সোণা॥
তোমার কটাক্ষ হ'লে, প্লাবিত হবে ভক্তিজলে।
পাষাণ যাইবে গ'লে, ধুয়ে যাবে বাসনা॥

অবিদ্যার রশ্মি তীক্ষ্ণ, সন্তপ্ত ক'র্‌বেনা মন।
পাবে শীতল কিরণ, অজ্ঞান তিমির রবে না॥
জ্ঞানালোকে ভ'রে যাবে, অঙ্কুরেতে বৃক্ষ হবে।
তাহে চারি ফল পাবে, বঞ্চিত কভু হবে না॥
ভজন সাধন না করিলে, কেবল তব কৃপাবলে।
ভবপারে যাইব চ'লে, বাধা বিঘ্ন তায় মানে না॥
হোয়ো না মা কৃপণ, ক'রো কৃপা বিতরণ।
জানি না সাধন ভজন, আমায় বঞ্চিত ক'র না॥

——

খাম্বাজ—একতালা।

যাইব সাগরে, আশা নগরে যদি যেতে পারি ভবপারে।
দেশে দেশে করি ভ্রমণ, না পেলাম তাঁর দরশন॥
ফিরাইয়ে নয়ন, দেখি তাঁরে অন্তরে!
অন্তরে রাখিয়া দিব, বাহির হ'তে নাহি দিব।
একাকী তাঁরে দেখিব, জ্ঞান-নয়ন ভোরে॥
মানস পূজা করিব, মনচিত্তে নৈবেদ্য দিব।
ইড়া পিঙ্গলায় মালা গাঁথিব, দিব চরণেতে ধ'রে॥
হৃদ্‌কমলে বসাইয়া, প্রাণ চামর ঢুলাইয়া,
তেজকে আলো করিয়া, অনাহতে ঘণ্টা ক'রে॥
এই মিনতি তোমায় করি, দিয়ে মা আমায় চরণ তরি।
যেন পার হ'তে পারি, তোমারে হৃদয়ে ধ'রে॥

——

রামপ্রসাদী।

আমি কালী নামে পাগল হব।
অস্থি মজ্জা শিরে শিরে, কালী নাম লিখে রাখিব॥
শয়নে, স্বপনে, কিবা সুষুপ্তি জাগরণে,
তাঁরে হৃদয়ে হেরিব॥
পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ কোষ, দশ ইন্দ্রিয় আর ষড় রিপু।
মন, চিত্ত, মহত্তত্ব, সকলই তাঁহারে দিব॥
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, রক্ত, মাংস আর চর্ম্ম,
যাহা তুমি ক'রেছিলে দান, সকলই ফিরায়ে দিব॥
আমার আমিত্ব জ্ঞান, সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ,
অবিদ্যা আর অজ্ঞান, সকলই চরণে অর্পিব॥
আমারে যা কিছু দিয়েছিলে, আমাতেই যাহা রাখিলে,
এখন সব দিয়ে ফেলে, হৃদে কেবল তোমায় রাখিব।
জানি তুমি হও পরমাত্মন, তাহাই থাকিবে সর্ব্বদিন,
যে সত্তা জগৎ জীবন, তাহাই রাখিয়া দিব॥

মিশ্রগৌরী—কাওয়ালী।

কবে হেরিব মা, তোমায় অন্তরে।
আলো প্রকাশিবে, আমার হৃদয়-বিবরে॥
জ্যোতিতে ভরিবে আঁখি, দেখিব আমি একাকী।
হব আমি সর্ব্বসুখী, ভেসে আনন্দ সাগরে॥
তব জ্যোতি প্রকাশিলে, পাপ তাপ যাবে চ'লে।
তাহে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, নিশ্চয় পাইব তোমারে॥

আছ বিশ্বরূপ ধ'রে, জ্যোতিতে বিশ্বেরে ঘেরে।
জ্ঞান-নয়ন খুলিলে পরে, পাইব দেখিতে অন্তরে॥
এমন কি ভাগ্য হবে, হৃদয় তোমারে পাবে।
তোমায় দেখে ত'রে যাবে, না আসিবে এসংসারে
তপ জপ নাহি জানি, নহি মা আমি যে জ্ঞানী।
নিজ গুণে তার তারিণী, যাইব ভবেরই পারে॥
আমারে মা কৃপা কর, প্রসারিয়ে মা নিজ কর।
ধরিয়ে আমারই কর, দাও আমায় পার ক'রে॥

——

সিন্ধু—একতালা।

কি খেলা খেলগো তারা, কে জানিতে পারে।
দিবানিশি খেলিতেছ, কত রূপ ধ'রে॥
যখন গেলে দক্ষ ভবন, পতিনিন্দা করি শ্রবণ।
ত্যজিয়ে নিজ জীবন, শিক্ষা দিলে চরাচরে॥
শঙ্কর ত্রিশূলে ধ'রে, ফ্যালেন খণ্ড খণ্ড ক'রে।
ফেলিলেন দেশ দেশান্তরে, প্রকাশিলে পীঠাকারে॥
মহাদেবেরে ছলিলে, ক্রমে দশ মূর্ত্তি ধরিলে।
দশমহাবিদ্যা হ'লে, উক্তি আছে তন্ত্রসারে॥
তোমারই অসংখ্য মূর্ত্তি, দশেরই কেন করে উক্তি।
পাইনা তাহারই যুক্তি, না পাই আমি—চিন্তা ক'রে॥
পুরাণের দশ অবতার, মহাবিদ্যা কন তন্ত্রকার।
তুমি প্রকৃতি পুরুষ আকার, হও সর্ব্ব একাকারে॥

এক সত্তা মাত্র তুমি, হও জগত জননী।
সৃজন পালন কর, প্রবৃত্ত হও সংহারে॥

— —

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

এতদিনে চিনিতে না পারিলাম মা তোমারে।
তোমারে বুঝিবার জ্ঞান, দাও নাইত মা আমারে॥
তোমারই অনন্ত লীলা, কে বুঝিবে তোমার খেলা।
করিতেছ ভূতের মেলা, রেখে জীবে এ সংসারে॥
আছ তুমি সর্ব্বত্রে, দেখিতে কেহ না পায় তোমারে,
থেকে তুমি অন্তঃপুরে, দেখা না দাও কাহারে॥
আমি খুঁজিতে খুঁজিতে মরি, পেতে তোমার চরণ-তরি,
কেন করিছ মা লুকোচুরি, ফেলে আমায় অন্ধকারে॥
চক্ষু দিয়াছ বেঁধে, আমি বেড়াই কেঁদে কেঁদে।
বেড়াই সবে সেধে সেধে, যদি ল'য়ে যায় ধ'রে॥
কত ডাক ডাকিতেছি, উত্তর না পাইতেছি।
একা ব'সে কাঁদিতেছি, যাব আমি কি ক'রে॥
চক্ষু আমার দাও মা খুলে, জ্ঞান আলো দাও মা জ্বেলে।
তা'হ'লে দেখিতে পেলে, থাকি আমি তোমায় ধ'রে॥
তুমি যে মা স্বপ্রকাশ, কে করিবে তোমায় প্রকাশ।
তুমি ক'রেছ মা জগৎ প্রকাশ, আছ বিশ্ব আলো ক'রে॥

———

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কি খেলা খেলিছ ভবানী।
চেষ্টা করি যাই ধরিবারে, ভুলাইয়া দাও অমনি॥
গাঁথিয়া সংসার জালে, ফেলেছ মা অগাধ জলে,
পড়িয়া আছি মা অতলে, ভাবিতে আর আমি পারিনি॥
পরাইয়ে দিয়েছ বেড়ী, সে হয় মা এত ভারী।
নড়িতে নাহি পারি, কি করিলে গো জননী॥
এমন হয় আমার মন, করি একবার সন্তরণ।
করিয়া আমি সন্ধান, পাইতে সে চিন্তামণি॥
কিন্তু গো মা অন্ধকারে, ফেলিয়া রেখেছ মোরে,
দেখিতে না পেয়ে তোমারে, হইল আমার বলহানি॥
এই মিনতি করি কেবল, ছিঁড়ে দাও মায়াজাল,
ক'রে জ্ঞান-নয়ন উজ্জ্বল, দেখি তোমায় ভবতারিণী॥

———

সিন্ধু—একতালা।

আমি রাখিব না আর এ প্রাণ।
ত্যজিব জীবনে এ জীবন॥
মা যদি হ'য়ে কঠিন, নাহি দেন দরশন।
কি ক'রে রাখি আর এ প্রাণ, কি হবে আর এ জীবন॥
একবার মা দয়া ক'রে, এস গো আমার অন্তরে।
তোমারে হৃদয়ে হেরে, করি প্রাণ বিসর্জ্জন॥
তোমারে দেখিয়া মরিলে, শান্তি পাব পরকালে,
বঞ্চনা ক'রনা ইহকালে, দাও আমায় শ্রীচরণ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

জানিনে তোমায়, খুঁজে বেড়াইব মা আর কতদিন।
খুঁজে খুঁজে অন্ধ হ'লাম, তবু না পেলাম সন্ধান॥
খুঁজিতেছি অন্ধকারে, রেখেছ যে মা অন্ধ ক'রে।
জ্ঞান-নয়ন রাখ ঘেরে, কি ক'রে করব দরশন॥
তোমার জ্যোতি প্রকাশে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশে।
সূর্য্য চন্দ্র তারা, আকাশে করিছে তারা ভ্রমণ॥
আমারি মা ভাগ্যদোষে, সে জ্যোতি না হৃদে প্রকাশে।
জানিনা কি হবে শেষে, অন্ধ র'ব কত দিন॥
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরি, সে জ্যোতি যে নাহি হেরি।
আর না থাকিতে পারি, না পাইলে দরশন॥
প্রাণ হ'তেছে যে ব্যাকুল, মন হ'তেছে যে আকুল।
না হ'লে মা অনুকূল, প্রবোধ যে না মানে মন॥
অধৈর্য্য হ'ল অন্তর, মন প্রাণ হ'ল কাতর।
কৃপা যদি নাহি কর, নিশ্চয় যাইবে জীবন॥
বিমল জ্যোতি প্রকাশি, দাঁড়াও মা হৃদয়ে আসি।
পরমানন্দে আমি ভাসি, ক'রে তোমায় দরশন॥

———

খট—ঝাঁপতাল।

ধ্যানে কি ক'রে ধরিব মা তোমারে।
হও তুমি নিরাকার, কল্পনা করি যে আকারে॥
প্রকৃতিরে সৃষ্টি ক'রে, রেখেছ সৃষ্টি করিবারে।
তারা বেড়ায় সৃষ্টি ক'রে, তব আজ্ঞা ধ'রে শিরে

রেখেছ মা ক'রে ত্রিগুণ, হয় সত্ব রজ তম।
তারা হ'য়ে সম্মিলন, বেড়াইছে নৃত্য ক'রে॥
তুমি হও যে মা নির্গুণ, তোমাতেই মা আছে ত্রিগুণ।
কিন্তু তুমি হও অতীত গুণ, গুণ আছে তোমায় আশ্রয় ক'রে॥
মায়ায় এনে জগতেতে, অধ্যাস করিছে মা চিতে।
ভেদাভেদ হয় জীবেতে, নতুবা আছে সব একাকারে॥
সেই মায়ায় হারাই জ্ঞান, তুমি হও যে মায়িক প্রধান।
দিয়ে মায়া আবরণ, রাখ জীবে অন্ধ ক'রে॥
মহামায়া তাই নাম, মায়াতে জীব হয় অজ্ঞান।
করিয়ে সে প্রাণপণ, কাটাইতে নাহি পারে॥
যারে তুমি কৃপা কর, তার মায়া তুমি হর।
দিয়ে জ্ঞান দিবাকর, হ'রে লও অজ্ঞান তিমিরে॥
করি মা তোমারে স্তুতি, কৃপা কর মোর প্রতি।
দিয়ে আমায় জ্ঞান জ্যোতি, অজ্ঞান লহ মা হ'রে॥



বেহাগ—কাওয়ালী।

একি লাজের কথা, ওহো, নয়নে একি হেরি।
শঙ্কর হৃদয়পরি, দাঁড়ায়ে শঙ্করী॥
মুখে অট্ট মৃদু হাসি, ত্রিনয়নী এলোকেশী।
ভালে শোভে পূর্ণ শশী, হেরিতেছি দিগম্বরী॥
বিপরীত রতাতুরা, পদদর্পে কাঁপে ধরা।
গলে মুণ্ডমালা পরা, ছিন্ন মুণ্ড করে ধরি॥

কুণ্ডল গণ্ডপরে, আহা কিবা শোভা করে।
যেন বিজলী খেলে, নবঘন পরি॥
শ্যামল মেঘ বরণ, হয় তাঁহারি বয়ান।
হেরিলে সে রূপ নয়ন, রাখে চিত্ত মুগ্ধ করি'॥
সে পদ পঙ্কজপরে, ভ্রমর ঝঙ্কার করে।
জীবের পাপ তাপ হরে, যদি রাখে হৃদি পরি॥
আহা কি নখ শোভা, যেন দিবাকর প্রভা।
পাইলে তাহারি আভা, লয় ত্রিতাপ হরি'॥
সে পদ স্পর্শিলে শব, হ'য়ে যায় যে শিব।
সে কারণ দেখ ভব, আছেন রে চরণ ধরি'॥
সে চরণ-কর ধ্যান, সদা ভাব ওরে মন।
পাইবে পদ পরম, লইবে তব পাপ হরি'॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি আলো আজি হেরিতেছি অন্তরে।
তাঁহারি জ্যোতি হয় ভাতি, হৃদয় মাঝারে॥
অমল বিমল জ্যোতি, হইতেছে হৃদে ভাতি।
মন প্রাণ হয় প্রতীতি, নাশ করে অজ্ঞান তিমিরে॥
সে রূপেরই বর্ণনা, কখন হ'তে পারে না।
বর্ণমালা কিরূপে করিবে বর্ণনা, বর্ণমালা কভু নাহি পারে
যে জন মনে অনুভূতি করে, সেই বুঝে যে অন্তরে।
সেত কভু বলিতে নাহি পারে, বলিবে বা সে কি ক'রে॥

মন প্রাণ ডুবে যায়, তাহারই অন্ত কিছু না পায়।
সে যে তাহে গ'লে যায়, সে আর ফিরিতে নাহি পারে ॥
যে ম'জেছে সে রূপ সাগরে, কি ক'র্‌বে তার এ সংসারে।
বলিবে আর বা কাহারে, সে যে যায় ভবেরই পারে ॥
হইলে আত্ম দরশন, ছিন্ন হয় তার ভব বন্ধন।
হ'য়ে যায় সে পরমাত্মন, ভেদ থাকে না আত্ম পরে ॥
সে যে দেখে নিরাকার, সব হয় একাকার।
সে আর না দেখে ভিন্নাকার, লীন হয় সে রূপসাগরে ॥

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

আর কি করিব মা, তোমায় নিবেদন।
তুমি ত অন্তর্যামী, সকলই তুমি ত জান ॥
পাপ পঙ্কিল মন, আছে সদা হ'য়ে মলিন।
তুমি মা করিলে ঈক্ষণ, নিষ্পাপ হবে আমার মন ॥
আমি মা কর্ম্মদোষে, পড়েছি মা সংসারে এসে।
কি হবে মা তোমায় দূষে, পাপ হবে উপার্জ্জন ॥
ভোগাভোগ সব আমার, দোষত নাই মা তোমার।
ভুগিতে হবে কর্ম্মফল, কি ক'রে করিব বর্জ্জন ॥
কামনায় পূর্ণ মন, জানেনা কর্ম্ম নিষ্কাম।
না হয় সে স্বার্থ শূন্য, স্বার্থেতে করি ভ্রমণ ॥
করিতে পর উপকার, জানেনা মন আমার।
করে কেবল আমার আমার, বুঝনা যে সকলই আপন ॥
কামনা রহিত হ'য়ে, শিখাও মা, কার্য্য করিবারে।

স্বার্থপর না হইয়ে, কর্ম্ম করিব সাধন ॥
দাও মা আমারে জ্ঞান, বিশুদ্ধ করিয়া মন।
করিব তব সাধন, ধ্যানেতে থাকি যেন মগন ॥
তব হস্তে যন্ত্র আমি, মন্ত্রী হ'য়ে আছ তুমি।
প্রবৃত্ত করিছ তুমি, করি কর্ম্ম, করাও যেমন ॥
তব ইচ্ছায় হয় সকল, ভোগাও কেন কর্ম্মফল।
তোমায় দিয়ে ফলাফল, কর্ম্ম করিব এখন ॥
আমায় দিয়ে কর্ম্ম ক'রে শাস্তি কেন দাও আমারে।
নাহি পারি বুঝিবারে, তোমারই নিয়ম কেমন ॥

ভৈরবী—একতালা।

আমি নইরে দরিদ্রের সন্তান।
এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, আমার মায়েরই সৃজন ॥
ভূগর্ভে আছে যে আকর, রত্নরাজি ধ'রে যে সাগর।
আর যত গিরিবর, রেখেছে সগর্ভে রতন ॥
স্থাবর জঙ্গম যত, জীব আছে শত শত।
সকলই তাঁরই সৃজিত, দিয়েছেন তাহাদের প্রাণ ॥
প্রকাশিয়ে ইচ্ছাশক্তি, দিয়াছেন বিশ্বের গতি।
রেখেছেন ক'রে স্থিতি, শেষ সংহার করেন ॥
দেখ সূর্য্যকান্তমণি, যারে কহে দিনমণি।
চন্দ্রকান্ত আর তারাগুলি, মায়ের নখ করে শোভন ॥
আর যত গ্রহগণ, হয় কর্ণের আভরণ।
বিস্তারি' উজ্জ্বল কিরণ, হয়েছে কণ্ঠের ভূষণ ॥

মা যে জগত-জননী, সর্ব্ব ধনের হন খনি।
তাঁরই সন্তান আমি, দরিদ্র নহি কদাচন॥

ভীমপলশ্রী—আড়া।

দোষ দিব গো মা কার।
আপনি গেঁথেছি ঘর না রাখিয়া দ্বার॥
দারাসুত পরিজন, হয়েছে প্রাচীর সম,
ভেদ করিতে আমি অক্ষম, ঘেরেছে মায়ায়॥
কল্পনা করি কল্পনা, গৃহ রেখেছে করি রচনা।
ছাদ করিয়াছে বাসনা, রেখেছে গৃহেরই উপরে॥
যদি বাহির হইতে যায়, অমনি ঘেরে মায়ায়।
বাহির হইতে নাহি দেয়, রাখে ঘরে বদ্ধ ক'রে॥
আপন নালে জাল করে, রাখে আপনায় বদ্ধ ক'রে।
তারই ভিতরে মরে, খুঁজিয়া না পায় দ্বার॥
জ্ঞানাগুন দাও জ্বেলে, ফেল ঘর ভস্ম ক'রে।
তাহ'লে যাইবে পারে, থাকিবেনা আর কারাগারে॥
আপন নির্ম্মিত ঘরে, আপনি পুড়িছ ম'রে।
তবু বল এ সংসারে, আছে সুখেরই আকর॥
সংসারেরই সুখ যত, দুঃখেতে হয় মিশ্রিত।
শুদ্ধ নির্ম্মল সুখ, ঘটে বা কাহার॥
বিছার বিষে জ্বর জ্বর, হয় আমার কলেবর।
মরণ আছে নিশ্চয়, তবু যাইতে ইচ্ছা না হয় কাহার।

যদি হও পুণ্যবান্, সদা তাঁরে কর ধ্যান।
মায়ারে করিয়া ছিন্ন, ভাব সেই পরাৎপর ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মা আমি তোমার কাছে ডাক্‌লেও ত যাবনা।
অবোধ শিশুরে তুমি, করিছ বঞ্চনা ॥
সন্তানেরই অভিমান, মায়ের উপর হয় সম্পূর্ণ।
মায়ের কাছে করে ক্রন্দন, পাবে ব'লে সান্ত্বনা ॥
সন্তান যে আব্দার করে, মা তাহাই সহ্য করে।
তাহা কি পারে অপরে, মা বিরক্ত কভু হয় না ॥
তুমি মা আমার জননী, নহ মার সপত্নী।
তবে কেন গো মা আমি, দরশন পাইনা ॥
এখন মা আদর ক'রে, রেখ আমায় কোলে ধ'রে।
তোমায় দরশন ক'রে পূরাব মনের বাসনা ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

দে মা আমায় হলাহল আনিয়ে।
ত্যজিব আমারই প্রাণ তোমারে হেরিয়ে ॥
প্রারব্ধ আর সঞ্চিত ফল, ভুগিব আর কত কাল।
যাইবার নাহি কালাকাল, নে' মা আমায় করে ধরিয়ে ॥

মা যদি দেন যন্ত্রণা, কার সনে করি মন্ত্রণা।
কেবা দেয় সান্ত্বনা, সান্ত্বনা পাই কি উপায়ে ॥
প্রতিক্ষণ মনে করি, এ দেহ পরিহরি।
যাইব অনন্তপুরী, তোমারে হেরিয়ে ॥
অনন্তেরই অন্ধকার, ধৃত করে মম অন্তর।
না উদিলে জ্ঞান দিবাকর, কে রহে আলো করিয়ে।
না পাই মনেরই বল, না আছে কোন সম্বল।
পাব ব'লে কৃপাবল, বসিয়া আছি আশয়ে ॥
তুমি মা জগৎতারিণী, অকৃতি সন্তান আমি।
তার গো আমায় জননী, লও আমায় করে ধরিয়ে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন গো মা রহিলে তুমি লুকাইয়ে।
খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে মরি, তুমি থাক পলাইয়ে ॥
খুঁজিতেছি মম হৃদয়ে, সেথা তোমায় নাহি পেয়ে।
গিয়ে দেখি মম অন্তরে, না দেখিয়ে ফেলি কাঁদিয়ে ॥
প্রবৃত্ত হ'য়ে সন্ধানে, জিজ্ঞাসি সব পুরবাসিগণে।
আরও সব পরিজনে, কেহ না পারে দিতে বলিয়ে ॥
তোমার বিরহানলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে।
তোমারে নাহি হেরিয়ে, নিশ্চয় যাইব মরিয়ে ॥
করিয়া প্রাণপণ, ধ্যান করি সর্ব্বক্ষণ।
না কর কৃপা অবলোকন, কি ফল আমারি বাঁচিয়ে ॥

অন্তিম সময় এল, তব দেখা না মিলিল।
তব কৃপা না হইল, কি করিব এ প্রাণ ল'য়ে॥

টোড়ি—কাওয়ালী।

মা আমার দশা এখন কি করিলে।
আনিয়ে ভব সাগরে, মাঝে বুঝি ডুবাইলে॥
না দিলে চরণ তরি, কি ক'রে পার হ'তে পারি।
শক্তি নাই যে সাঁতারি, ডুবিলাম লবণ জলে॥
বাসনা বাতাস দিলে, অতলে আমায় ফেলিলে।
পড়িয়ে অগাধ জলে, অজ্ঞান আমায় করিলে॥
সাগরেতে জলচরে, আমারে আসিয়া ধরে।
পেলে আমায় গ্রাস করে, তাহে আমায় না বাঁচাইলে॥
বৈরাগ্য ভেলা করিলাম, বিবেক রজ্জুতে তায় বাঁধিলাম।
জ্ঞান-সাগরে তায় ভাসালাম, তাও বুঝি ডুবায়ে দিলে॥
মায়া তিমিরে রাখিলে ঘেরে, ঘুরাইতেছ অন্ধকারে।
পার হব মা কি ক'রে, কি ক'রে যাইব বল মা কূলে॥
তুমি ত মা কর্ম্ম কর, উপলক্ষ আমি কেবল।
তুমিইত মা হও সকল, কর্ম্ম করি আমি তোমারই বলে॥
প্রবৃত্তি দিতেছ মোরে, এড়াই আমি কি ক'রে।
আমি যন্ত্র তব করে, বাজি আমি তুমি বাজাইলে॥
এখন যদি কৃপা ক'রে, ল'য়ে যাও ভবেরই পারে।
উপায় হইবে উদ্ধারের, নতুবা মরিব সিন্ধু-সলিলে॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেন মা আমায়, শেষে করিলে গো অন্ধ !
একেত রেখেছ আমায়, সংসারে করিয়ে বন্ধ ॥
না পেলাম তত্ত্বজ্ঞান, না পেলাম মায়ের প্রেম।
এতে বাঁচিবে না প্রাণ, তাহে নাহি কোন সন্দ ॥
মরণ নিকটে এল, ইন্দ্রিয় শিথিল হ'ল।
পীড়ায় দেহ কাতর হ'ল, দিতেছ বুঝি আমায় দণ্ড ॥
করেছিলাম কত পাপ, তাই পাইতেছি এত তাপ।
এখন করি অনুতাপ, ঘোচেনা মনের দ্বন্দ্ব ॥
বাকি আছে যে কয়দিন, সঁপিব তোমারে প্রাণ।
পাইতে অন্তিমে তব চরণ, হবেনা কভু নিরানন্দ ॥
দিবানিশি করিব ভজন, ধ্যানেতে থাকিব মগন।
পেলে তব দরশন, পাব পরম আনন্দ ॥
এই করি মা মিনতি, শুন মা আমার স্তুতি।
দিও মা পরমাগতি, হয় না যেন সে পথ বন্ধ ॥
তোমারই পদ-পঙ্কজে, মন ভৃঙ্গ যেন থাকে মজে।
অন্ধ হয় যেন পদরজে, পেয়ে তাতে মকরন্দ ॥

টোড়ি—কাওয়ালী।

আমায় করিতে দিবেনা, কি মা সাধনা।
পীড়ার উৎপীড়নে, তোমারে ডাকিতে পারিনা ॥
সদা আমি মনে করি, থাকি ও চরণ ধরি.।
সতত তোমায় ধ্যান করি, তাত আমার ঘটেনা ॥

পীড়ায় কাতর হ'য়ে, যাই যে মা সব ভুলিয়ে।
পারিনা যে স্থির হ'য়ে, করিতে তোমার উপাসনা ॥
পীড়ায় যাতনা পেয়ে, পারি না যে স্থির হ'য়ে।
ডাকিব কেমন করিয়ে, কেবল হই আমি অন্যমনা ॥
যদি গো মা কৃপা ক'রে, দাও মা আরোগ্য ক'রে।
থাকি তব চরণ ধ'রে, দিবানিশি করি ভজনা ॥

সিন্ধু—ভৈরবী।

এবার ডুবালে কি মা আমায় এনে কূলে।
ও চরণ করি শরণ, ঝাঁপ দিব অগাধ জলে ॥
যদি গো মা ডুবে পড়ি, উঠিব চরণ ধরি।
তাতে যদি গো মা মরি, অমৃতে যাইব গ'লে ॥
পশিলে ও চরণ, মানবী হয় যে পাষাণ।
কাষ্ঠতরি হয় স্বর্ণ, অমর হয় মরিলে ॥
যমার্জ্জুন পদ পেয়ে, শাপ হ'তে মুক্তি হ'য়ে।
তারা যক্ষরূপ ধরিয়ে, যক্ষালয়ে গেল চ'লে ॥
শবে পদ দিয়েছিলে, শিব যে তায় করিলে।
ও চরণ বক্ষে রাখিলে, তাহে তুমি উদ্ধারিলে ॥
যে ও চরণ পায়, ত্রিভুবন সে নাহি চায়।
ব্রহ্মপুরে সে যে যায়, অমর হয় সে স্পর্শিলে ॥
তুমি অকূলের কাণ্ডারি, চরণ ভবের তরি।
যদি মা ধরিতে পারি, ডুবিব না মা অকূলে ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

এখন কেন গো মা, রাখিলে আমায় কি কারণে।
বুঝেছি বুঝেছি তারা, যন্ত্রণা দিবে প্রাণে॥
সংসারেরই দুখ সুখ, সকলই হয়েছে ভোগ।
এখন করি পরিত্যাগ, যাইব গো মা নির্ব্বাসনে॥
ভোগের ক্ষমতা গেল, সাধনা যে না হইল।
এখন যে অন্তিম কাল, দেখিতে না পাই নয়নে॥
ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইল, গেল আমার চলাচল।
দেহ হ'ল হীনবল, প্রয়োজন কি জীবনে॥
চক্ষু না দেখিতে পারে, কর্ণ শব্দ নাহি ধরে।
নাসা ঘ্রাণ নাহি করে, গন্ধ আনিলে পবনে॥
জিহ্বা স্বাদ নাহি পায়, স্পর্শে সুখ নাহি হয়।
জরা আসি ধরে কায়, এখন সুখ যে মরণে॥
আমার আমিত্ব ছিল, এখন সে লুকাইল।
এখন মনের ভ্রম হ'ল, ডুবিল সব অজ্ঞানে॥
এখন সে আমিত্ব ল'য়ে, তোমার শ্রীপদে দিয়ে।
যাইব পদে মিশিয়ে, থাকিব প'ড়ে ও চরণে॥

ললিত—একতালা।

এখন দেহে কেন, রহিল জীবন।
যদি না পেলাম আমি, মায়ের দরশন॥

যে শক্তিতে শক্তিমান্, হয় সব জীবগণ।
হ'লে শক্তি অন্তর্দ্ধান, কি ক'রে বাঁচিবে প্রাণ॥
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি, সকলই তাঁহাতে স্থিতি।
হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি, করেন জগত সৃজন॥
মহান্ শক্তি বিকাশে, প্রপঞ্চ জগত প্রকাশে।
জীবের জীবন আসে, হ'ল স্থাবর জঙ্গম॥
সর্ব্বদেহে সর্ব্বক্ষণ আছেন তিনি বিদ্যমান।
যারা হয় ভাগ্যবান, সতত করে দরশন॥
আমি যে মা ভাগ্যহীন, করিয়া তব সাধন।
পাই না যে মা দরশন, কাতর হ'ল পরাণ॥
এখন যে মা দেখা দিয়ে, শান্ত কর মম হিয়ে।
আমি মা তোমায় দেখিয়ে, ত্যজি এ তাপিত প্রাণ॥

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল।

লুকাইয়ে থাকিবে মা আর কতদিন।
অধৈর্য্য হয়েছে মন, তব অদরশন॥
মায়া আবরণে ঢেকে, দিয়েছ আমারে রেখে।
দেখিতে না দাও তোমাকে, থাক হ'য়ে গোপন॥
খুঁজে খুঁজে সারা হ'লাম, সন্ধান কিছু না পাইলাম।
ভ্রম গর্ত্তে প'ড়ে গেলাম, নিরাশ হইতেছে মন॥
কেহ নাহি ব'লে দেয়, লুকাইয়ে আছ কোথায়।
দেখি যে নিজ হৃদয়, সেথা পাই না দরশন॥

নির্জ্জনে করি ক্রন্দন, যদি আর্দ্র হয় মন।
হ'য়ে তুমি কৃপাবান্, খুলে দাও মম নয়ন॥
নয়ন খুলিয়া আমি, দেখি কোথায় আছ তুমি।
গুপ্ত স্থান নাহি জানি, প্রহরী রাখি নয়ন॥
সতত তোমারে দেখে, থাকিব পরম সুখে।
পড়িব না সংসার দুখে, পাইলে তব চরণ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

মা গেছেন আমায় ফেলিয়ে।
তোরা দে গো আমায় দেখাইয়ে,
জানিনা আমি কোথায় আছেন লুকাইয়ে॥
না করিলাম মায়ের সাধন, মা করিলেন অভিমান
হ'য়ে তিনি ক্ষুণ্ণমন, মা গেলেন আমায় ফেলিয়ে॥
পেলে এবার দরশন, করিব তাঁরে ভজন।
থাকি না মায়েরই পাশ, তাই মায়ের হ'ল রোষ।
করিব এবার সন্তোষ, পড়িয়া থাকিব পায়ে॥
মা যদি ক্রোধ ক'রে, মারেন যদি সন্তানেরে।
লন আবার আদর ক'রে, ধরেন তারে হৃদয়ে॥
করিয়ে আমি ক্রন্দন, মায়ে কর্‌ব উচাটন।
আসিতে হবে তখন, লইতে হবে তুলিয়ে॥
মানস পূজা করিব, মন চিত্ত অর্ঘ্য দিব।
ইন্দ্রিয়ে নাশ করিব, অহং দিব মিলাইয়ে॥

দাও একবার দরশন, সঁপিয়ে দিব গো প্রাণ।
রাখ্‌বনা আর এ জীবন, থাক্‌ব চরণ রেণু হ'য়ে॥

গৌরী—কাওয়ালী।

এবার আমি মনের সাধ মেটাব।
পবিত্র ক'রে হৃদয়, মায়ে আসন পেতে দিব॥
মনে যে কালিমা ছিল, জ্ঞানের ঘর্ষে উঠে গেল।
অবিদ্যা দূরে পালাল, চিত্ত শুদ্ধি ক'রে লব॥
রাগ দ্বেষ ফেলে দিব, অজ্ঞান তিমিরে নাশিব।
প্রজ্ঞা-আলো জ্বেলে লব, মাকে তথা বসাইব॥
রাখ্‌ব দয়া দাক্ষিণ্য, মা করিবেন ঈক্ষণ।
ভক্তিবারি করি সিঞ্চন, মায়ের পা ধূয়াইব॥
প্রেমামৃত ঢেলে দিব, মায়ে যেতে নাহি দিব।
হৃদয়ে মায়ে রাখিব, মানসে সতত পূজিব॥
বিশুদ্ধ অন্তর ক'রে, রাখিব মায়েরে ধ'রে।
চিত্তে বসাইব দ্বারে, বাহির হ'তে নাহি দিব॥
থাকিবেন অন্তঃপুরে, রাখিব অন্তরে পূরে।
দিব না যেতে অন্তরে, চরণ ধ'রে প'ড়ে রব॥

ভীমপলশ্রী—আড়া।

তোমা বই আমার আর কে আছে এ সংসারে।
তুমি না দেখিলে তারা, কে দেখিবে মোরে॥

যারে বলি প্রিয়জন, তারা হয় শত্রুগণ।
করিছে রক্ত শোষণ, আমারে প্রাণেতে মারে॥
তোমার মত আপন, না হেরি কদাচন।
আমার এ মূঢ় মন, চিনিবারে নাহি পারে॥
আপনে মায়ায় ঘেরে, পাতিয়াছি এ সংসারে।
না চিনি আপন পরে, ঘুরি কেবল অন্ধকারে॥
এখন আমি কোথা যাই, কোথা গিয়ে মায়ে পাই।
মায়ে হেরে প্রাণ জুড়াই, থাকি তাঁর চরণ ধ'রে॥
তোরা ব'লে দেগো আমায়, লুকাইয়ে আছেন কোথায়
খুঁজিয়া ধরিব তায়, চরণে থাকিব প'ড়ে॥
যদি মায়ের কৃপা পাই, সংসার তাপ এড়াই।
মায়ের কাছে চ'লে যাই, কভু আর আস্‌ব না ফিরে॥

গৌরী—কাওয়ালী।

এবার আমি ঘুমে, ঘুম পাড়াব।
মহানিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে, আমি র'য়ে যাব॥
তারা তারা তারা ব'লে, এ দেহ ছেড়ে দিব।
আসিয়ে সংসার টাটে, ঘুরে মলাম মাঠে মাঠে।
শেষে পড়ে কি মা অঘাটে, এ প্রাণ ত্যজিব॥
মায়া ঘুমে অভিভূত, স্বপন দেখি যে কত।
শেষে হ'য়ে জ্ঞানহত, অনন্তে গিয়ে মিশিব॥
সংসার কূপেতে প'ড়ে, না পারি যেতে বাহিরে।
না পারি বহু চেষ্টা ক'রে, কূপজলে বুঝি ডুবিব॥

এবার স্থির করেছি মনে, সতত রাখিব ধ্যান।
করিব স্মরণ কীর্ত্তনে, নামের গুণে ত'রে যাব॥

ললিত বিভাস—যৎ।

এস মা উদয় হও, সহস্রার পদ্মোপরি।
হেরি' তথায় তোমারে, জীবন সার্থক করি॥
স্থির সৌদামিনী সম, কর গো মা অবস্থান।
খুলে আমি জ্ঞান-নয়ন, দিবানিশি তোমায় হেরি॥
হেরি' বিমল কিরণ, মুগ্ধ হ'য়ে রবে মন।
হেরিতে সদা নয়ন, যাবে না তোমারে ছাড়ি॥
জীব যদি জ্যোতি হেরে, অহংজ্ঞান তারই হরে।
মিশে যায় নিরাকারে, নিজ সত্তা পরিহরি'॥
সামীপ্য সাযুজ্য সালোক্য, থাকেনা তার কোন লক্ষ্য
চাহে না সে ত্রৈলোক্য, নির্ব্বাণ সমক্ষে হেরি'॥
জীব ভাব আর না রহিবে, চিদাভাস উড়ে যাবে।
সকলই এক হইবে, থাক্‌বে না তোমারই আমারই॥

ললিত বিভাস—যৎ।

সহস্র সরোজ মাঝে, কোথা লুকাইলে তারা।
বারেক দেখা দিয়ে, করিলে মা তারা হারা॥

ক্ষণপ্রভা সমান, দিয়ে বারেক দরশন।
করিলে আত্মগোপন, আমায় ক'রে পথহারা ॥
কেন গো মা দেখা দিলে, আশা আমার বাড়াইলে।
কেন তবে লুকাইলে, দুঃখে হইলাম সারা ॥
ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে, এলে মা সহস্রারে।
ফেলে মা আমায় অন্ধকারে, ক'রনা মা আমায় দিশেহারা
তোমায় গো মা লক্ষ্য ক'রে, যাত্রা করি ভব সাগরে।
লও মা আমায় পরপারে, দিও না মা দুঃখের ভরা ॥
ওঙ্কার বিন্দু নাদ, মিশিল তোমাতে সব।
কে জানে মহিমা তব, হও তুমি সারাৎসারা ॥
চতুর্বিংশতি তত্ব, বর্ত্তমান তোমায় নিত্য।
বিশ্ব যে তোমারই সত্ব, তুমি যে মা নিরাকারা ॥
সহস্রার আলো কর, আমারে মা উদ্ধার।
প্রসার মা নিজ কর, হব না আর পথহারা ॥

বেহাগ —কাওয়ালী।

দে মা আমায় বিদায় জনমেরই মতন।
যাইবার কালে গো মা, একবার দেখাও ও চরণ ॥
চরণ দেখিয়া গেলে, আসিতে হবেনা ফিরে।
পুড়্‌বনা আর এ সংসারে, হবেনা আর দহন ॥
সংসারে যত অনিষ্ট, দেবে না আমারে কষ্ট।
সিদ্ধ হইবে অভীষ্ট, ইষ্ট করিব সাধন ॥

হিংসা দ্বেষ যত রিপু, আসিবে না মনে কভু।
মন হ'য়ে নিজ প্রভু, চিন্তা করিবে চিরদিন॥
হেরিলে তব চরণ, মুক্তি পাবে জীবাত্মন।
পরমাত্মায় হবে লীন, থাকিবে হ'য়ে আত্মারাম॥

বাৰোঁয়া—কাওয়ালী।

মা ধর্‌ব কি ক'রে, আমারই অন্তরে।
তুমি ধরা নাহি দিলে, ধরিতে কেবা পারে॥
দুর্ব্বল মম হৃদয়, সতত চঞ্চল হয়।
বাসনা বাতাস তায়, ল'য়ে গিয়ে ফ্যালে দূরে॥
থাকিয়া ব'সে নির্জ্জনে, মগ্ন থাকি সদা ধ্যানে।
না পাই তোমায় সন্ধানে, অজ্ঞান তিমির ঘেরে॥
জানি না ভজনা সাধনা, জানিনা মা উপাসনা।
কেবল আসে কামনা, মনে কলুষিত করে॥
তবে যদি কৃপা ক'রে, প্রকাশ হও অন্তরে।
তবে পাই দেখিবারে, জুড়াই তোমারে হেরে॥
করিতে পারিনা আশা, কেবল আছে এই ভরসা।
করিবে না আমায় হতাশা, ফেলিবে না প্রাণে মেরে॥
না পেলে তব দরশন, নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ।
বাঁচাতে যদি চাও সন্তান, উদয় হও শীঘ্র ক'রে॥
অন্তিম নিকট হ'ল, কাল এসে দাঁড়াইল।
নাহি যে কিছু সম্বল, কি ক'রে দেখ্‌ব অন্তরে॥

যদি পাই ও চরণ, সার্থক হবে জীবন।
ক'রে আমি প্রাণপণ, থাকিব চরণ ধ'রে ॥

বেহাগ— কাওয়ালী।

ভাসাবে কি মা, আমায় দুস্তর দুঃখ সাগরে।
আমি যে জানিনে মা, তোমা বিনে আর কাহারে ॥
রেখেছ করিয়া বদ্ধ, ভুগিতেছি যে প্রারব্ধ।
এড়াতে নাহিক সাধ্য বেদনা পাই অন্তরে ॥
বাহ্য আঁখির জ্যোতি গেল, জ্ঞান-নয়ন না ফুটিল।
সব অন্ধকার হ'ল, ভেবে হৃদয় বিদরে ॥
তাপেতে দহিছে মন, অস্থির হতেছে প্রাণ।
না জানি কি হবে এখন, দিবা নিশি আঁখি ঝরে ॥
যদি জ্যোতি দাও আমারে, তবে পারে চক্ষু দেখিবারে।
ছুরিকা ল'য়ে মা করে, কালিমা দাও দূর ক'রে ॥
যদি আলো নাহি পাই, বল মা কোথায় যাই।
নিরন্তর ভাবি তাই, প্রাণ রাখিব কি ক'রে ॥
তবে যদি কৃপা ক'রে, দাঁড়াও মা হৃদয়পরে।
তব জ্যোতি দেখে অন্তরে, জীবনে রাখিব ধরে ॥
এই ভিক্ষা দাও মোরে, রেখনা বদ্ধ ক'রে।
লও আমায় উদ্ধার ক'রে, দিও না কষ্ট এ সংসারে ॥

রামকেলী—সুরফাঁকতাল।

কৃপাময়ী কৃপা ক'রে কর কৃপা বিতরণ।
সমাধিতে যেন পাই তব দরশন॥
আমার সমাধি হবে, জ্ঞান চক্ষু প্রকাশিবে।
তোমারে দেখিতে পাবে, সার্থক হবে জীবন॥
তোমারে দেখিলে পরে, আসিতে হবেনা ফিরে।
আত্ম দরশন ক'রে, হইব আমি নির্ব্বাণ॥
সংসারে আর আসিব না, ত্রিতাপে আর পুড়িবনা।
জনম স্রোতে ভাসিবনা, আত্মা করিবে বিশ্রাম॥
দিবানিশি জ্বলিতেছি, শান্তি নাহি পাইতেছি।
মনে স্থির করিয়াছি, রেণু হ'য়ে পাব চরণ॥

রামকেলী—একতালা।

কোথা মা করুণাময়ী, করুণা কর আমারে।
দয়া করি উদয় হও মা, আমারই অন্তরে॥
চাতক যেমন, দেখে সদা ঘন ঘন।
গগনেতে নবঘন, থাকে ঊর্দ্ধমুখ ক'রে॥
তেমনি আমারই মন, ফিরায়ে রাখে নয়ন।
হ'লে পরে আগমন, দেখিব নয়ন ভোরে॥
হৃদয়ে করিয়া আশা, বাড়িতেছে যে পিপাসা।
ক'রনা মা নিরাশা, তা'হ'লে যাইব ম'রে॥

দিবানিশি করি ধ্যান, মনেতে করি ধারণ।
পাব তব দরশন, আনন্দ পাব অন্তরে ॥
সমাধি করিয়া রব, তোমারে আমি দেখিব।
ভব জ্বালা মিটাইব, আত্ম দরশন ক'রে।
থাকিবে না অহংজ্ঞান, বিশ্ব হবে একতান।
ভেদাভেদ হবে শূন্য, সব রবে একাকারে ॥

ভৈরব—একতালা।

যদি গো মা পাই তব দরশন।
আমার মনের দুঃখ, করি তোমায় নিবেদন।
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে, পর্ব্বতে সাগরে বনে।
আছ জীবের প্রাণে প্রাণে, তথাপি না বোঝে মন।
সুধাংশু করিতে দরশন, চক্রবাক করে যেমন।
তেমতি মম নয়ন, হৃদয় দেখে ঘন ঘন ॥
আমার হৃদয় আকাশে, যদি তব জ্যোতি প্রকাশে
তা'হ'লে যে সুধা ভাসে, যাবে মন করিতে পান ॥
বিমল কিরণে তব, সুধাধারা আমি পাব।
দিবানিশি পান করিব, আনন্দে ভাসিবে প্রাণ ॥
অমর হইয়া যাব, ভব ক্লেশ না পাইব।
তোমার নিকটে রব, ভুঞ্জিব সুখ চিরদিন ॥
আনন্দে মাতিয়া রব, শান্তি সুখ মনে পাব।
তোমারে সদা দেখিব, হব সুখী চিরন্তন ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যখন যাবে গো মা আমার এ জীবন।
কৃপা ক'রে দিও আমায়, ও চরণে স্থান॥
যদি গো মা হারাই জ্ঞান, মুখে না সরে বচন।
অন্তরে দিও দরশন, রহিল এই আবেদন॥
দেখিতে দেখিতে যদি মরি, সংসার জ্বালা পরিহরি।
পাইব বৈকুণ্ঠ পুরী, সুখে রব চিরদিন॥
বাসনা করেছে মন, সেবিবে ও রাঙ্গা চরণ।
দাস হ'য়ে চিরদিন, করিবে সে অবস্থান॥
অথবা সন্তান ভাবে, তোমার নিকটে রবে।
তা'হ'লে ত স্নেহ পাবে, কর্‌তে পার্‌বে না বর্জ্জন॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

আমি যে গো কালীর ব্যাটা, আমার কি আছে ভয়।
আমার মা দিয়েছেন, যে আমারে অভয়॥
মায়ের আছে সর্ব্বশক্তি, জীবেরে দিতেছেন মুক্তি।
করিলে তাঁহারে ভক্তি, ক'রে দেবেন আমার জয়॥
থাক্‌ব ধ'রে মায়ের চরণ, কি কর্‌বে আমায় শমন।
কর্‌বো আমি তার দমন, আমায় দেখে সে পলায়
থাক্‌ব আমি মায়ের কাছে, ঘুর্‌ব তাঁর সাথে সাথে।
প্রবৃত্তি আস্‌বে কিসে, কর্‌বো আমি রিপুক্ষয়॥
মা দিবেন হাতে অসি, যাইব দেহেতে পশি।
কুপ্রবৃত্তি ফেল্‌ব নাশি, হবে আমার সর্ব্বজয়॥

থাক্‌ব মায়ের চরণ ধ'রে, যাব আমি ব্রহ্মপুরে।
'আস্‌বনা ফিরে সংসারে, মন চিত্ত কর্‌বো লয়॥

সিন্ধু—একতালা।

দেখ্‌ব মা কেমন ক'রে, থাক তুমি লুকাইয়ে।
কেঁদে কেঁদে বেড়াইব, কাতর হ'য়ে॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, যে জন কাতর হয়।
কৃপা তুমি কর তায়, দয়াময়ী হ'য়ে॥
তুমি ত মা অন্তর্যামী, লও মম মন জানি।
যে কষ্ট পেতেছি আমি, তোমারে মা না দেখিয়ে॥
সতত মা মনে করি, যদি দেখিবারে পারি।
থাকিব চরণ ধরি', কভু দিবনা ছাড়িয়ে॥
তখন তুমি পলাইয়ে, পার্‌বে না গো থাকিবারে।
আমার হৃদয় গিয়ে, আনিবে তোমায় ধরিয়ে॥
মানস মন্দিরে রেখে, সতত তোমারে দেখে।
ভাসিব অনন্ত সুখে, ফেল্‌ব না কভু হারাইয়ে॥

ভৈরবী—একতালা।

আমি যে জানি মা কেবল তোমারে।
তোমা বিনা কে আছে আমার এ সংসারে॥
যদি কৃপা নাহি কর, যাবনা ত অন্যত্র।
হবনা ত আর কাহার, থাকিব তব দ্বারে প'ড়ে॥

মা যদি সন্তানে মারে, মা মা ব'লে রোদন করে।
সে যে চাহেনা অন্য কারে, যদি অন্যেও আদর করে॥
এই আশা আছে মনে, স্থান পাব ও চরণে।
ক্রোধেরই অপনয়নে, ধরিয়া লইবে করে॥
কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা ত কভু নয়।
শাস্ত্রেতে ইহাই কয়, রেখেছি ইহা স্থির ক'রে॥
এই আমার নিবেদন, কাঁদাইও না আর প্রাণ।
দয়া কর আমায় এখন, না হ'লে যাইব মরে॥
তোমার ত মা ক্ষতি নাই, কোথা গিয়ে আমি দাঁড়াই।
কোথায় বা মায়েরে পাই, মা ব'লে ডাকিব কারে॥
ও চরণে স্থান পেলে, ব্রহ্মপুরী দিই মা ফেলে।
তোমার মা কৃপা হ'লে, যাইব এ ভবে ত'রে॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

আমি আর নাহি করিগো ভয়।
মা আমার কল্পতরু যে যা চায়, পায়॥
আমি তরুমূলে বসি, কাঁদিতেছি দিবানিশি।
দেখনা হৃদয়ে পশি', আমারই আশায়॥
চাইনা অনিত্য ধন, দারা পুত্র পরিজন।
চাই কেবল ও চরণ, যদি মা দাও আমায়॥
চাইনা বৈকুণ্ঠ পুরী, ব্রহ্মপুরী তুচ্ছ করি।
থাকিব চরণ ধরি', নিবেদন মা তোমায়॥

না বুঝিয়া ফলাফল, ক'রেছি কর্ম্ম সকল।
ভরসা মা কৃপাবল, সঞ্চিতে দিও ক'রে ক্ষয়॥
প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে, ধৈর্য্য যে মনেতে আছে।
ভয়, সঙ্গে যায় পাছে, ভুগিতে হয় পুনরায়॥
চিরবাঞ্ছিত বাসনা, এই মাত্র যে কামনা।
পাইনা যেন যাতনা, জীবভাব নাহি রয়॥
পেলে একবার দরশন, থাকে না আর পাপ পুণ্য।
রহিবে না ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলই হইবে ক্ষয়॥
তবে অব্যাহতি হবে, মায়া দূরে পলাইবে।
জীব পরমাত্মায় মিশিবে, এক হইবে উভয়॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আর ব'ল্‌ব না মা তোমায় দিতে দরশন।
বুঝেছি মনোমত তোমার, হয়না আমার সাধন॥
তুমিত মা ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় হয় সকলই।
তাইত মা তোমায় বলি, স্থির ক'রে দাও মন॥
মনস্থির হ'লে পরে, সাধন করি প্রাণ ভ'রে।
তোমারে সন্তোষ ক'রে, শান্ত করিব মন প্রাণ॥
কালিমা হৃদয়ে আছে, ও চরণে লাগে পাছে।
এসনা বুঝি হৃদি মাঝে, হইতেছে অনুমান॥
চরণ যদি স্পর্শিবে, হৃদয় বিশুদ্ধ হবে।
তোমারে হৃদয় পাবে, পাতিয়া দিব আসন॥

আমি নহি অধিকারী, তোমারে হেরিতে পারি।
পবিত্র হৃদয় করি, এই আমার আকিঞ্চন ॥
সতত করি ভজন, ধ্যানেতে হব মগন।
রূপ করিব ধারণ, কিবা রাত্রি কিবা দিন ॥
তখন আসিতে হবে, লুকাইতে না পারিবে।
হৃদয়ে তবে দাঁড়াইবে, দেখিবে জ্ঞান-নয়ন ॥

সুরট্ মল্লার—কাওয়ালী।

পাইনা অভয়বাণী ডাকিলে মা তোমারে।
নিরাশা আসিয়া ভাসে, আমারই অন্তরে ॥
না পেয়ে তোমার বাণী, কাঁদি দিবস রজনী।
তাও না শোন তুমি, ডাকিলেও কাতরে ॥
আমি অতি ভাগ্যহীন, না করিলাম সাধন।
না জন্মিল কোন জ্ঞান, ঘেরে অজ্ঞান তিমিরে।
জ্ঞান যে না হইল, ভক্তি মাত্র আছে সম্বল।
স্মরি হৃদে পদকমল, সতত থাকিব ধ'রে ॥
ভক্তিবারি ল'য়ে করে, দিব পদ ধৌত ক'রে।
তাহলে কেমন ক'রে, থাকিবেন চুপ ক'রে ॥
আশ্বাস বাণী পাইব, ভয় আর না করিব।
তোমায় সদা দেখিব, থাকিব সমাধি ক'রে ॥

রামপ্রসাদী।

মা আমায় আর কাঁদাবি কত।
এখনও কি হয়নি তারা তোর মনোমত ॥
হৃদয়ে জ্বলে আগুন, না পেয়ে তব দরশন।
দেখনা মম নয়ন, ঝরিতেছে অবিরত ॥
করিয়াছি কত পাপ, তাই বুঝি দিতেছ তাপ।
পাপের কি নাহি মাপ, ভোগাইবে মা কি নিয়ত ॥
বিশুদ্ধ হৃদয় ক'রে, রাখিব আসন পেড়ে,
দাঁড়াও মা তার উপরে, থাক হ'য়ে তথাস্থিত।
অদৃশ্য কভু হইবে না, থাকিবে না মন বেদনা।
এইমাত্র যে প্রার্থনা, করিবে মা আমার হিত

টোড়ী—একতালা।

আর বল্‌বনা মা তোমারে দিতে আমারে দরশন।
যখন হইলে গো মা, আমারে এত কঠিন ॥
আমি যে মনেরই দুঃখে, কেঁদে বেড়াই পথে পথে।
কেহ যে আমার সাথে, কহেনা বচন ॥
তারা যে আমায় দেখিয়ে, (বলে) এর মা দেছে তাড়ায়ে।
তখন গো মা ভগ্ন হৃদয়ে, করি গো মা বিচরণ ॥
বুঝেছে আমারই মন, মনোমত না হয় সাধন।
তাই বুঝি হ'য়ে কঠিন, দিতেছ না আমায় স্থান ॥

এবার আমি ব'সে রব, দিবানিশি ধ্যান করিব।
ও চরণ আমি সেবিব, করিব তোমার ভজন ॥
দেখিব তুমি কেমন, থাকিবে হ'য়ে কঠিন।
নাহি দিয়ে দরশন, বধিবে মা এ সন্তান ॥
তুমি যে জগত জননী, দয়াময়ী হও মা তুমি।
কৃপারই প্রার্থিত আমি, তাই আশা আছে এখন ॥
হৃদয় আকাশে মোর, বারেক মা আলো কর।
দেখিয়ে বিমল কর, ত্যজিব মা এ জীবন ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

থাক্‌তে পার্‌বেনা তারা আর অন্তরে।
আনিব হৃদয় মাঝে, সাধনারই জোরে ॥
পঞ্চতপা হ'য়ে রব, চারদিকে আগুন জ্বালাব।
সলিলে গিয়ে ডুবিব, দেখিব থাক কেমন ক'রে ॥
শব করি শবাসন, করিব তোমারে সাধন।
মগ্ন হ'য়ে কর্‌ব ধ্যান, পাব তোমায় অন্তরে ॥
হেঁট মুণ্ড হ'য়ে রব, সদা তোমায় জপ করিব।
মুণ্ড উপহার দিব, খড়্গ ধ'রে নিজ করে ॥
অনশনে ব'সে রব, দিবানিশি নাম করিব।
অন্তবায়ু রুদ্ধ করিব, প্রাণায়াম আমি ক'রে ॥
তন্ত্রমতে ক্রিয়া যত, সবেতেই হব রত।
ভজনা করি নিয়ত, আহুতি দিব অহঙ্কারে ॥

অহংজ্ঞান না থাকিবে, মন চিত্ত লয় হবে
সকলই তোমার হবে, জীব দিব উপহারে॥
সমাধি আশ্রয় ল'য়ে, থাকিব শ্মশানে গিয়ে।
দেহ প্রাণ সব দিয়ে, পূজিব মা তোমারে॥

মিশ্রসিন্ধু—একতালা।

এস মা এস আমার হৃদয়েরই ধন।
যতনে তুলিয়া তোমায়, হৃদে করি স্থাপন॥
তোমার রাঙা চরণ, হয় যে অমূল্য রতন।
কণ্ঠের করি ভূষণ, থাকি যে আমি রাত্রদিন॥
ও চরণের জ্যোতি, হৃদয়ে হইবে ভাতি।
হইয়ে মনে প্রতীতি, ভরিয়া যাইবে প্রাণ॥
আমার মা এই মিনতি, থাকে যেন রতি মতি।
ও চরণে অচলা ভক্তি, থাকে যেন সর্ব্বক্ষণ॥
যখন যাবে জীবন, হৃদে যেন পাই চরণ।
দেখিতে দেখিতে নয়ন, যেন যায় গো প্রাণ॥
ও পদ কভু ছাড়িব না, ক'রনা আমায় বঞ্চনা।
তোমায় যেন কভু ভুলিনা, অন্তিমে যেন থাকে স্মরণ॥
দেখিতে দেখিতে যাব, তোমারে দেখিতে পাব।
চরণ রেণু হ'য়ে রব, পাইব গতি পরম॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

প্রণমামি করযোড়ে, বন্দি মাতঃ ও চরণ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন, দেহ না করি ধারণ॥
প্রারব্ধ ভুগিবার তরে, এসেছিলাম এ সংসারে।
সঞ্চিত যে কক্ষে করে, করিতেছি যে গমন॥
সঞ্চিত প্রারব্ধ হবে, আবার আমায় ভোগাইবে।
প্রাণ ব্যাকুল তাই ভেবে, কি করিব বল তখন॥
স্থূল দেহ না রহিবে, ভূতে ভূতে মিশাইবে।
লিঙ্গদেহ র'য়ে যাবে, করিবে গমনাগমন॥
তারে না করিলে ক্ষয়, এড়াবার নাই উপায়।
জীব মুক্ত নাহি হয়, শাস্ত্রেরই হয় বচন॥
লিঙ্গদেহ যবে যাবে, কারণেতে মিশে রবে।
আত্মানাত্ম তবে পাবে, হবেনা আর জনম॥
জনম হইলে পরে, মায়াতে লইবে ঘেরে।
তত্ত্বজ্ঞান যাবে দূরে, থাকিব হ'য়ে অজ্ঞান॥
যৌবনজরা মরণ, আসিবে যে পুনঃ পুনঃ।
ওষ্ঠাগত হবে প্রাণ, হবেনা কভু নিবারণ॥
জনম এড়াবার তরে, আছি মা চরণে প'ড়ে।
কৃপা কটাক্ষ ক'রে, কর আমায় পরিত্রাণ॥
এই আশীর্ব্বাদ চাই, দেহ যেন নাহি পাই।
কারণেতে মিশে যাই, পেয়ে আমি তত্ত্বজ্ঞান॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

দেখ মা দাঁড়িয়ে থেক, অন্তিম হবে যখন।
তোমারে দেখিয়া হৃদে, ত্যজিব আমার প্রাণ॥
বিমল তব কিরণে, গলাইবে অহংজ্ঞানে।
পুলকিত হব মনে, পেয়ে তব দরশন॥
পবিত্র হৃদয় হবে, জ্ঞান মাত্র শেষ রবে।
মনের তম চ'লে যাবে, রহিবেনা অজ্ঞান॥
তোমারে দেখিতে দেখিতে, রেখে মন সমাধিতে।
যদি মা পারি যেতে, খসিবে ভব বন্ধন॥
নির্ব্বিকল্প সমাধি ক'রে, যাইব এ দেহ ছেড়ে।
সদা মন ইচ্ছা করে, তব সনে হয় মিলন॥
যখন ধর্‌বে শমন, হইওনা যেন গোপন।
দিয়ে আমায় দরশন, মুক্ত করিবে বন্ধন॥

মিশ্রপিলু—ঝাঁপতাল।

একবার দেখ গো মা আমায় ফিরায়ে নয়ন।
কাতরেতে ডাকিতেছি, কাঁদিতেছি সর্ব্বক্ষণ॥
যত কষ্ট পাইতেছি, মা মা ব'লে ডাকিতেছি।
উত্তর না পাইতেছি, না পাই অভয় বচন॥
প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে, কত ভোগ ভোগাইলে।
এখন না শেষ করিলে, ভুগিব মা কতদিন॥
আমারই অদৃষ্ট গুণে, ক্রন্দন না শোন কাণে।
কত কষ্ট সই প্রাণে, করিব কি নিবেদন॥

ফুটল না জ্ঞান-নয়ন, এ নয়ন জ্যোতিহীন।
হ'ল না যে দরশন, পেলাম না ও চরণ॥
যতই যাইছে দিন, নিকট হয় মরণ।
ভয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ, কি করি বল এখন॥
যদি গো মা কৃপা ক'রে, দাও আঁখি উজ্জ্বল ক'রে।
অন্তরে বাহিরে হেরে, সার্থক করি জনম॥

ললিত—একতালা।

রেখেছ কি মা আমায়, দিতে কেবল যন্ত্রণা।
পেতেছি অশেষ ক্লেশ, প্রাণে আর সহেনা॥
করিয়াছি অপরাধ, ভুগিতেছি যে প্রারব্ধ।
নিজকরে কর বধ, এই আমার কামনা॥
যদি তব করে মরি, যাইব বৈকুণ্ঠ পুরী।
এ দেহ গো পরিহরি, আর ফিরে আসিব না॥
তব চরণ স্পর্শিব, শব হ'য়ে শিব হব।
আর না ভয় করিব, যতই পাইনা বেদনা॥
যদি গো মা যায় জীবন, হবে ক্লেশের অবসান।
অন্তিমে ক'রে দরশন, কভু কষ্ট পাইব না॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

উদয় হও মা হৃদয়ে, রাখিব ধ'রে ধ্যানে।
শীতল হইবে প্রাণ, নেহারি' তোমায় নয়নে॥

জ্ঞান আঁখি খুলে দিব, হৃদয়ে তোমায় দেখিব।
আনন্দেতে ভেসে যাব, হরষিত হবে মনে॥
সদা আমি ধ্যান ধরি', থাকিব দিবস শর্ব্বরী।
থাক গো মা আলো করি', বিস্তারে দিব্য কিরণ॥
চরণ পরশ মণি, লও লোহ মন টানি'।
কেবল তোমারে জানি, ভুঞ্জিব আনন্দ মনে॥
ধারণা মন করিবে, সমাধিতে উঠে যাবে।
জীব ভাব ফেলে দিবে, মিশিব পরমাত্মনে॥



রামকেলী—ঢিমে তেতালা।

এবার আমি কি করিব, মায়ের চরণ ধ'রে রব।
কোশাকুশী ফল ফুল, সকলই ফেলিয়া দিব॥
ভজন সাধন গেছে জানা, কার কথা শুনিব না।
মায়ের দ্বারে দিয়ে ধরণা, একান্তে বসিয়া রব॥
আসন আর না পাতিয়া, প্রাণায়াম না করিয়া।
ধারণারে ফেলে দিয়া, ধ্যান আর না করিব॥
তপ জপ না করিব, করজপ ছেড়ে দিব।
গায়ত্রী আর না স্মরিব, ইষ্ট মন্ত্র শিরে রাখিব॥
মালা আর ঘুরাব না, সায়ং সন্ধ্যা থাকিবে না।
সমাধিতে উঠিব না, নির্জ্জনে ব'সে দেখিব॥
যাবনা নদীর কূলে, পূজিব না গঙ্গাজলে।
কি কর্‌বে আর ঢাক ঢোলে, মৌনীব্রত ধ'রে রব॥

ধূপ ধূনা জ্বালিব না, মঙ্গল দীপ বসাব না।
করিব না আর উপাসনা, মায়েরে ধ'রে থাকিব॥
জ্বালাব না যজ্ঞকুণ্ড, দিবনাক ছাগমুণ্ড।
হবে না বলি যে কুষ্মাণ্ড, সকলই ছাড়িয়া দিব॥
করিব না আহ্বান, দিব না কভু বিসর্জ্জন।
তন্ময় করিয়া মন, মায়েরে হৃদে সদা দেখিব॥
আরতি কভু করিব না, ঘট পট থাকিবে না।
মনেতে ক'রে কল্পনা, আকার কভু না আঁকিব॥

রামপ্রসাদী।

আমার মা যা বলেছেন আমারে।
আমি বেড়াইব তাহাই ত ক'রে॥
উপনিষদ্ ফেলে দিব, বেদান্তে সাংখ্যে তুলে দিব।
ন্যায় বৈশেষিক ফেলিব, পাতঞ্জল মীমাংসা দূরে॥
আমার মা যে ব্রহ্মময়ী, সাধনা করিব তাঁরই।
থাকিব চরণ ধরি, লবেন উদ্ধার ক'রে॥
মায়ের ছেলে মায়ের কাছে, বেড়াইব পিছে পিছে।
ভয় হয় আমি পাছে, পড়ি গিয়ে অন্তরে॥
মায়েরে সদা দেখিব, তাঁর কাছে র'য়ে যাব
সব জলাঞ্জলি দিব, থাকিব মায়েরে ধ'রে॥
দিবেন না কখন ফেলে, নিশ্চয় লবেন কোলে।
কি করবে আমার কর্ম্মফলে, যদি লন কৃপা ক'রে॥

তা'হ'লে তরিয়া যাব, ভবে আর না আসিব।
ভয় আর না করিব, চ'লে যাব ডঙ্কা মেরে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

তোমারে ডাকিলে তারা, বিপদ কি কভু রয়।
স্মরিলে তোমার নাম, করে সে যে সব্ব জয়॥
যখন অমরগণে, পরাস্ত হইল রণে।
তোমার নাম স্মরণে, পেয়েছিল যে অভয়॥
ডাকিলে তোমায় কাতরে, তবে শক্তিরূপ ধ'রে।
তোমার শক্তি বিস্তারে, অসুরে করিলে ক্ষয়॥
যে গো মা বিপদে প'ড়ে, ডাকে তোমায় কাতরে।
বিপদ তার নাশ ক'রে, ক'রে দাও নির্ভয়॥
হৃদয় মন্দিরে যে বা, করে মা তোমারে সেবা।
তারে করিয়া কৃপা, হও যে হৃদয়ে উদয়॥
পাইয়া তোমারই আলো, সে পায় যে মনের বল।
না হয় কভু দুর্ব্বল, তব শক্তি পেয়ে যায়॥
পড়েছি ঘোর বিপদে, সঁপেছি মন ও শ্রীপদে।
পৌঁছিব আমি নিরাপদে, মা তোমারই কৃপায়॥
থাকিব ধ্যানেতে ধ'রে, ডাকিব আমি কাতরে।
থাকিবে মা কেমন ক'রে, কৃপা না ক'রে আমায়॥

ভৈরবী—সুরফাঁকতাল।

দে মা আমায় সন্ন্যাসী সাজায়ে।
চলিয়া যাইব আমি, ভোগে জলাঞ্জলি দিয়ে॥
মায়া মোহ বন্ধন, করিয়া তাহে ছেদন।
অষ্ট পাশ করি ছিন্ন, বেড়াইব ঘুরিয়ে॥
কৌপীন করি ধারণ, গাত্রে ভস্মে আচ্ছাদন।
করিব বিশ্বে ভ্রমণ, দণ্ড কমণ্ডলু ল'য়ে॥
বৃক্ষমূলে ব'সে রব, শম দমে সঙ্গে লব।
বিবেকী বৈরাগী হব, থাকিব ধ্যান ধরিয়ে॥
কামনা রহিত হ'য়ে, পরার্থে কার্য্য করিয়ে।
পরের হিতের তরে, করিব জীবন দিয়ে॥
ভক্তির স্রোত আনিব, হৃদয় ভাসায়ে দিব।
প্রেমেতে ডুবিয়া রব, যাইব অহং ভুলিয়ে॥
অষ্টাঙ্গ যোগেতে থেকে, পরমাত্মায় থাকিব দেখে।
হৃদয়ে তাঁহারে রেখে, সমাধি যাইবে হ'য়ে॥
জীবন পরিহরি, আত্মারে দর্শন করি।
লইয়ে চরণ তরি, চ'লে যাব পার হ'য়ে॥

বেহাগ—সুরফাঁকতাল।

কে গো বিরাজে, ঘোর তিমির মাঝে নীরদবরণী।
ললাটে শশী-কিরণ, আলো করিতেছে ধরণী॥
রৌদ্র হাস্য ভাবদ্বয়, একে সমবেত হয়।
করাল বদন তায়, ভাসে যথা সৌদামিনী॥

ত্রিনয়নে জ্যোতি হাসে, ছটা তার উঠে আকাশে।
তায় চন্দ্র তারা প্রকাশে, প্রকাশে আর দিনমণি ॥
অট্টহাসি মৃদুহাসি, বদনে রয়েছে ভাসি'।
করেতে ভীষণ অসি, যেন জগত-সংহারিণী ॥
ধরিয়ে করাল অসি, ফেলিছেন অসুরে নাশি'।
দেখ সাধুগণে আশ্বাসি', বরাভয় ধরেন তিনি ॥
সংহারিণী ক্ষেমঙ্করী, আছেন উভ গুণ ধরি।
সিংহ আর বন্য করী, একত্রে হয় মিলনি ॥
কিরীট স্পর্শিল গগন, চমকিত দেবগণ।
ভাসে কুণ্ডল কিরণ, অন্তর্হিত হ'ল রজনী ॥
দিক অম্বর করি', আছেন পরিধান করি'।
ছিন্ন হস্ত কটি পরি, হন বামা উলাঙ্গিনী ॥
সৃজন করে পালন, সংহারিছেন জীবগণ।
এনে স্থাবর জঙ্গম, হন তাদের নাশিনী ॥
কালেরে ক'রে অধীন, করেন কালীনাম ধারণ।
দেন ক'রে তারে স্বাধীন, নাশিতে দিন যামিনী ॥
গলে মুণ্ডমালা পরি', আছেন রতন পরি'।
আভরণে শোভা করি', হন ভুবনমোহিনী ॥
শঙ্কর হৃদয় পরে, রেখেছেন পদ ধ'রে।
সসাগরা ধরা পরে, আছেন হ'য়ে বিশ্বরূপিণী ॥
সংসার ঘোর অন্ধকারে, আছেন যিনি আলো ক'রে
ধরিয়ে রাখ অন্তরে, হন তিনি মুক্তিদায়িনী ॥

বেহাগ—ধামার।

জানিনা মা তুমি হও গো কেমন।
কেহ বলে গুণাকর, কেহ বলে নিগুর্ণ॥
দেখিতে না পায় চক্ষে, সকলে ভাবে যে বক্ষে।
সকলেই কর মা রক্ষে, না দিয়াও দরশন॥
কেহ সাকার ক'রে, পূজা করে যে তোমারে।
কেহ ভাবে নিরাকারে, সকলেই করে সাধন॥
সাকারে বা নিরাকারে, যে তোমারে ভক্তি করে।
তারে তুমি কৃপা ক'রে, তার হৃদয়ে দাও জ্ঞান॥
সাধুরে রক্ষার তরে, পাপীবে নাশিবারে।
ধর্ম্ম স্থাপন ক'রে, যুগে যুগে লও জনম॥
জীবগণে শিক্ষা দিয়ে, প্রয়োজন যে সাধিয়ে।
তোমার লীলা করিয়ে, হও তুমি অন্তর্দ্ধান॥
সাকারে বা নিরাকারে, ভেদাভেদ নাহি করে।
সাকারে ব্রহ্মজ্ঞান করে, করিলে হয় ব্রহ্মজ্ঞান॥
ফলাফল সম হবে, নিরাকার শেষে পাবে।
তাহে মুক্তি হ'য়ে যাবে, হবে না আর জনম॥
তুমি যারে কৃপা কর, জ্ঞানোদয় হয় তার।
তুমি যারে হও নিদয়, যায় না তার অজ্ঞান॥
আমি মা মিনতি করি, লও আমায় কৃপা করি'।
এ ভব সাগরে তরি, তোমারে করিয়া ধ্যান॥

বেহাগ—সুরফাঁকতাল।

শুন গো মা মহামায়া, রেখো দয়া—
আমি যে গো মা দীনহীন।
যে দয়া করিয়াছ পাই যেন চিরদিন॥
জানিনা ভজন সাধন, নাহি আমার কোন জ্ঞান।
জানি কেবল রাত্রদিন, করিবারে যে রোদন॥
জানিনা ধ্যান ধারণা, জানিনা মা উপাসনা।
প্রাণায়াম না আছে জানা, পাতিয়া না বসি আসন॥
যম নিয়ম কারে বলে, সমাধি হয় কি করিলে।
কেহ যে না দেয় ব'লে, জানিব ক'রে কেমন॥
রহিব আমি দাস হ'য়ে, থাকি পদাশ্রয় পেয়ে।
তুমি গো মা মাতৃস্নেহে, আমারে কর পরিত্রাণ॥
অন্ধ ক'রে আমায় রাখিলে, অপরাধে দণ্ড দিলে।
এখন শাস্তির শেষ করিলে, জ্যোতি পাইল নয়ন॥
জ্ঞান-নয়ন দাও খুলে, বসাই তোমায় হৃদ্‌কমলে।
পবিত্র মন হইলে, পাব তোমার শ্রীচরণ॥
অন্তিমে এই বাসনা, এইমাত্র করি প্রার্থনা।
বিতরিয়ে কৃপাকণা, ক'রো মা আমারে ত্রাণ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

যে লয় মা তোমারই আশ্রয়।
তার বিপদ কি কভু হয়॥

তবে কেন এ অবধি, ভুগি আমি নানা ব্যাধি।
তোমার একি হয় বিধি, বুঝা নাহি যায়॥
শ্রীমন্ত মশানে প'ড়ে, ডেকেছিল মা তোমারে।
নিলে তারে কোলে ক'রে, রক্ষা করিলে গো তায়॥
যখন অমরগণে, পরাস্ত হইল রণে।
তুমি গো মা অস্ত্র ধারণে, ক'রে দিলে তাদের জয়॥
দিয়ে আমি মন প্রাণ, পূজিতেছি শ্রীচরণ।
বুঝিতে পারি না কেন, দাওনা আমায় আশ্রয়॥
যে হয় মা অপরাধী, আছে বটে তোমার বিধি।
শাস্তি দাও নিরবধি, ক্ষমা নাহি কর তায়।
তুমি যে মা ক্ষেমঙ্করী, আমারে গো মা ক্ষমা করি'।
আমি মা চরণে ধরি, পরিত্রাণ দাও আমায়।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মা আমার নাহিক আশ্রয় স্থান।
যদি না দাও আমায় ও রাঙা চরণ॥
ফেলেছ বিজন বনে, না পাই পথ অন্বেষণে।
পদে পদে পড়ি যে ভ্রমে, আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ॥
পদে পদে পদস্খলন, কণ্টকে বিদ্ধ হয় চরণ।
হয় রুধির মোক্ষণ, দেহ হয় ছিন্ন ভিন্ন॥
তুমি নাহি দিলে আলো, কি ক'রে যাইব বল।
হারায়েছি মনের বল, কেবল করি রোদন॥

যে তোমায় কাতরে ডাকে, আশ্রয় দাও মা তাকে।
তবে কেন ঘোর বিপাকে, আমাকে রাখ গো এখন ॥
এই মা করি মিনতি, আমারে দাও মা মুক্তি।
আমার নাহিক শক্তি, ত্যেজিতে বিজন বন ॥

———

মিশ্রললিত—একতালা।

প্রণমামি মাতঃ বন্দি তব শ্রীচরণ।
নিকট হইল এখন, আমার চরম ॥
শেষ হ'ল ধার্য্য দিন, মৃত্যু দেখি আসন্ন।
লইয়া যাবে শমন, ক'রে আমায় বন্ধন ॥
না ফোটে জ্ঞান-নয়ন, না দিলে মা দরশন।
বৃথা গেল জনম, না হ'ল ভজন সাধন ॥
সঞ্চিত প্রারব্ধ হ'ল, কত ভোগ ভোগাইল।
সঞ্চিত সঙ্গে চলিল, ভোগাইতে পুনঃ পুনঃ ॥
না হ'ল পুণ্য সঞ্চয়, না হইল কর্ম্মক্ষয়।
মুক্তির না দেখি উপায়, ভাবিয়া কাতর প্রাণ ॥
যদি দিয়ে দরশন, লও আসি হৃদাসন।
তবেই সার্থক জীবন, করিয়া করি গমন ॥

———

বেহাগ—তেওরা।

মিনতি করি আমি, নিস্তার মা আমারে।
যথেষ্ট হয়েছে শাস্তি, ক্ষমা কর গো মোরে ॥

যৌবন মদে মত্ত হ'য়ে, কামিনী কাঞ্চন পেয়ে।
আসক্তি দেয় ডুবাইয়ে, অতল দুঃখ-সাগরে॥
করিয়াছি কত ভুল, প্রাণ হতেছে ব্যাকুল।
কাঁদিয়া হই আকুল, অব্যাহতি পাব কি ক'রে॥
কষ্টের নাহিক শেষ, পাই ক্লেশ অশেষ।
পরিতাপ অবশেষ, প্রবেশিল অন্তরে॥
যখন ছিল সময়, তখন চিনিলাম না তোমায়।
আয়ুসূর্য্য অস্তপ্রায়, ঘেরিতেছে অন্ধকারে॥
এখন যে জ্ঞান হ'ল, কিন্তু সময় না রহিল।
এখন কি করি বল, স্থির না পারি করিবারে॥
মনে ভাবিয়াছি আর, ও চরণ ধরিবার।
তা' হ'লে হইব পার, দুস্তর ভব-সাগরে॥
ভাবনা আর থাকিবে না, পাব না আর যন্ত্রণা।
হৃদয়ে করি' ধারণা, সদা রাখিব তোমারে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

বুঝেছি জেনেছি তারা, তুমি গো যেমন।
অসীম তোমারই স্নেহে, আছে সব জীবগণ॥
মা যে আমার দয়ার খনি, সৃজিয়ে জগতের প্রাণী।
হ'য়ে জগতজননী, করেন সবে পালন।
অন্ধকারে অন্ধ ক'রে, রেখেছিলেন মা আমারে।
ছুরিকা লইয়া করে, কাটেন মম আবরণ॥

এখন যে আলো এল, জগত যে প্রকাশিল।
বাহ্য নয়ন দেখিল, হরষিত হইল প্রাণ ॥
অনেক দিনেরই পরে, এলেন মা আলো ক'রে।
থাক গো মা মম অন্তরে, সার্থক হোক্ জীবন ॥
সতত তোমায় হেরিব, আনন্দে মন মাতাইব।
পরম আনন্দে রব, হ'য়ে আনন্দে মগন ॥
শুন মা এই মিনতি, নয়নে রাখিয়ে জ্যোতি।
হ'য়ে মম হৃদয়ে ভাতি, পাই যেন দরশন ॥

———

ললিত—একতালা।

কে বোঝে মা তব কৌশল, ক'রেছ কি বিধান।
শিষ্টেরে পালন কর, দুষ্টে কর দমন ॥
বিশ্ব ক'রে সৃজন, বদ্ধ কর দিয়ে নিয়ম।
কার সাধ্য করিতে লঙ্ঘন, পারে না করিতে খণ্ডন ॥
বাধ্য হ'য়ে ওই নিয়মে, ভ্রমিছে জ্যোতিষ্কগণে।
করাও প্রবৃত্ত কর্ম্মে, পেয়েও ইচ্ছা স্বাধীন ॥
সুশীল যতেক ছেলে, তাদের ত মা নাও কোলে।
তাদের মা তৃষ্ণা পেলে, করাও মা সুধাপান ॥
যারা করে স্তব স্তুতি, সন্তোষ রও তাদের প্রতি।
দাও বর হ'য়ে প্রতীতি, আনন্দে করাও মগন ॥
অবাধ্য পুত্র হইলে, নাও না মা তাদের কোলে।
দাও তুমি তাদের ফেলে, দণ্ড কর বিধান ॥

অবাধ্য দুরন্ত হ'য়ে, তোমার কথা না শুনিয়ে।
এখন আমি শাস্তি পেয়ে, পাইলাম তত্ত্বজ্ঞান ॥
যখন আমি শাস্তি পাই, বলি আমি করিব নাই।
আবার গো মা ভুলে যাই, পেয়ে কামিনী কাঞ্চন ॥
পীড়াদি উৎপীড়নে, অস্থির হয়েছি প্রাণে।
চাও মা কৃপা নয়নে, দাও আমায় ক'রে মোচন ॥
যতদিন থাক্‌বে জীবন, পূজিব ও শ্রীচরণ।
থাকিব ধরিয়া ধ্যান, হৃদয়ে কর্‌ব দরশন ॥
এখন আমায় মাপ ক'রে, বাঁচাও এ পীড়ার দায়ে।
তব কোমল হস্ত দিয়ে, গাত্র কর পরশন ॥

মিশ্র কালেংড়া—আড়খেমটা।

আর কতদিন রাখিবে গো মা ক'রে আমায় নজরবন্দি
বুঝিতে পারি না তারা, তোর কি আছে অভিসন্ধি ॥
যে ক্ষেত্রে পাঠালে মোরে, দিলে সীমা বদ্ধ ক'রে।
যাইতে চাহিলে বাহিরে, দেখি দে(ও)য়া আছে গণ্ডি ॥
মনেতে করি কল্পনা, আর হেথা থাকিব না।
বাহির হ'তে পথ পাই না, খাটে না কোন ফন্দি ॥
এবার করেছি মন, দণ্ড করি গ্রহণ।
দেশে দেশে কর্‌ব ভ্রমণ, হইব আমি চির দণ্ডী ॥
সীমার মধ্যে থাকিব না, গণ্ডি আর মানিব না।
মানা আর শুনিব না, খেলিব আমি সব ফন্দি ॥

তোমারে খুঁজে পাইব, ফাঁদে পা আর নাহি দিব।
মুক্ত হ'য়ে চ'লে যাব, নাহি তাহে কোন সন্দি॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

এ সময় তারা তোমায়, ডাকি মা কাতরে।
জননী লইয়া কোলে, রাখ মা আমারে॥
কোলেতে করায়ে শয়ন, করাও মা সুধাপান।
তা'হ'লে থাকিবে প্রাণ, যাব না কখন ম'রে॥
সাহস আছে যে মনে, মা হ'য়ে কভু সন্তানে।
দিবে না দুখ এ প্রাণে, রাখিবে গো রক্ষা ক'রে॥
করিয়াছ তুমি সৃষ্টি, হারায়েছি আমি দৃষ্টি।
দাও মা আমারে যষ্টি, বেড়াইতে এ ভুবনে॥
কাঁপিতেছে মম বুক, শুকায়ে গিয়াছে মুখ।
না জানি কি পাব দুখ, ভাবনা হয় অন্তরে॥
তব নাম আছে সম্বল, এই মাত্র আমার বল।
হ'য়ে গো মা সানুকূল, ধরিয়ে লও মা করে॥
কাতরে যে ডাকে তোমায়, তার কষ্ট নাহি রয়।
প্রফুল্ল হয় হৃদয়, অন্তরে তোমারে হেরে॥
এই মাত্র করি প্রার্থনা, পাই না যেন যন্ত্রণা।
কর আমায় এই করুণা, থাকিবে মম অন্তঃপুরে॥
যদি আমার প্রাণ যায়, ক্ষোভ না হইবে তায়।
অন্তিমে যদি তোমায়, যেতে পারি আমি হেরে॥

বেহাগ—একতালা।

ওরে মন কেন কররে রোদন, পেতে মায়ের দরশন।
মা যে আছেন সর্ব্বস্থানে, তোর কেবল নাই নয়ন॥
হৃদয়ে কর সন্ধান, দিয়ে তাঁরে মন প্রাণ।
ফুটাবে জ্ঞান-নয়ন, করিবে তাঁয় ঈক্ষণ॥
মা যদি না দেখেন তোরে, পার কিরে বাঁচিবারে।
রয়েছেন তোর অন্তরে, দেখ না খুলে আবরণ॥
যেন দিবস শর্ব্বরী, আছেন তিনি আঁখিপরি।
সেরূপ তুমি নাহি হেরি', মুদিত রাথ লোচন॥
ধর গিয়ে তাঁর চরণ, সমর্পিয়ে মন প্রাণ।
হৃদয় কর আসন, তবে তিনি হবেন আসীন॥
সতত কর স্মরণ, চিন্তা করিবে অনুক্ষণ।
তবেরে তাঁর চরণ, পাবে করিতে দরশন॥



বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

নাচিছ গো মা তুমি কত রঙ্গে।
নাচিছে জগত, হেরি তব সঙ্গে॥
জগতে জীব আসিতেছে, তোমার সঙ্গে নাচিতেছে।
কালচক্রে পড়িতেছে, যাইতেছে ভেসে তরঙ্গে॥
বিশ্ব যে সমরাঙ্গন, আসিতেছে জীবগণ।
আর আসে স্থাবর জঙ্গম, যাইতেছে সব এক সঙ্গে॥
কত সাজে করে রণ, আসিতেছে অগণন।
শেষে করে পলায়ন, ভীত হ'য়ে আতঙ্কে॥

দাঁড়াইয়া পাশে পাশে, করে রণ কত বেশে।
দেখনা তারা অবশেষে, পলাইতেছে নিঃসঙ্গে॥
চলে রণ দিবারাত্র, বিশ্রাম নাহি ক্ষণ মাত্র।
আসিছে যাইছে সর্ব্বত্র, যায় না কেহ কার সঙ্গে॥
কাল চক্র সুদর্শন, করিতেছে সব ছেদন।
নাশিতেছে প্রাণিগণ, চিহ্ন থাকে না যে অঙ্গে॥

পিলু বাঁরোয়া—ঝাঁপতাল।

কি কর্‌বে রে পেতে আসন, থেকে অনশন।
যার মনে আছেন তিনি সদা জাগরণ॥
বাহ্য আড়ম্বর বল, কি হইবে তাতে ফল।
যদি না থাকে মনের বল, করিতে তাহে সংযম॥
কি হবে পুষ্প চন্দন, কি ফল বারি সিঞ্চন।
সে যে কেবল হয় ভ্রম, স্থির না হইলে মন॥
তাঁহারে অন্তরে রাখ, হৃদয়ে সতত দেখ।
পাইবেরে নিত্য সুখ, হেরিবে তাঁয় নয়ন॥
অতএব বলি শুন, দিবানিশি কর ধ্যান।
শীতল হবে মন প্রাণ, পাইবে পরম ধাম॥
যাইতেছে দেশ বিদেশ, করিতেছ তীর্থবাস।
কর কত উপবাস, তাতে কি হয় রে জ্ঞান॥
জ্ঞান ভক্তি রেখে মনে, রাখ সদা তাঁরে ধ্যানে।
আনন্দ পাইবে মনে, পেয়ে তাঁর দরশন॥

নিজ দেহ অভ্যন্তরে, আছেন তিনি বিরাজ ক'রে।
দেখ তাঁর ফিরে ফিরে, পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥
উদ্দীপন কারণ, হবে না যেতে অন্য স্থান।
দেখ অন্তর আপন, পাবে তাঁরে সর্ব্বক্ষণ ॥

শঙ্করা—ঢিমে তেতালা।

বুঝেছি বুঝেছি তারা তোমারই চাতুরি।
মায়া আবরণ দিয়ে, রেখেছ আমারে ঘেরি' ॥
মায়া মোহ বন্ধন, না ক'রে দাও ছেদন।
বল যে না পায় মন, কি ক'রে তাহা ভেদ করি ॥
চতুর্দ্দিকে জাল দিয়ে, আপনায় রাখি ঘেরে।
আস্‌তে পারিনা বাহিরে, ছট্ ফট্ কেবল করি ॥
ছিঁড়িবারে যদি যাই, ঘরা যে নাহি পাই।
নিশ্চেষ্ট হইয়া রই, সংজ্ঞা আমার লয় হরি' ॥
যদি গো মা কৃপা ক'রে, দাও মায়াজাল ছিঁড়ে ॥
ধরিয়া লও নিজ করে, তবেই বাহির হ'তে পারি ॥
এ জাল অতি কঠিন, না থাকিলে সাধন।
না খোলে কভু বন্ধন, কর ছেদ কৃপা করি' ॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

কে গো বিরাজে এ বিশ্ব মাঝে মা রণরঙ্গিণী।
লয়েছেন মায়ারে মা করিয়ে সঙ্গিনী ॥

মায়ারে সহায় ক'রে, রেখে বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে।
নিজে আছেন মায়ার পারে, হ'য়ে চিৎস্বরূপিণী ॥
তিনি দেখেন সকলেরে, কেহ না দেখে তাঁহারে।
কভু পুরুষাকারে, কখন হন রমণী ॥
তিনি হন মহামায়া, ঘেরেন বিশ্ব দিয়ে মায়া।
নাহি রূপ নাহি কায়া, আবার হন সর্ব্বাঙ্গিণী ॥
গুণাতীত হন যিনি, গুণের আশ্রয় ভূমি।
হ'য়ে তিনি মায়াবিনী, বদ্ধ করেন সর্ব্বপ্রাণী ॥
যদি পার তাঁরে ধরিতে, মায়াপারে পার যেতে।
নতুবা মায়াজালেতে, থাক্‌বে প'ড়ে দিন যামিনী।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

হ'য়ে মা কুলকুণ্ডলিনী, শোভা কর মূলাধার।
জগতের হও তুমি, যে মা মূল আধার ॥
প্রপঞ্চ এ বিশ্ব সৃষ্টি, প্রকাশিছে ব্রহ্মশক্তি।
হ'য়ে তুমি মূলা প্রকৃতি, জগত সৃজন কর ॥
আদিতে কর সৃজন, মধ্যেতে কর পালন।
যখন আসে অন্তিম, সকলে কর সংহার ॥
ত্রিগুণ বৈষম্য হ'ল, গগন শব্দ আচ্ছাদিল।
তাহে পঞ্চভূত হ'ল, মিশাইয়া সৃষ্ট কর ॥
প্রলয় সময় হ'লে, সব জ্যোতি ডুবে গেলে।
ঘোর তিমিরে ঘেরিলে, বিশ্বমাঝে আলোঃকর

সঙ্কোচ আর প্রসারণ, জগতের হয় নিয়ম।
কাল হ'য়ে তব অধীন, প্রকাশে এ চরাচর॥
সকলের আদি কারণ, সকলই হয় তব বিধান।
না পারে করিতে লঙ্ঘন, খণ্ডে সাধ্য আছে কার
আমি অতি মূঢ়মতি, কি বর্ণিব তব শক্তি।
যেন থাকে রতি মতি, ও রাঙা চরণে তোমার॥
শেষ মম নিবেদন, যেন পাই ও চরণ।
যখন হবে চরম, আলো ক'র সহস্রার॥

সিন্ধুড়া—চৌতাল।

পূর্ণ কর মনস্কাম, শেষ নিবেদন করি।
সিদ্ধ কর জীবগণে, হ'য়ে তুমি সিদ্ধেশ্বরী॥
শুনিয়াছি তন্ত্রসারে, জীব সিদ্ধ হবার তরে।
তন্ত্রমতে ক্রিয়া করে, নানামত আসন করি'॥
কেহ বসে শবাসনে, যাইয়া মহা শ্মশানে।
তন্ময় হ'য়ে রয় ধ্যানে, তোমারে হৃদয়ে ধরি'॥
বামাচার বীরাচার, আছে যে কত আচার।
কেহ ল'য়ে পঞ্চমকার, সাধে বসি' চক্র পরি॥
কেহ সিদ্ধ হবার জন্য, কারণ করে যে পান।
করে তোমায় নিবেদন, তাহে মন্ত্রপূত করি'॥
কেহ অষ্ট সিদ্ধি পায়, কেহ সিদ্ধি নাহি চায়।
সে যে মা তোমারে চায়, দাও তারে সিদ্ধ করি'

কেহ নায়িকা সিদ্ধ হ'য়ে, বেড়ায় ভেল্কি দেখায়ে।
কেহ বা ঐশ্বর্য্য ল'য়ে, যায় যে ভ্রমেতে পড়ি' ॥
ভজন সাধন হয় না তার, মনে উঠে অহঙ্কার।
সে যে খেলা তোমার, দাওনা তারে সিদ্ধ করি' ॥
পঞ্চমুণ্ডি আসন করি', চণ্ডাল হাড়ের মালা ধরি'।
ভৈরব ভৈরবী জপ করি', পাইতে কৃপা তোমারি ॥
আগমে নিগমে যত, ক্রিয়া আছে শত শত।
জানি না তায় হ'লে রত, দাও কিনা সিদ্ধ করি' ॥
সিদ্ধির নাই প্রার্থনা, ঐশ্বর্য্য কভু চাহি না।
বিতরিয়ে কৃপাকণা, দাও আমায় মুক্ত করি' ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ভেবেছ কি মা তুমি, দিবে না দরশন।
আমিও দেখিব, মন্ত্রের সাধন, কি শরীর পতন ॥
ও পদ ধরিয়া রব, আঁখি জলে ধোয়াইব।
কখনও না ছাড়িব, যায় যাবে এ জীবন ॥
জীবনের নাহিক মায়া, যদি না পাই তোমার দয়া।
ফেলিয়ে ত্যজিব কায়া, কি হবে রাখিয়া প্রাণ ॥
হৃদয় কমল তুলে, দিব তোমার পদতলে।
তুলে মনোবৃত্তি সমূলে, করিব ও পদে অর্পণ ॥
ষোড়শ উপচারে, তোমারে মা পূজা ক'রে।
কুপ্রবৃত্তি রিপু নিচয়ে, দিব সব বলিদান ॥
মনেন্দ্রিয় সংযম ক'রে, বসিব আসনোপরে।
রাখিব ধ্যানেতে ধ'রে, তব রাঙা শ্রীচরণ ॥

আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, থাকিব ধারণা ধ'রে।
তা'হ'লে বল কি ক'রে, থাকিবে হ'য়ে গোপন॥
সংসার ঘোর তিমিরে, রেখেছ মা অন্ধ ক'রে।
তুমি আছ আলো ক'রে, আমায় ঘেরে মায়া আবরণ॥
কার কথা শুনিব না, বাধা বিঘ্ন মানিব না।
অন্ধকারে আর রব না, ছিঁড়িব মায়া আবরণ॥
ক'রে তোমায় দরশন, যদি যায় আমার প্রাণ।
পাইব আনন্দ ঘন, হইয়ে যাব নির্ব্বাণ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

ডুবাবে কি মা আমায় দেখাইয়ে কূল।
পৌছিতে নাহি পেরে, প্রাণ হইতেছে ব্যাকুল॥
তরঙ্গ হেরিয়া তটে, ভয়ে আমার বুক কাঁপে।
পাছে তরি যায় ছুটে, কাঁদিয়ে হই আকুল॥
কত ঝড় পেলাম পথে, ডুবিল না তরি তাতে।
আলো যে পেয়ে দেখিতে, ধরিতে না পারি কূল॥
কত হিংস্র জন্তু আসে, বেড়ায় ঘুরে পাশে পাশে।
এড়াইলাম অনায়াসে, অবশেষে তরঙ্গ এল॥
বড় ভয় হয় মনে, ভেসে যাই পাছে টানে।
তা' হলে' ত কোন ক্রমে, পাইব না কভু কূল॥
এখন গো মা দয়া ক'রে, কূলে ল'য়ে যাও মোরে।
তবেই এ ভব-সাগরে, পার হ'য়ে পাব কূল॥

নচেৎ নাহি উপায়, কি ক'রে তরি পৌঁছায়।
মনে সদা ভয় হয়, চক্ষেতে পড়িছে জল॥
এখন গো মা শীঘ্র ক'রে, দিয়ে আলো মম অন্তরে
ল'য়ে যাও কূলে মোরে, হয়েছে প্রাণ বড় ব্যাকুল॥



পূরবী—আড়াঠেকা।

বড় আশা ক'রে আছি, পাব তব দরশন।
নিরাশা করিয়া আমায়, হ'য়োনা গোপন॥
কোন্ পথে গেলে পরে, পাইবগো দেখিবারে।
যাইব সে পথ ধ'রে, ভয় না করিবে মন॥
যদি পথ হয় দুর্গম, করিয়াছি এই পণ।
যায় যাবে মম জীবন, ডরে না তাহাতে প্রাণ॥
করেছি স্থির নিশ্চয়, যেথা গেলে পাব তোমায়।
যাইতে কর্‌ব না ভয়, নিঃসঙ্গে কর্‌ব গমন॥
ভক্ত আর সাধক যত, লইয়াছে তারা যে পথ।
খুঁজিব তা অবিরত, যদি পাই তার সন্ধান॥
বাধা বিঘ্ন মানিব না, কার কথা শুনিব না।
দেহের মায়া রাখিব না, ফেলিব মায়া আবরণ॥
একাকী নির্জ্জন পথে, দণ্ড মাত্র ল'য়ে হাতে।
যাইব সাধুজন সাথে, ক'রে পথ অন্বেষণ॥
আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, থাকিব সদা ধ্যান ধ'রে।
রাখিব তোমায় অন্তরে, দিয়ে হৃদয় সিংহাসন॥

দিবা নিশি হয় মনে, খুলিয়া জ্ঞান-নয়নে।
তৃপ্ত করি মন প্রাণে, সতত হেরে চরণ॥
শেস মম নিবেদন, দিও আমায় দরশন।
সার্থক করি জীবন, থাকি হ'য়ে আত্মারাম॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

ব'লে দাও মা আমায় তোমায় পাব কি ক'রে।
হ'তেছে প্রাণ ব্যাকুল, তোমায় হেরিবারে॥
নাহি জানি স্তব স্তুতি, হৃদয়ে নাহিক ভক্তি।
মনের নাহি যে শক্তি, তব পাশে পৌছিবারে॥
আছে কেবল চক্ষে জল, এই মাত্র আছে সম্বল।
নাহি তার কালাকাল, সতত নয়ন ঝরে॥
ব্যাথিত হ'য়ে অন্তরে, ডাকিতেছি মা তোমারে।
যে ডাকে মাগো কাতরে, কৃপা তুমি কর তাঁরে॥
ব'লে কি অকৃতি সন্তান, ফিরাবেনা কি নয়ন।
বাঁচে মা কি ক'রে প্রাণ, নিরাশে যাব কি ম'রে॥
ক'রেছিলাম কত পাপ, অবিরত অনুতাপ।
দিতেছে হৃদয়ে তাপ, পারিনা সহ্য করিবারে॥
এখন গো মা ক্ষমা ক'রে, বারেক এস মম অন্তরে।
হৃদয়ে তোমারে পেয়ে, সতত রাখিব ধ'রে॥
তুমি মা জগত-জননী, এই ভিক্ষা চাই আমি।
দয়াময়ি তোমায় জানি, আছি কৃপা আশা ক'রে॥

মিশ্র কালেংড়া—আড়খেমটা।

দে মা আমায়, তোমায় ধ্যানে ধরিবারে।
হৃদয়ে করিয়া ধ্যান, ধারণ করি তোমারে॥
ধ্যানে তোমায় দেখিব, আনন্দেতে ভ'রে যাব।
অহংজ্ঞান আর না রাখিব, আমিত্ব ফেলিব দূরে॥
অত্যেন্দ্রিক দেশে যাব, বিমল কিরণ পাব।
সে আলোয় গ'লে যাব, রব না আর ভেদ ক'রে॥
সংসার ছাড়িয়া যাবে, মায়া মোহ না রহিবে।
জগৎ অন্তর্হিত হবে, সকলই যাবে অন্তরে॥
বিষয় যে বিষধরে, দংশিবে না আর আমারে।
দহিব না তার গরলে, আশা আসক্তি যাবে দূরে॥
কেবল জ্ঞান মাত্র রবে, জ্ঞানময় তোমায় দেখিবে।
জ্ঞান শেষে না রহিবে, আনন্দ উঠে অন্তরে॥
দারা পুত্র পরিজন, থাকিবে না আর তখন।
সব হবে এক প্রাণ, মিশিবে সব একাকারে॥
এক আত্মা জগতেতে, দেখিব আমি ধ্যানেতে।
থাক্‌বেনা স্নেহ দেহেতে, দেহ ভাব যাবে দূরে॥
যদি পারি ধরিবারে, রাখিব ধ্যানে অন্তরে।
দাও শক্তি কৃপা ক'রে, ধরিতে ধ্যানে তোমারে॥
এই ভিক্ষা মাত্র চাই, ধ্যানে যেন তোমায় পাই।
তোমার নিকটে যাই, প্রকৃতিরে ফেলে অন্তরে॥
কি রজনী কিবা দিন, করি যেন তোমায় ধ্যান।
থাকি হ'য়ে সদা মগন, তোমারে হৃদয়ে হেরে॥

বাহার—একতালা।

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, হয় যে মহাশ্মশান।
অবিরত হইতেছে, দেখ না পরিবর্ত্তন॥
কালবশে সবে আশে, কালই তাদের পোষে।
অবশেষে যায় ভেসে, কাল করিতেছে নিধন॥
যে কাল ব্রহ্মের শক্তি, তাঁহারে দিয়েছে মূর্ত্তি।
কালী হন মহাশক্তি, চিত্রপটে হয় রচন॥
কালের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, এড়াতে নহে সক্ষম।
তাই বুঝি ত্রিনয়ন, করিয়াছে যে স্থাপন॥
মুক্ত তাঁর কেশপাশ, অন্তরীক্ষ তায় প্রকাশ।
ভালে শশীর যে ভাস, ক'রেছে উদ্ভাবন॥
কালের করাল বদন, সকলই করে চর্ব্বণ।
তাই বুঝি দিয়ে দশন, বসায়েছে করে ভীষণ॥
কাল ফেলে সর্ব্বে নাশি', তাই করে ধরায় অসি।
মুখে দেয় অট্টহাসি, জিহ্বা করে প্রসরণ॥
জীবনাশ হয় কালে, মুণ্ডমালা দেয় গলে।
নরশির করে ঝোলে, শবে ধরায় শ্রীচরণ॥
বরণ ঘোর কাল, দেখাইতে প্রলয় কাল।
সঙ্কোচ হয় সকল, নাহি রাখে প্রসরণ॥
জীবন মুক্ত যারা হয়, কালে নাহি করে ভয়।
তাই ধরা বরাভয়, আশ্বাসিতে সাধুগণ॥
কাল হয় যার অধীন, করিবারে তারে ধ্যান।
দিয়ে তাঁহে কালীনাম, কর তাঁহারে ভজন॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

সংসার সাগরে আনিয়ে আমারে,
রেখেছ দিয়ে পাষাণ ॥
উপায় না হেরি, কি ক'রে সাঁতারি,
ক্ষণে ক্ষণে হই অচেতন ॥
আসে যকা ল'য়ে ধন, ভুলায় আমার মন।
উঠিয়ে কিন্নরীগণ, রেখে করি বেষ্টন ॥
উপায় কি করি বল, নাহি যে মনেরই বল।
যা ছিল আমার সম্বল, করিল সব লুণ্ঠন ॥
এখন আমি নিঃসম্বলে, পার হব কি ক'রে।
রহিলাম মায়ায় ঘেরে, ছিন্ন না হয় আবরণ।
এই আমার নিবেদন, হ'য়ে আমায় প্রসন্ন।
কর পথ প্রদর্শন, করিতে বাহিরে গমন ॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

তব পশ্বালয়ে, এ বিশ্ব মাঝারে,
রেখেছ মা বদ্ধ ক'রে ॥
আপন পতিরে, রক্ষার ভার দিয়ে,
রেখেছ তাদের পতি ক'রে ॥
আছে পশু কত শত, কেহ কৃষ্ণ কেহ শ্বেত।
কেহ তাম্র, কেহ রক্ত, আছে কত রং ধ'রে ॥
কেহ খর্ব্ব কেহ দীর্ঘ, কেহ কৃশ, কেহ পুষ্ট।
কেহবা হয় মিশ্রিত, আছে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ॥

কেহবা হয় ষট্‌পদ, কারে বা কর চতুষ্পদ।
কারে আন দিয়ে দ্বিপদ, কারে বা হীন পদ করে॥
কেহবা বাক্য করে, কেহ কেবল বদ্ধ করে।
কেহবা চীৎকার করে, কেহ বৃক্ষে গান করে॥
তোমারই অনন্ত লীলা, কে বোঝে তোমার খেলা।
সকলই ভূতেরই মেলা, নাচাইছ সব ভূতেরে॥

কালেংড়া—ঢিমে তেতালা।

এখন কেন গো মা, রাখিলে আঁধারে।
পথ যে নাহি পাই, যাইব কি ক'রে॥
বসিয়ে পথ মাঝারে, মা মা ব'লে ডাকি কাতরে।
সতত এই মনে ক'রে, যদি লন কৃপা ক'রে॥
একাকী এসেছি পথে, কেহ নাহি আসে সাথে।
পড়েছি ঘোর বিপাকে, ঘেরেছে ঘোর তিমিরে॥
যদি গো মা মম অন্তরে, দাঁড়াও একবার আলো ক'রে।
পাই পথ দেখিবারে, যাই সেই পথ ধ'রে॥
করিয়া মা সযতন, করি পথ অন্বেষণ।
পেলাম না ত এখন, ভয় হয় অন্ধকারে॥
একবার মনে করি, এই পথে যাত্রা করি।
প্রাণ যে উঠে শিহরি', পথে বিভীষিকা হেরে॥
এখন পেয়েছি ভয়, দাও মা বাণী অভয়।
ধৈর্য্য যে আর নহি রয়, নিরাশ আসে অন্তরে॥
দেখি যে মম সাধনা, কিছুই ত হয় না।

মন করে প্রতারণা, সাধনা হয় কি ক'রে ॥
আমি যে মা শরণাগত, ভজন সাধন নাহি জ্ঞাত।
কৃপা ক'রে আমায় পথ, দাও আঁখি দেখিবারে ॥
দাও গো আমারে জ্ঞান, নাশ মম মায়াভ্রম।
খুলে দাও জ্ঞান-নয়ন, যাই আমি পথ ধ'রে ॥
মনে হয় বড় আশ, ক'র না আমায় নিরাশ।
পাইলে তব আশ্বাস, থাকিব চরণ ধ'রে ॥
ফেলিতে আর পারিবে না, কভু আমি ছাড়িব না।
না থাকিলেও সাধনা, কৃপাবলে যাব ত'রে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

অন্তিম সময়ে তারা, ডাকি মা তোমারে।
বারেক উদয় হও, আমার অন্তরে ॥
আমার দিন পূর্ণ হ'ল, শমন আসি দাঁড়াইল।
তার দূত আমায় ঘেরিল, বাঁধে আমারে জোরে ॥
যদি মা তোমারে দেখি, তার ভয় নাহি রাখি।
তোমারে হৃদয়ে রাখি', থাকি মা তোমারে ধ'রে ॥
ক'রেছিলাম কত পাপ, মনেতে আসিছে ত্রাস।
যদি মা বারেক এস, ফেলি সবে ভস্ম ক'রে ॥
নির্ভয় হ'বে অন্তর, ভয় না থাকিবে কার।
অভয় বাণী পাব তোমার, যাইব ভবেতে ত'রে ॥
এই মা মম মিনতি, ডাকিতে নাহিক শক্তি।
যদি গো মা দাও মুক্তি, ধর আমায় নিজ করে ॥

বারেক মা দেখা দাও, বাসনা মম পূরাও।
তোমারই সঙ্গেতে লও, থাকি তব পুরে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কার রমণী বামা দিগম্বরী বেশ।
বামেতে উড়িছে, বামার আলুলায়িত কেশ॥
ভালেতে জ্বলিছে শশী, কিরণ গগন-স্পর্শী।
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশি, সূর্য্য চন্দ্র হয় প্রকাশ॥
কেহ না পারে বলিতে, আসিলেন কোথা হ'তে।
স্থান আর কালেতে, হয় না তার বিকাশ॥
স্থল আর কাল যবে, প্রকাশ ছিল না ভবে।
জানে না তারা আসে কবে, কোথা হ'তে করে প্রবেশ॥
অনাদি কাল হ'তে, আছেন তিনি এ জগতে।
বদ্ধ নয় কাল সীমাতে, কাল করে না প্রকাশ॥
এ মহা শ্মশানে আসি', লইয়া করেতে অসি।
ফেলিছেন সকল নাশি', করে পুনঃ সৃষ্টি আশ॥
দিবানিশি চলে রণ, নাশি' স্থাবর জঙ্গম।
আসা যাওয়া পুনঃ পুনঃ, সঙ্কোচ আর প্রকাশ॥
বামা যে হন মহাশক্তি, কেহ বলে তিনি প্রকৃতি।
পাইয়া যে ব্রহ্ম জ্যোতি, সৃষ্টি করেন বিকাশ॥
স্থূল বুঝাইবার তরে, পদতলে ধরে শঙ্করে।
কালে আছেন তিনি ধ'রে, কালী নামে হন প্রয়াস॥
সে বামারই চরণ, হৃদয়ে কর ধারণ।
সমর্পিয়ে মন প্রাণ, পাও মুক্তির প্রকাশ॥

যে চরণ পরশে শব, যায় যে হইয়া শিব।
সদা চিন্তা কর পদ, ছিন্ন হবে ভবপাশ॥
সে পদ মঙ্গলময়, সদাশিব সদা রয়।
পাতিয়ে রাখ হৃদয়, হইবেন তাতে প্রকাশ॥
প্রকাশ হইলে পরে, অন্তরে দেখিলে তাঁরে।
আসিবেনা আর ফিরে, সিদ্ধ হবে মন আশ॥

পিলু—ঝাঁপতাল।

কত রূপে কত খেলা, কর গো মা এ সংসারে।
অনাদি কাল হ'তে, শক্তি রূপে ব্যাপ্ত চরাচরে॥
তব খেলা বুঝিবারে, সাধ্য না দাও কারে।
খেলিতেছ কি প্রকারে, কে বল বুঝিতে পারে॥
সত্যযুগে শুম্ভরণে, নাশিলে অসুরগণে।
মত্ত হ'লে মধুপানে, দাঁড়ালে শঙ্কর পরে॥
ত্রেতাতে শক্তি দিয়ে রামে, বধ করালে দশাননে।
নাশিলে রাক্ষসগণে, সবংশে ধ্বংস কর তারে॥
দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র রণে, আনিয়ে রাজন্যগণে।
বধিলে সকলে প্রাণে, ভূভার লাঘব ক'রে॥
কলিতে শত শত জাতি, দ্বেষে পরস্পর প্রতি।
কৌশল ক'রে নানা জাতি, কত প্রাণ নাশ করে॥
আবার অন্নপূর্ণা হ'য়ে, রক্ষা কর অন্ন দিয়ে।
পালিছ জীব-নিচয়ে, রাখ তাদের রক্ষা ক'রে॥
সৃজন পালন সংহার, সকলই শক্তি তোমার।
সর্ব্বত্রেতে তব কর, প্রকাশ নানা আকারে॥

কত নাম ধর গো মা, কে গণিতে পারে।
বিশ্বেতে প্রকাশ তুমি, কত যে আকারে॥
শক্তির খেলা বিশ্বেতে, চলিতেছে সর্ব্বত্রেতে।
কেহ কি পারে চলিতে, তোমারে মা নাহি ধ'রে॥
জগতেতে ব্যাপ্ত তুমি, আছ হ'য়ে অন্তর্যামী।
তব বলে সর্ব্বপ্রাণী, কার্য্য করে চরাচরে॥
যে ভার দিয়াছ যারে, সেইমত কার্য্য করে।
কার্য্য ফল ভোগ করে, এড়াইতে নাহি পারে॥
এ যে মা কি বিধান, রেখেছ ক'রে নিয়ম।
সীমাবদ্ধ মম মন, বুঝিবে তোমায় কি ক'রে॥
দিয়াছ ইচ্ছা স্বাধীন, গ'ড়েছ দিয়া ত্রিগুণ।
যে করে কার্য্য যেমন, ফল তেমন ভোগ করে॥
জানিনা তোমার বিধি, আমার নাহিক বুদ্ধি।
দিবানিশি চাই সিদ্ধি, আছি সিদ্ধ হবার তরে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

মা আমার অষ্টপাশ, ছিঁড়ে দিয়েছে।
জাতি কুল নাম যশ, সব ছেড়ে গিয়েছে॥
ছিলাম আমি গৃহবাসী, কল্লেন আমায় সন্ন্যাসী।
এবার হব কাশীবাসী, দণ্ড আমার সার হয়েছে॥
ঘুর্‌ব আমি দেশে দেশে, যাইব সন্ন্যাসী-বেশে।
ভক্তদলে যাব মিশে কল্পনা আমার হয়েছে॥

ব্রহ্মচারী আর গৃহী, বানপ্রস্থ আর ভিখারী।
আশ্রম চারি হেরি, মন হ'তে সব গিয়েছে ॥
পেয়েছি আমি আত্মজ্ঞান, করিব তাঁর সাধন।
কি কর্‌বে আমার আশ্রম, সকলই যে শেষ হয়েছে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আনিয়া মা এ সংসারে, কেন কষ্ট দাও মোরে।
ছাড়িব না আমি তোমায়, ডাকিব সদা কাতরে ॥
ত্রিতাপ দিয়েছ জ্বেলে, তাই সদা প্রাণ জ্বলে।
নির্ব্বাণ না হয় জলে, সতত দহন করে ॥
ফেলিছে আমারে পিশি', কি দিবস কিবা নিশি।
হেরে তোমায় হই সাহসী, ডাকি কেবল মা মা ক'রে ॥
পায়েতে যে দিয়াছ বেড়ি, খুলিতে যে নাহি পারি।
মন অস্তি ভেদ করি', পশে গিয়ে মম অন্তরে ॥
প্রবৃত্তি দিয়ে আমারে, পাঠালে সমুদ্র-পারে।
ধন উপার্জ্জন তরে, শেষে ডুবালে সাগরে ॥
যাহাতে আসক্তি ছিল, সব তাহা ধুয়ে গেল।
চক্ষু অন্ধকার হ'ল, নানা পীড়ায় দেহ ঘেরে ॥
প্রবৃত্তি ফিরায়ে দিলে, সাধন পথে আনিলে।
পথ মাঝে ফেলে গেলে, বল যাইব কি ক'রে ॥
পথে ব'সে আমি কাঁদি, ভাবি তাই নিরবধি।
এ কেমন তোমার বিধি, দেখনা মা আশ্রিতেরে ॥

কি উদ্দেশে এনেছিলে, কেন বা নিষ্ঠুর হ'লে।
ফেলিয়া গেলে অকূলে, উঠিতে না পারি পারে॥
এখন মাত্র নিবেদন, করিতে দাও সাধন।
ফেলে দিয়ে বাধা বিঘ্ন, থাকি মা চরণ ধ'রে॥

পিলু—আড়খেমটা।

বল গো মা একি হেরি তব আচরণ।
কাঁদিয়া ধূলায় লুটি, দেখ না কখন॥
সন্তানের শিশুকালে, মায়েতে লহেন কোলে।
তুমি ত মা কোন কালে, আমারে দিলে না স্থান॥
একাকী আনিয়া মোরে, ফেলে দিলে এ সংসারে।
আর ত দেখ না ফিরে, আছে কি গেছে জীবন॥
সন্তান বালক থাকে, মায়ে শিক্ষা দেয় তাকে।
কোন শিক্ষা তুমি আমাকে, করিলে না কভু দান॥
যদি গো মা শিক্ষা দিতে, রত হতেম না পাপেতে।
থাকিতাম তব সেবাতে, থাকিতাম ধ'রে ওচরণ॥
শিক্ষার অভাবে মাতঃ, প্রবৃত্তি এল শত শত।
দিতেছে আমারে তাপ, জ্বলে প্রাণ রাত্রদিন॥
ধর্ম্মেতে না হ'ল মতি, না আসিল প্রেম ভক্তি।
জানি না কি হবে গতি, যখন যাবে জীবন॥
এখন কাল নিকট হ'ল, কোথায় যাইব বল।
ভাবিয়া হই ব্যাকুল, ভরসা কেবল ওচরণ॥

এখন গো মা কোলে ল'য়ে, সান্ত্বনা দাও আমারে।
দেহ ত্যজি' চরণ ধ'রে, এই আমার আকিঞ্চন॥
এ সংসারে ভোগের তরে, পাঠায়ে দিও না মোরে।
ওচরণে স্থান পেয়ে, করিব চির বিশ্রাম॥

বাহার—একতালা।

এ বিশ্ব শ্মশান, ভয়ঙ্কর ভীষণ।
মহাকাল দিবা নিশি, করিতেছে বিচরণ॥
মহাকাল যার অধীন, মহাকালী তাঁর নাম।
সংহার আর সৃজন, করিতেছেন রাত্রি দিন॥
চতুর্দ্দিকে প'ড়ে শব, উঠে মহা কলরব।
সব হইবে নীরব, প্রলয় হবে যখন॥
চারি পার্শ্বে শব প'ড়ে, স্থাবর জঙ্গমে মরে।
কেবা নিবারণ করে, শোনে না কভু বারণ॥
ডাকিনী যোগিনী কত, নাচিতেছে অবিরত।
বহে যে রুধির স্রোত, শিবাগণ করে পান॥
মিলিয়ে সব ভূতগণ, করে সবে আনয়ন।
হ'য়ে আবার ভিন্ন ভিন্ন, নাশ করে সর্ব্বপ্রাণ॥
এ হেন শ্মশান মাঝে, এক মাত্র সদা বিরাজে।
যে জন তাঁহারে ভজে, ভয় না করে কখন॥

মেঘ মল্লার—একতালা।

এস গো মা এস এস আমার ভবন।
সাজাইয়ে রাখি গৃহ, করিয়া যতন॥

সহস্র সরোজপরে, বসাইয়া রাখি শঙ্করে।
থাকেন শিব শক্তি ধ'রে, জীবের মুক্তি কারণ॥
নিম্নে আজ্ঞাচক্রে আসি', রুদ্র হ'য়ে আছেন বসি'।
তাহে থাকে মন পশি', চিত্ত করে বিনোদন॥
কণ্ঠে গরল চিহ্ন, সরোজী হয় ধূম্রবর্ণ।
ক'রে আকাশ আকর্ষণ, হর-গৌরী হয় মিলন॥
অনাহতে যে সরসী, কুসুম বর্ণেতে ভাসি'।
উঠিছে আনন্দ আসি', জীবেরে দিতেছে জ্ঞান॥
হৃদয়ে সপ্ত কমল, অন্তর করিছে আলো।
তেজ দীপ হয় সম, চামর হয় পবন॥
নাভি কূপ অভ্যন্তরে, শোভে পদ্ম নীলাকারে।
চতুর্মুখ হংসোপরে, মহাকাল বর্ত্তমান॥
যোনিমূলে স্বাধিষ্ঠান, নারায়ণ তাহে শয়ান।
কমল জলেতে মগ্ন, শোভে চক্র বরুণ॥
চতুর্দ্দল মূলাধারে, রক্তবর্ণে শোভা করে।
স্বয়ম্ভু তার উপরে, রহে সত্ত্ব রজ তম॥
তব পদ সেবিবারে, রাখিয়াছি দুই করে।
দশ ইন্দ্রিয়েরে রাখি দ্বারে, সেবিতে তব চরণ॥
নবদ্বার গৃহে এস, হৃদয়-কন্দরে বস।
দেখা আমায় দিও শেষ, যখন হবে চরম॥

সুরট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

তোমারই কৃপাতে মাগো, পাইয়াছি এ জীবন।
আনিলে জানিনা, সাধিতে কি প্রয়োজন॥
সত্য বটে দিলে প্রাণ, দিলে না আমারে জ্ঞান।
কি ক'রে করিব সাধন, কি ব'লে যাইব পুনঃ॥
সংসারে আনিয়া মোরে, দিলে পুত্র পরিবারে।
কামিনী কাঞ্চন ভারে, ব্যাকুল হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ॥
করিতে তব সাধনা, মন যে কথা মানে না।
কেন যে এ বিড়ম্বনা, বুঝিতে না পারে মন॥
অনিত্য খেলনা পেয়ে, মন যায় সদা ধেয়ে।
রহে যে অচেতন হ'য়ে, বৃথা কাটিল জীবন॥
বুঝিলাম না প্রয়োজন, আনিলে মা কি কারণ।
হ'ল না যে আমার জ্ঞান, হ'ল না যে সাধন॥
এখন গো মা ডেকে ল'য়ে, রাখ গো মা নিজালয়ে।
দিও না আর পাঠাইয়ে, হ'তে সংসারে দহন॥

———

কালেংড়া—কাওয়ালী।

তুমি গো মা আশ্রয় মম, দুস্তর এ সংসারে।
তুমি না তারিলে তারা, এ সঙ্কটে কেবা তারে॥
তব চরণ দুখানি, অপূর্ব্ব ভব-তরণী।
পার হব নিশ্চয় জানি, তাই গো মা আছি ধ'রে॥
এখন গো মা গেছে জানা, ও চরণ ছাড়িব না।
দিয়ে আমায় কৃপাকণা, নিস্তার ভব-সাগরে॥

হৃদে হিংসা দ্বেষাদি, দলিতেছে নিরবধি।
তাহারা হইল বাদী, যাইতে ভবের পারে ॥
তুমি যে ভরসা মম, তাই লয়েছি শরণ।
ক'রে কৃপা বরিষণ, লইবে ব'লে পর পারে ॥
এখন গো মা দয়া ক'রে, ডুবাও না এ সংসারে।
ধরিয়ে আশ্রিতে করে, পার ক'রে দাও সাগরে ॥
হেরে সাগর ভীষণ, আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ।
দাও দাও মা চরণ, পারিনা অপেক্ষা ক'রে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মা আমার সাধনা যে হ'ল না।
আসিলাম গর্ভ হ'তে, আর যেতে পাল্লাম না ॥
কাঙ্গারু শিশু যেমন, ভীত হইলে তার প্রাণ।
গর্ভে করে পলায়ন, আমার তা'ত হ'ল না ॥
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, সম্মুখে দেখি শমন।
রয়েছে ভব-বন্ধন, ছাড়াতেও পারি না ॥
পূরে আমায় কারাগারে, রাখিয়াছে অন্ধ ক'রে।
রহিলাম অন্ধকারে, আলো কৈ পেলাম না ॥
পাই না যে চেষ্টা ক'রে, যাইতে গবাক্ষ দ্বারে।
পাব পথ যে কি ক'রে, ভাবিয়া কিছু পাই না ॥
ঘোর মায়া তিমির এসে, বেঁধেছে আমারে পাশে।
ফিরিতে না দেয় পাশে, কি করিব তা'ত জানি না ॥

তবে যদি কৃপা ক'রে, আমারে মা করে ধ'রে।
লহ গো বাহির ক'রে, প্রকাশিয়া করুণা॥
তবেই বাহিরে যেতে, পারি আমি পলাইতে।
নচেৎ কারাগারেতে, ভুগিতে হবে যাতনা॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কত রূপ ধর গো মা, এ বিশ্ব মাঝারে।
দশ মহাবিদ্যা রূপ, বর্ণে তন্ত্রসারে॥
যোগেন্দ্র পুরুষবরে, বিবেক-অহি রহে ঘেরে।
তার শক্তি তদুপরে, রহে স্ত্রী-মূর্ত্তি ধ'রে॥
শক্তি কালী নাম ধরে, জ্ঞান অসি ধরে করে।
কাম-ক্রোধাদি ছেদ করে, আছেন মুণ্ডমালা প'রে॥
অর্দ্ধ বিকাশ পদ্মোপরে, ছিন্নমস্তা রূপ ধরে।
নিজ মুণ্ড কেটে করে, রাখেন মুণ্ড নিজে ধ'রে॥
দুই পার্শ্বে দুই নারী, বদন ব্যাদান করি'।
লইতে রুধির ধরি', নিজ মুণ্ডে এক ধারে॥
ত্রিভুবনে দেন চৈতন্য, নাশ করেন অহং জ্ঞান।
ক'রে নিজ মুণ্ড ছেদন, জীবের শিক্ষার তরে॥
কে বোঝে তাঁর লীলা, কত রূপে করেন খেলা।
যাতে ভব হন বিহ্বলা, অজ্ঞানী কি বুঝিতে পারে॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

এই কিগো মা ছিল তোমার মনে।
ফেলিবে আমারে এনে সংসার-বন্ধনে॥
বাঁধিয়া রাখিয়া মোরে, যন্ত্রণা দিবে অন্তরে।
জানাইব বল কারে, কাঁদিতেছি ব'সে নির্জ্জনে॥
মা যদি সন্তানে মারে, কাঁদে শিশু মা মা ক'রে।
মা যদি গো নাহি ধরে, সান্ত্বনা কে দিবে প্রাণে॥
যে রশি দিয়াছ ঘেরে, অস্থি মজ্জা ভেদ ক'রে।
মস্তিষ্কেতে টান ধরে, হৃদয় পোড়ে আগুনে॥
শীতল করিতে তায়, দেখি না কোন উপায়।
কাতরে ডাকি মা তোমায়, পড়ি গিয়ে ও চরণে॥
যদি তুমি নাহি দেখ, যাইবে না মম দুঃখ।
নিয়ত দহিছে বুক, জ্বলিবে তার দহনে॥
এখন গেরো খুলে দিয়ে, চল মা আমারে ল'য়ে।
তব স্থানে থাকি গিয়ে, হেরি তোমায় নয়নে॥
চতুর্ব্বর্গ ফল পাব, সংসারে আর না ফিরিব।
চরণ সদা সেবিব, থাকিব কৈবল্য ধামে॥

———

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

তাই ডাকি মা কাতরে তোমারে।
জগতেতে কেহ নাই দেখিবারে আমারে॥
চক্ষে না দেখিতে পাই, পারি না যেতে কোন ঠাঁই।
তাই সকলে সুধাই, পাব মায়েরে কি ক'রে॥

রাখিলে মা অন্ধ ক’রে, দেখিতে না পাই তোমারে।
কি ক’রে যাইব ঘরে, ঘেরিছে ঘোর তিমিরে॥
কি করিয়ে প্রাণ রাখি, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
সকলই শূন্যময় দেখি, হুতাশে নয়ন ঝরে॥
সব দেখি অন্ধকার, সম্মুখে মহাসাগর।
জানি না যে সাঁতার, কি ক’রে যাইব পারে॥
মনে করি ভ্যালা পেলে, দিব আমি পাল তুলে।
পৌছিয়া যাইলে কূলে, দেখিব সদা তোমারে॥
কাঁদিয়া উঠিব কোলে, পারিবে না দিতে ফেলে।
যদি আমায় দাও ফেলে, থাকিব চরণ ধ’রে॥

খট ভৈরব—যৎ।

ভয় কেন করিতেছ মন, মা তোমায় দেখেন সর্ব্বক্ষণ।
মায়ের কোলে শুয়ে, তুমি আছ রাত্র দিন॥
কভু মা ছাড়া যে নহে, পালিছেন তোমারে স্নেহে।
কি অরণ্যে, কিবা গেহে, করিছেন সদা পালন॥
তুমি সেবা নাহি কর, ভুলেও না মনে ধর।
তবু জেনরে মায়ের, হয় না ন্যূন কখন॥
সর্ব্বসময় সমান, দেখিছেন নিজ সন্তান।
তুমি কুসন্তান হ’য়ে, মাতৃ-আজ্ঞা নাহি ল’য়ে।
তাঁর তুমি বিদ্রোহী হ’য়ে, ভাবনা তাঁয় কখন॥
জ্ঞান সুদর্শন ধ’রে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক’রে।
ভাবিয়ে হৃদয়ে তাঁরে, চরণ সদা কর ধ্যান॥

মিশ্র কালেংড়া—কাওয়ালী।

যা ইচ্ছা তোমার তারা, কর মা আপনি।
তুমি ধাতা, তুমি পিতা, তুমি জগত-জননী॥
তুমি ব্রহ্ম ইচ্ছা শক্তি, মায়া বেদান্তের উক্তি।
সাংখ্যের হও প্রকৃতি, আছ হ'য়ে বিশ্বরূপিণী॥
আনিলে আমারে ভবে, জানিতাম রাখিবে পদে।
কি সম্পদে, কি বিপদে, তারিবে আমায় তারিণী॥
এখন মা আঁখি মুদিলে, কর্ম্মফলে ফেলে দিলে।
অগাধ জলে ফেলে দিলে, রক্ষার উপায় নাহি জানি॥
দেখি সব অন্ধকার, নাহি চক্ষু দেখিবার।
যদি কৃপা নাহি কর, কে দিবে আশ্বাসবাণী॥
কি হবে রাখিয়া প্রাণ, যদি না হ'ল সাধন।
ভব পীড়ায় করে পীড়ন, লও মা আমারে টানি'॥
দিবানিশি পীড়ার দায়ে, শান্তি না পাই হৃদয়ে।
মা আনন্দময়ী হ'য়ে, নিরানন্দ দিবস রজনী॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

অসীম তব মহিমা, কে বুঝে এ চরাচরে।
হীনবীর্য্য জীব সব, কি ক'রে তোমারে ধরে॥
হাস্য রৌদ্র এক স্থানে, কে কবে হেরে নয়নে।
সত্ত্ব আর তম গুণে, একত্রে কভু নাহি ধরে॥
অট্ট অট্ট মুখে হাসি, প্রকাশে আস্যে মৃদু হাসি।
বাম হস্তে ভীষণ অসি, দক্ষিণে বরাভয় ধরে॥

জগতজননী হ'য়ে, রাখেন জীবে পালিয়ে।
আর জীবে ভয় দেখাইয়ে, ধরেন মূর্ত্তি ভয়ঙ্করে॥
সংসার ভীষণ শ্মশান, বুঝাইতে জীবগণ।
কাটা মুণ্ড গলে ধারণ, নরশির ধ'রে করে॥
ভুবনমোহিনী যিনি, রহেন সদা উলাঙ্গিনী।
কভু হ'য়ে কুণ্ডলিনী, শোভা করেন মূলাধারে॥
ত্রিনয়নে জ্যোতি খেলে, রুধিরধারা জিহ্বামূলে।
শঙ্কর যে পদতলে, সতী নাম চরাচরে॥
রুধিরাক্ত কলেবর, মেখলায় ছিন্ন কর।
দন্তে পিশিয়ে অধর, কেশ রাশি বামে উড়ে॥
কিরীট মস্তকোপরে, বেড়ান বামা নৃত্য ক'রে।
অনন্ত শক্তিরে ধ'রে, আছেন বিশ্ব রক্ষা ক'রে॥



মিশ্র ললিত—কাওয়ালী।

কত রঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, আসে শিবদূতগণ।
ডাকিনী যোগিনী, আর হইল ধাবমান॥
মা শক্তি করেন দান, করে রণ যোদ্ধৃগণ।
ছুটে রক্ত-প্রস্রবণ, মৃতদেহ অগণন॥
আনন্দেতে শিবদূত, রুধির পানে উন্মত্ত।
ডাকিনী যোগিনীর নৃত্য, দেখিয়া মহাশ্মশান॥
দেখ না গৌণ কারণ, নিমিত্তে রহে নয়ন।
ভাবে না কেন হয় রণ, সকলই তাঁর ইচ্ছাধীন

ভূভার হরিবার তরে, প্রবৃত্তি দেন মানবেরে
নাশিতেছে পরস্পরে, সবে হারাইয়া জ্ঞান ॥

কীর্ত্তন।

নাচ নাচ গো মা আমার হৃদয়াঙ্গনে।
বাজিবে অনাহত বাদ্য, তাল মান লয় সনে ॥
মম হৃদয় পাষাণ, পরশিলে ও চরণ।
ভক্তিবারি প্রস্রবণ, উঠে ভ'রে যাবে প্রেমে ॥
তোমার চরণ ভারে, প্রবৃত্তি পালাবে দূরে।
হিংসা দ্বেষ অসুরে, বধ গো জীবনে ॥
হেরে তব করে অসি, পালাবে পাপ রাক্ষসী।
ভস্ম হবে বাসনা রাশি, জ্ঞান-নয়ন আগুনে ॥
বদন ব্যাদান ক'রে, তৃষ্ণা আসে গ্রাসিবারে।
ভীত হ'য়ে আছি অন্তরে, প'ড়ে রহি ও চরণে ॥
কাটা মুণ্ড করে দেখে, ভয় হবে তার বুকে।
অট্ট হাসি দেখে মুখে, আসক্তি মরিবে প্রাণে ॥
মুণ্ডমালা কণ্ঠে হেরে, লোল জিহ্বা দেখে বাহিরে
কাম ক্রোধ যাবে দূরে, পালাবে সব রিপুগণে ॥
বরাভয় করে দেখে, মন হংসী ভাস্‌বে সুখে।
শান্তি সলিলে থেকে, আনন্দ পাবে বিচরণে ॥
এখন গো মা দয়া কর, হৃদে আসি নৃত্য কর।
আলো কর মম অন্তর, তোমার দিব্য কিরণে ॥

খট ভৈরবী—যৎ।

আর বল গো মা তোমার কাছে কাঁদ্‌ব কত দিন।
রাখিলে অজ্ঞান ক'রে, আমায় সর্ব্বক্ষণ॥
না হ'ল জ্ঞানোদয়, নহে সাধন চতুষ্টয়।
অষ্টাঙ্গ যোগ নাহি হয়, হ'ল না তন্ত্রমতে সাধন॥
সাধনা বৈষ্ণব মত, তার শাখা কত শত।
সৌর শৈব গাণপত্য, বৌদ্ধ আর আছে জৈন॥
হিন্দু ধর্ম্ম সনাতন, ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ।
খৃষ্টান আর মুসলমান, আরও দেখি জোরাষ্ট্রিন॥
পথ বটে ভিন্ন ভিন্ন, ধরিতে যায় একজন।
সেটা কেবল রুচির ভ্রম, শেষে পৌছে এক স্থান॥
পথ বলে শত শত, নহি আমি অবগত।
জানি কেবল তোমায় মাতঃ, তুমি মোর সাধন ভজন॥
মা শব্দ অতি কোমল, মা মা ব'লে ডাকি কেবল।
পাইব তাহে কৈবল্য, তাই ধ'রে আছি চরণ॥

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, তুমি বিশ্ব মাঝারে।
তব ইচ্ছায় সরসী ভাসে, ফুটে অতল সাগরে॥
ব'সে তুমি তরুপরে, গ্রাসো করী করে ধ'রে।
ফেল তারে উদ্গার ক'রে, বেড়াইছ খেলা ক'রে॥
রক্তবীজ সংহার তরে, ক্ষিতিতে জিহ্বা বিস্তারে।
আরক্ত হও কলেবরে, ফেলিলে তারে নাশ ক'রে॥

শঙ্করে ভয় দেখাইয়ে, এলে দশমহাবিদ্যা হ'য়ে।
মস্তক যে ছিন্ন ক'রে, রুধিরধারা দাও তারে॥
জগতে জীবেরে এনে, ঘেরো মায়া-আবরণে।
আবার তুমি ভাগ্যবানে, দাও জ্ঞানে সিদ্ধ ক'রে॥
ব্রহ্ম শক্তি হও তুমি, চেতন কর সর্ব্বপ্রাণী।
স্তব স্তুতি নাহি জানি, দিও মা উদ্ধার ক'রে॥

টোড়ী-ভৈরবী—কাওয়ালী।

নাচ নাচ গো মা, আমার হৃদয়-শ্মশানে।
গোপনে একাকী আমি, দেখিব নয়নে॥
যদি আমি থাকি শব, পরশিলে রাঙা পদ।
হইয়া যাইব শিব, চরণ রেণুর গুণে॥
যদি জড়াতে পারি পদ, হইবে মম সম্পদ।
একাকী কেন বল ভব, অধিকারী হন চরণে॥
জগতেরই যত জীব, সবারই হয় সম্পদ।
থাকে না কভু বিপদ, পড়িলে ও শ্রীচরণে॥
শেষ আমার নিবেদন, স্পর্শে মা ও চরণ।
সার্থক হোক্ জীবন, মুক্ত হই এ জনমে॥
জীবন মুক্ত হ'য়ে যাই, যদি ও চরণ পাই।
থাকি গিয়ে তব ঠাঁই, আসি না আর এ ভুবনে॥

ভৈরব—একতালা।

ভুলালে মা আমায়, আনিয়া কি এ সংসারে।
দারা পুত্র ধন দিয়ে, রেখেছ যে বদ্ধ ক'রে॥

যেদিকে দৌড়িয়া যাই, দ্বার রুদ্ধ দেখ্‌তে পাই।
অর্গল খুলিতে চাই, ফেলে দেয় যে অন্তরে॥
খুলিবারে চেষ্টা করি, অমনি পরায় বেড়ী।
সাধ্য নাই নাড়িবারই, রেখে দেয় অন্ধকারে॥
পালাবার চেষ্টা করিলে, রশি যে দেয় গলে।
আমায় নিয়ে কত খেলে, ফেলে আমায় অন্ধ ক'রে॥
হারাইয়ে ফেলি জ্ঞান, কেবল হয় আকিঞ্চন।
কি ক'রে করি ধন উপার্জ্জন, রাখি তাদের তুষ্ট ক'রে॥
সাধিতে কি প্রয়োজন, দিলে গো আমারে জন্ম।
করি না তোমায় স্মরণ, থাকি ভুলে যে তোমারে॥
এখন পূর্ণ হ'ল দিন, দাও মা চরণে স্থান।
করি আমি প্রাণপণ, তোমায় তৃপ্ত করিবারে॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

তোমারে বুঝিবারে জীবে, দাও নাহি জ্ঞান।
বৈষম্য জগতে দেখে, বোঝে না তার কারণ॥
জীবেরে ক'রে সৃজন, করিছ তায় পালন।
আবার সংহার প্রাণ, আসা যাওয়া পুনঃ পুনঃ॥
দিয়াছ ইচ্ছা স্বাধীন, আবার কর পরাধীন।
লঙ্ঘিলে তব নিয়ম, শাস্তি কর বিধান॥
পরম আত্মনী হ'য়ে, থাক তুমি জীবদেহে।
আবার জীব ভার ল'য়ে, কর্ত্তৃত্ব কর গ্রহণ॥

জীবে কাষ্ঠপুত্তলি মত, নাচাইছ অবিরত।
সকলই তোমারই হাত, কর যা ইচ্ছা, হয় মন॥
জীবের হও আশ্রয়, দাও তারে অভয়।
তোমাতে স্থান পায়, কাঙ্গারু শিশু যেমন॥
ভয়ে সে হইলে ভীত, মাতৃগর্ভে যায় দ্রুত।
জীব সব তেমত, আশ্রয় করে গ্রহণ॥
ইচ্ছাময়ী হও তুমি, জগতের যত প্রাণী।
তব ইচ্ছা হয় যেমনি, করাও কার্য্য তেমন॥

———

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কালী-পদে মন লহ রে শরণ।
রবে না হবে, ভব-ভয়-নিবারণ॥
ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহারে দিয়াছে মূর্ত্তি।
নাম দিয়াছে প্রকৃতি, বিশ্ব সৃজন কারণ॥
পুরুষেরে মূর্ত্তি দিয়ে, রাখে পদেতে শোয়াইয়ে।
শবে শিব নাম দিয়ে, রেখেছে ক'রে স্থাপন॥
শিব আত্মা স্বরূপ হয়, নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত কয়।
ক্রিয়া শক্তি উপচয়, হয় জগত সৃজন॥
উদাসীন দেখাবারে, যোগে রাখে মগ্ন ক'রে।
জ্ঞান-নেত্র ভালে ধরে, প্রকৃতিরে করেন ঈক্ষণ॥
জীবের মঙ্গল তরে, লন গরল পান ক'রে।
সেই বিষ কণ্ঠে ধ'রে, লন নীলকণ্ঠ নাম॥
কোন্ বর্ণ নাই তাঁহে, কল্পনা তাই শ্বেত দেহে।
ভূতনাথ নাম ল'য়ে, ভূতেতে বেষ্টিত হন॥

বিশ্বে কিছু নাই হেয়, বুঝি দেখাইতে তায়।
ভস্মমাখা দেখ দেহ, বৃদ্ধ বৃষ হয় বাহন ॥
প্রকৃতি পুরুষ মিলিল, এ বিশ্ব সৃজন হ'ল।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, হ'তে হয় উভয়ে মিলন ॥

পরজ—সুর ফাঁকতাল।

কোথা গো মা অভয়ে, অভয় দাও মা জীবেরে।
সাধু জনে রক্ষা কর, নাশিয়ে সব অসুরে ॥
করিতে ভীষণ রণ, ক'রেছ অশ্ব আরোহণ।
লয়েছ খড়্গ তীক্ষ্ণ, ধরেছ মা দুই করে ॥
অশ্বোপরি আগমন, অশ্বেতে কর গমন।
করিয়া ঘোর সংগ্রাম, উঠিয়া মা সিংহোপরে ॥
রণকালী মূর্ত্তি ধ'রে, দশবিধ অস্ত্র করে।
কার সাধ্য রক্ষা করে, তুমি বধিবে যাহারে ॥
সত্যযুগে শুম্ভরণে, নাশিলে অসুরগণে।
জিহ্বায় রুধির ধারণে, ফেল রক্তবীজ সংহারে ॥
ত্রেতায় রাবণ বধিবারে, পূজিল রাম তোমারে।
রাক্ষসকুল ধ্বংস ক'রে, দিলে লঙ্কা ছারেখারে ॥
মহামায়া দ্বাপরেতে, উঠিলে অর্জ্জুন-রথে।
করিলে রণ কুরুক্ষেত্রে, নির্ম্মূল কর ক্ষত্রিয়েরে ॥
সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধর, জীবের মঙ্গল কর।
নির্দ্দোষীরে রক্ষা কর, সকলে যে শাস্ত করে ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

জানিনা মা কি দণ্ড, আমায় করেছ বিধান।
কারাগারে আমারে আর, রাখ্‌বে আর কত দিন॥
করেছ যে কি নিয়ম, রেখেছ ক'রে কি বিধান।
জানেনা তাহা কোন জন, দেখে জগৎ কর শাসন॥
দিবানিশি খেটে মরি, পাই না তার মজুরি।
নয়ন রক্তিম করি', করে কেবল তাড়না॥
শ্রম করিতে নাহি পারি, পৃষ্ঠেতে মারে যে ছড়ি।
ঘানিতে ঘুরিয়া মরি, করিয়া ধান্য চর্ব্বণ॥
এখন গো মা কৃপা কর, খুলে দাও কারাদ্বার।
স্বাধীন হ'লে একবার, আস্‌ব না আর ফিরে পুনঃ।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

এখন ধ্যান করনারে মন, মায়েরই বচন।
পবিত্র হইয়া মনে, ভাব ব্রহ্ম সনাতন॥
মা দিয়াছেন ব'লে, ব্রহ্ম দেখিবে সকলে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে, সবে ব্রহ্ম কর দরশন॥
মা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি, প্রকৃতি সাংখ্যের উক্তি।
জগৎ করিয়া সৃষ্টি, ব্যাপ্ত আছেন সর্ব্বস্থানে॥
এখন গো মা ব'লে দাও, ধ্যান করিতে শিখাও।
তাঁরে ধরিব ধারণায়, দাও আমায় আত্মজ্ঞান।
তোমার প্রসাদ পেয়ে, রাখিব আমি হৃদয়ে।
পরম ব্রহ্মেরে ধরিয়ে, হবে আত্ম-দরশন॥

বৃথা ধরেছি কায়া, যদি না পাই পদছায়া।
করিয়া আমারে দয়া, খুলে দাও জ্ঞান-নয়ন॥
বারেক মা আলো দেখি, আনন্দ পেয়ে হই সুখী।
রয়েছি হ'য়ে চিরদুখী, দাও আমায় নিত্যধন॥
ধ্যানেতে মগ্ন রহিব, বাহ্য জগত না দেখিব।
অন্তরেতে জ্যোতি পাব, থাক্‌বে না আর অজ্ঞান॥

পরজ—ঢিমে তেতালা।

মা তুমি কেমন মেয়ে।
দাঁড়ায়ে শঙ্করপরে, শঙ্কর ঘরণী হ'য়ে॥
কে বুঝে তোমারই মায়া, তুমি যে মা মহামায়া।
আদ্যাশক্তি আর জায়া, শাস্ত্র রাখে তোমায় ক'য়ে॥
ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই হ'য়ে প্রকৃতি।
বায়ু তেজ জল ক্ষিতি, সৃষ্টি কর আকাশ হ'য়ে॥
পুরাণে তোমারে কহে, তুমি মা ব্রহ্মেতে র'য়ে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে, থাক প্রকাশ সংকোচ হ'য়ে॥
যে তোমারে জানিয়াছে, যে তোমারে চিনিয়াছে।
তার কি আর ভয় আছে, সে যে যাবে মুক্ত হ'য়ে॥

পরজ বাহার—ঢিমে তেতালা।

সকলি সম্ভব তারা, হয় যে তোমারি।
কে জানে বিশ্বে প্রকাশ, কখন কি রূপ ধরি'॥

অতল সাগর জলে, সরোজী তাহাতে খেলে।
কোথা হ'তে আসে সলিলে, বুঝিতে যে নাহি পারি॥
বসিয়া সরজোপরে, করে দুই করী ধ'রে।
ফেলিছ যে গ্রাস ক'রে, পুনঃ তাহারে উদ্গারি॥
চমকিত হয় নয়ন, ভুলিতে কি পারে মন।
জগতে আর তেমন, কোথাও আর নাহি হেরি॥
সে রূপ যে হেরিয়াছে, অহংজ্ঞান তার গেছে।
সে যে পথ পাইয়াছে, পার হ'তে ভব-বারি॥

মিশ্র টোড়ী—মধ্যমান।

সৃষ্টির কৌশল, কে বুঝিবে বল, কে বা বুঝিবারে পারে।
সীমাবদ্ধ জীব, অসীমে ধরিবে বা কি প্রকারে॥
কি উদ্দেশে সৃষ্টি হ'ল, কি জন্য বা জীব বিশ্বে এল।
কালচক্রে আবার গেল, কেন বা আবর্ত্তে ঘোরে॥
আকর্ষণ বিকর্ষণ, সৃষ্টির হয় নিয়ম।
সকলি নিয়মাধীন, বাহিরে যেতে কেবা পারে॥
জগতে যত সৃষ্ট আছে, নিয়মে সব বাঁধা আছে।
না পারে যেতে আগে পিছে, গেলে সর্ব্বনাশ করে॥
তুমি মা নিয়ন্তা হ'য়ে, দিতেছ সব চালাইয়ে।
চলিতেছে তব কৌশলে, সবি রেখেছ মা নিজ করে॥
জীবেরে পুত্তলি ক'রে, নাচাইছ এ সংসারে।
রেখেছ সূত্র নিজ করে, তব ইচ্ছাতে সে নৃত্য করে॥

তুমি যে মা ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় হয় সকলি।
জীবভাবে কর্ম্ম করি, তুমি বেড়াও কর্ম্ম ক'রে॥
বুঝিতে না পারে জীব, চেনে না তার নিজ শিব।
জ্ঞানের হয় অভাব, বুঝিতে সে নাহি পারে॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

এখন কি করবে মা, আমায় ল'য়ে।
জীর্ণ জরা প্রবেশিল, আমার দেহে॥
পাঠাইলে সেবিবারে, আমারে গো দাস ক'রে।
ফেলিলাম ভুল ক'রে, হ'ল না যা দিলে ক'রে॥
হ'লেম না কার্য্যে নিপুণ, তাহে হ'লাম বলহীন।
চলে না যে আর চরণ, অনুতাপে প্রাণ দহে॥
শীর্ণ হ'ল কলেবর, বিকল হইল কর।
উপায় নাই সেবিবার, জড়প্রায় বলক্ষয়॥
মস্তিষ্ক বিকৃতি হ'ল, চেষ্টা হইল বিফল।
ভাবিয়া হই ব্যাকুল, কি ক'রে যাইব গৃহে॥
যেতে চাই তব কাছে, কুপ্রবৃত্তি ধরে পিছে।
উপায় কেবল আছে, যদি তুমি দেখ চেয়ে॥

মালকোষ—ঢিমে তেতালা।

জগতের ধাত্রী তুমি, জীবেরে কর পালন।
কালরূপে সংহার মা, করিয়া সবে সৃজন॥

দেখাতে বল বিক্রম, গজসিংহে আরোহণ।
আয়ুধ ক'রে ধারণ, সবে রক্ষার কারণ ॥
জীব ক'রে কত কল্পনা, করে তোমার উপাসনা।
করিছে কত কামনা, না হয় তাহা গণন ॥
তোমার কত মূৰ্ত্তি ধ'রে, জগতেতে পূজা করে।
পুষ্প বিল্ব ল'য়ে করে, করে শ্রীপদে অর্পণ ॥
জীব সবে তোমায় ভাবে, কত ভাবে কত ভাবে।
কেহ বা হৃদয়ে ভাবে, মানসে কর অর্পণ ॥
কেহ বা প্রতিমা ক'রে, ধারণা করিবার তরে।
পুষ্প জল দেয় তোমারে, ছাগ মেষ করে দান ॥
তুমি যে জগত-জননী, দেখিতেছ সর্ব্বপ্রাণী।
তুষিতে আমি নাহি জানি, নাহি যে আমার জ্ঞান ॥

পরজ বাহার—ঢিমে তেতালা।

দেমা আমায় ও চরণে স্থান।
জানি না প্রারব্ধ শেষ, হইবে কখন ॥
সঞ্চিত যে ফল ছিল, তব নামে গ'লে গেল।
হৃদয় পবিত্র হ'ল, কেবল রহিল প্রাণ ॥
যে যন্ত্রণা হইতেছে, বলি বল কার কাছে।
ত্রিতাপ যে জ্বলিতেছে, অস্থির হতেছে মন ॥
প্রারব্ধ ফলের বশে, পড়েছি অশেষ ক্লেশে।
ভোগ না হইলে শেষে, হইবে না নির্ব্বাণ ॥

পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল, আমার সঙ্গ না ছাড়িল।
ভোগ শেষ না হইল, হ'ল না সে বলহীন॥
উপায় না দেখি আর, যদি কৃপা নাহি কর।
প্রারব্ধ শেষের নাই উপায়, ভাবিতেছি রাত্রদিন॥
ভেবে ভেবে হ'লাম সারা, কাতরে ডাকি মা তারা।
হব কি মা তারাহারা, অবিরল করি' রোদন॥

———

কালেংড়া—কাওয়ালী।

অব্যক্ত হইলে ব্যক্ত উঠিল শক্তি মহান্।
ব্রহ্মের শক্তি হ'ও তুমি গো মা, সৃষ্টির কারণ॥
ক্ষর হ'য়ে অচেতনে, অক্ষর রূপে চৈতন্যে।
ব্যাপ্ত হ'লে ত্রিভুবনে, জগত করে সৃজন॥
আছ তুমি সর্ব্ব দেহে, বদ্ধ নহে কারো স্নেহে।
মুগ্ধ কভু নহে মোহে, করিছ সবে পালন॥
বৈদান্তিক মায়া বলে, সাংখ্যের প্রকৃতি হ'লে।
তোমার অসীম বলে, বিশ্ব করিলে নির্ম্মাণ॥
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে, ঘেরে জীবে আবরণ।
জীব তাহা নাহি জানে, না করে তব সাধন॥
তুমি না করিলে ছিন্ন, যায় না মায়া আবরণ।
পায় না পদ পরম, হয় না কভু তার জ্ঞান॥
তুমি মা বৈষ্ণবী শক্তি, জীবেরে দাও সে মুক্তি।
জানি না আমি স্তব স্তুতি, কি ক'রে তুষি তব মন

যদি কৃপা বিতরণে, উন্মেষ কর মা জ্ঞানে।
তা'হ'লে সাধন ভজনে, কাটাই আমি এ জীবন ॥
এই করি নিবেদন, অন্তিমে দিও চরণ।
যখন যাবে জীবন, হৃদে দিও দরশন ॥

পরজ—কাওয়ালী।

আমার আর নাহি কোন ভয়।
মা যে দেখিছেন আমায় ॥
মায়ে দিলেন জীবন, করিলেন আমায় পালন।
বার্দ্ধক্যে কি কখন, ফেলে দিতে পারেন আমায় ॥
আমার দেহেতে পশি', রক্ষা করেন দিবানিশি।
কভু কাঁদি কভু হাঁসি, মায়েরি যে ইচ্ছায় ॥
আদেশ যাহা করেন, করিতেছি যে পালন।
তা'হ'লে কি তিনি কখন, হ'তে পারেন কি নির্দ্দয় ॥
আমি মায়ের মুখ চেয়ে, রেখেছি এ প্রাণ ধরিয়ে।
এখন কি ফেলে দিয়ে, ক'র্‌বেন আমায় নিরাশ্রয় ॥
ছাড়িব না মায়ের ধ্যান, থাকিব ধ'রে চরণ।
যখন হবে মরণ, হৃদয়ে হবেন উদয় ॥

সাহানা—আড়াঠেকা।

কেগো দাঁড়ায়ে শবোপরি, বিশ্ব আলো করি'।
ভীষণ শ্মশান মাঝে, দেখি বামা দিগম্বরী ॥
নীলিম মেঘেরি আভা, তাহে পড়ে ভানুর প্রভা।
দেবতারই মনোলোভা, মুগ্ধ সবে রূপ হেরি ॥

পদেতে বিজলী খেলে, চন্দ্র সূর্য্য নখমণ্ডলে।
ধক্ ধক্ অনল জ্বলে, বামার ললাটোপরি ॥
কিরীট স্পর্শে গগনে, শোভে তাহে তারাগণে।
দশদিক সে কিরণে, কি শোভা ধরে আহা মরি
শব্দ স্পর্শে হয় শিব, উঠিছে ভৈরব রব।
স্তব্ধ হ'য়ে আছে ভব, রহে যে চরণ ধরি' ॥
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে, নরমুণ্ড করে সাজে।
কাটামুণ্ড বক্ষমাঝে, বামে আছেন অসি ধরি' ॥
হেরে বেশ ভয়ঙ্করী, স্তম্ভিত যত নর নারী।
দক্ষিণে অভয়া ধরি', রাখেন আশ্বাস করি' ॥
কেহ বলে প্রলয় কাল, বুঝি উপস্থিত হ'ল।
তাই বুঝি মহাকাল, ফেলে জগত গ্রাস করি' ॥



মৈত্র কালেংড়া—একতালা।

দেখ দেখরে আজি মেলিয়া নয়ন।
কৈলাস হইতে মাতঃ, করিবেন আগমন ॥
পবিত্র সকলে হ'য়ে, সত্বর যাও রে ধেয়ে।
লহ আহ্বান করিয়ে, পাতিয়া দিয়ে আসন ॥
ধোয়াও পদ গঙ্গাজলে, রক্তচন্দন জবা ফুলে।
পূজ তাঁর পদযুগলে, ভক্তিভাবে ক'রে যতন ॥
ঘোর তম অমানিশি, ভালে শশী অট্টহাসি।
করেতে ভীষণ অসি, নাশিতে পাতকী জন ॥

মা জেন নিরাকার, আসিছেন ধ'রে আকার।
করিবারে মানবের, জেন মঙ্গল-বিধান॥
যে জন হৃদয়ে ভাবে, তার ভয় নাই ভবে।
সে যে শিব হ'য়ে যাবে, স্পর্শিয়ে তাঁর চরণ॥
অতএব বলি শুন, হ'য়ে তুমি জাগরণ।
সে রূপ কর্‌বে ধ্যান, ছিন্ন কর ভব-বন্ধন॥

মিশ্র ললিত—কাওয়ালী।

এস মা আনন্দময়ী, দাও জীবে দরশন।
সমগ্র ভারতবাসী, করে তোমায় আহ্বান॥
শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে, আসিছ মা কৈলাস হ'তে।
পুত্র কন্যা ল'য়ে সাথে, হিমালয়ে আগমন॥
কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণপতি।
ময়ূর-পৃষ্ঠে সেনাপতি, পুত্র তব ষড়ানন॥
জীবের যত বাহন, সঙ্গে আসে ভূতগণ।
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোহণ, ক'রে অহি করে ধারণ॥
দশ হস্ত প্রসারিয়ে, দশ দিক রক্ষা করিয়ে।
দশবিধ অস্ত্র ল'য়ে, মহিষাসুরে কর দলন॥
তিন দিনের তরে এলে, আনন্দে সবে ভাসালে।
বিজয়া দশমী হ'লে, হবে কৈলাসে গমন॥
সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধর, সকলের মঙ্গল কর।
ডাকে সবে হ'য়ে কাতর, পেতে আশীষ-বচন॥

ললিত বিভাস—কাওয়ালী।

নিজ গৃহে গিরি, ভানুর উদয় হেরে।
সাজান হিমালয়, কন্যারে আনিবারে॥
মেঘমালা সারি সারি, আসি রহে নিতম্বোপরি।
অঙ্গন দেয় ধৌত করি', মণি মাণিক শোভা করে॥
ফুটিল স্বর্ণ চম্পক, সাজাইল চারিদিক।
মকরন্দে আমোদিত, ডেকে আনে মধুকরে॥
শ্বেত রক্ত সরোজিনী, আর দেখ কুমুদিনী।
জ্বলিছে ফণীর মণি, দশ দিক আলো করে॥
শরতের চন্দ্রমা, ছড়াইয়ে জ্যোৎস্না।
উজ্জ্বল করে গিরিফণা, জীবমন মুগ্ধ করে॥
পার্ব্বতীয় ফুল ফুটে, গন্ধেতে মধুপ ছুটে।
তারাহার পুষ্প সাতে, সাজাইল গিরিবরে॥
মেনকারে সম্বোধিয়ে, গিরি বলেন শুন প্রিয়ে।
যাব কন্যা আনিবারে, যাইব কৈলাস শিখরে॥
মহেশেরে বুঝাইয়ে, আনিব কন্যারে ল'য়ে।
আসিবেন তিন দিনের তরে, থাকিবেন আলো ক'রে॥
কন্যা এলে জামাতারে, পাইব আপন ঘরে।
গণপতি কার্ত্তিকেরে, আনিব লক্ষ্মী সরস্বতীরে॥
থাকিবেন তিন দিন, চতুর্থে পুনঃ গমন।
রেখেছেন ক'রে নিয়ম, ভঙ্গ করিব কি ক'রে॥
কর পূজা আয়োজন, মনে রেখ অষ্টমী দিন।
কুপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয় বলিদান, ক'রে দেখাব জগতেরে॥

মহোৎসবে প'ড়ে যাবে. আনন্দে সবে মাতিবে।
আনন্দ-স্রোত বহিবে, উৎসব হবে ঘরে ঘরে ॥

টোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী।

কৈলাস শিখরে, তুষার মাঝারে, কেগো পাষাণ-নন্দিনী ?
রক্ত কোকনদ, সম তাঁর পদ, অতুল রূপ হরমনোমোহিনী ॥
জীবের দুর্গতি হেরে, আছেন দুর্গা নাম ধ'রে।
উদ্ধারিয়ে পতিতেরে, হন পতিত-পাবনী ॥
মানব মঙ্গল তরে, আছেন দশ ভুজ ধ'রে।
নাশিয়ে যে অসুরেরে, হন শান্তি-প্রদায়িনী ॥
আসিলে মাস আশ্বিন, পিতৃগৃহে তিনদিন।
করেন মা আগমন, হ'য়ে গণেশ-জননী ॥
এবার আসিলে পরে, যাইতে দিব না তাঁরে।
রাখিব হৃদয়-পুরে, ক'রে হৃদয়-বাসিনী ॥
হৃদয় কৈলাস হবে, শিবদুর্গা এক দেখিবে।
হেরে মনোবাঞ্ছা পূরিবে, ভবের সহ ভবানী ॥
পরিজনে বেষ্টিত হ'য়ে, জগতের পূজা ল'য়ে।
স্বামিসনে যান চলিয়ে, হন কৈলাস-বাসিনী ॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

ওহে গিরিরাজ আজ, সুখের দিন হায় ফুরাইল।
এত সাধের গৌরী এনে, আজ বিদায় দিতে হ'ল ॥

জগতেরই সুখ জেন, থাকে মাত্র তিন দিন।
দুঃখ রহে সর্ব্বক্ষণ, মন তাহা না বুঝিল ॥
অধৈর্য্য হতেছে মন, কাতর হতেছে প্রাণ।
উমারে করে বরণ, কি ক'রে রাখি আঁখিজল ॥
জামাতা চির ভিখারী, শ্মশানেতে বাস করি'।
গৌরী ল'য়ে বৃষ চড়ি', কৈলাসেতে যে চলিল ॥
দাও গিরি আভরণ, পরায়ে দিব্য বসন।
সাজায়ে দিব চরণ, দিয়ে চন্দন জবা ফুল ॥
উমা, ল'য়ে কন্যা সুত, আর যত শিবদূত।
সিদ্ধিপানে উন্মত্ত, হ'য়ে সকলে মাতিল ॥

মিশ্র পরজ—একতালা।

হিমালয়ে আজি সবে বিষণ্ণ বদন।
মহামায়া কৈলাসেতে করিবেন গমন ॥
ভূতনাথ ভূতসাথ, আসিয়াছেন ল'য়ে রথ।
পুত্র কন্যা তাঁর সাথ, যাইবেন নিজ ভবন ॥
জগতে আনন্দ যত, রহে কেবল ক্ষণিক।
তাহে রহে দুঃখ মিশ্রিত, রহে মাত্র তিন দিন ॥
হিমাচল অন্ধকার ক'রে, শিব সহ যাবেন চ'লে।
মেনকা বরণ ক'রে, কনকাঞ্জলি কর গ্রহণ ॥
মহামায়া আদ্যাশক্তি, জগত করেন সৃষ্টি।
রেখেছেন ক'রে স্থিতি, জীবেরে করেন পালন ॥

শিব যে মহান্ পুরুষ, দেহপুরে করেন বাস।
হইয়া বিশ্বে প্রকাশ, দেন সকলে চেতন॥
মহামায়া শিবশক্তি, মিলিয়া করেন সৃষ্টি।
পুরুষ আর প্রকৃতি হরগৌরী হইয়া মিলন॥
এখন মায়ে বিদায় দিয়ে, কি ক'রে রব প্রাণ ধরিয়ে।
কঠিন মম হিয়ে, গড়েছে দিয়ে পাষাণ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

ওরে কৃতান্ত যদি একান্ত, ল'য়ে যাবে আমারে।
বারেক বিলম্ব কর, একবার ডেকে লই তাঁহারে॥
বুঝেছি তুমি শমন, এসেছ হ'য়ে গোপন।
করিতেছ আকর্ষণ, ল'য়ে যেতে তব পুরে॥
যে লয় মায়ের শরণ, সেনা কভু ডরে শমন।
পায় সে পদ পরম, চ'লে যায় ডঙ্কা মেরে॥
মহাকাল পদানত, পদে পড়ে অবিরত।
মা তাই কালীনামে খ্যাত, বিরাজেন চরাচরে॥
মহাকালে হ'য়ে মিলিত, সৃজিলেন জীব জগত।
কালে হ'য়ে বৰ্দ্ধিত, কাল তাদের সংহারে॥
জানি বটে রে শমন, সকলই কর ভক্ষণ।
যে পায় মায়ের চরণ, ছুঁতে কি পার তারে॥
আশ্রিত বিপন্ন হ'লে, রক্ষা করেন ল'য়ে কোলে।
ধরিতে না দেন কালে, ল'য়ে যাবে বল কি ক'রে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

এ সময় তারা তোমায়, এই মাত্র নিবেদন।
চরণে পাই যেন স্থান, দিও ও রাঙা চরণ॥
আমার কাল পূর্ণ হ'ল, মরণ নিকটে এল।
এখন মন ভীত হ'ল, আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ॥
যাইবার পথ দুর্গম, অরণ্য কণ্টকাকীর্ণ।
তাহে আবার জনশূন্য, তিমিরে রাখে আচ্ছন্ন॥
মনে সদা ভাবি তাই, যাইতে তোমার ঠাঁই।
সম্বল ত কিছু নাই, করি নাই যে সাধন॥
এখন চিন্তা মনে এল, হতাশ মনে প্রবেশিল।
প্রাণ যে কেঁদে উঠিল, ফেলিল ক'রে অজ্ঞান॥
তব দয়ার নাহি সীমা, পতিতে কর করুণা।
তবে কেন আমি পাব না, কাতরে করি রোদন॥
বাড়ায়ে দাও চরণ, রাখি বক্ষে করি' ধারণ।
পরশিয়ে ও চরণ, মুক্ত হ'য়ে করি গমন॥

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

কেন মা হ'লে আমায় এত নিদারুণ।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড, ক'রেছ বিধান॥
আঁখি-তারার প্রভা গেল, দৃষ্টিশক্তি হ'রে নিল।
সব অন্ধকার হ'ল, বিষাদে ডুবিল প্রাণ॥
অন্তরে আলো না উঠিল, সেথা অন্ধকার হ'ল।
বাহ্য ভিতর না রহিল, ঘেরিল সকল তম॥

কি পাপ করিয়াছিলাম, সন্ধান তার না পাইলাম।
এখন ভেবে আকুল হ'লাম, অসহ্য হ'ল জ্বলন॥
পাপের যে নাহি সীম, এখন ত দিলে না জ্ঞান।
করিলে না নিবারণ, করিলাম আমি যখন॥
পাপ ক'রেছি রাশি রাশি, তাই এ দুঃখেতে ভাসি।
কখন নাই মুখেতে হাসি, সদা বিষণ্ণ বদন॥
জানি না স্তব স্তুতি, হ'ল না কেবলা ভক্তি।
কি ক'রে পাইব মুক্তি, ভাবিয়া না পায় মন॥
যদি কৃপা নাহি কর, আমার দুঃখের নাহিক পার।
যদি মোরে নাহি নিস্তার, নিশ্চয় যাবে জীবন॥

ভৈরবী—একতালা।

তোমার অনন্ত লীলা গো মা কে বুঝিতে পারে।
বিশ্বেতে খেলিছ কত, যোগমায়া নাম ধ'রে॥
কারে দাও মা সিংহাসন, কারে খাওয়াও ভিক্ষান্ন।
কারে কর যোগফল দান, কারে রাখ মায়ায় ঘেরে,॥
কার কর জ্ঞান বিকাশ, হৃদয়ে হ'য়ে প্রকাশ।
কারে কর মা হতাশ, দাও রেখে অন্ধকারে॥
কারে দাও গো বিবেক বল, ত্যাগ ক'রে যে সকল।
রাখে না কিছু সম্বল, তোমারে মা ধ্যানে ধ'রে॥
কেহবা মায়ারই বশে, বদ্ধ করে অষ্ট পাশে।
পারে না যেতে তব সকাশে, থাকে বিশ্ব কারাগারে॥
যেবা হয় ভাগ্যবান, তীব্রবেগে গলে মন।
প্রবৃত্ত হয় কর্ত্তে সাধন, লও তারে উদ্ধার ক'রে॥

আমি অতি ভাগ্যহীন, সঞ্চিত নাহিক পুণ্য।
ফিরাও না কৃপা নয়ন, রাখিলে মা অন্ধ ক'রে॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

বুঝিতে যে নাহি পারি, মা আমার মেয়ে কেমন।
থাকেন হ'য়ে দিগম্বরী, ফেলে বসন ভূষণ॥
মেঘমালা চতুর্দ্দিকে, অম্বর হয়েছে দিকে।
দেখিতে না পায় তাঁকে, না হইলে ভাগ্যবান॥
তাঁহারে দেখিবার তরে, জীব বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
তাঁর জ্যোতি চরাচরে, প্রকাশিত সর্ব্বক্ষণ॥
আছেন তিনি বিশ্বাকারে, বিশ্বেতে বিরাজ করে।
জীব চিনিতে নাহি পারে, ইতস্ততঃ করে ভ্রমণ॥
যে তাঁরে চিনিয়াছে, মনে ধ'রে ব'সে আছে।
ধ্যানে ধ'রে রাখিয়াছে, কর্‌বে ব'লে দরশন॥
উলাঙ্গিনী ক'রে তাঁরে, সাধক বর্ণনা করে।
যিনি বেড়ান সৃষ্টি ক'রে, বসন পরেন কখন॥
এ বিশ্ব তাঁহার লীলা, দিবানিশি করেন খেলা।
ডাক তাঁরে এই বেলা, নিকট দেখ শমন॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কি গতি হইবে তারা বল মা আমারে।
পারি না ধ্যান করিবারে, মন স্থির ক'রে॥
যখন ধ্যানেতে বসি, অনিত্য ভাবনা আসি'।
অন্তরে যায় প্রবেশি', পারি না স্থির রাখিবারে॥

মন সংযম ক'রে, রাখি ধ'রে চেষ্টা ক'রে।
ইন্দ্রিয় আসিয়া পড়ে, ল'য়ে যায় বাহির ক'রে ॥
আসিয়া আর রিপুগণ, উত্তেজিত করে মন।
আনিয়া ফেলে যে ভ্রম, থাকিতে না দেয় পুরে ॥
অনিত্য বাসনা ল'য়ে, মনেরে দেয় তাড়াইয়ে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য বেড়াইয়ে, নিয়ত ভ্রমণ করে ॥
বশ করিবারে মন, যতই না করি যতন।
শোনে না মম বচন, ফেলে দেয় দূর ক'রে ॥
যদি তাঁর কৃপা হয়, তবেই মন ব'সে রয়।
তা'হ'লে যে ধ্যান হয়, ধারণা তাঁহারে করে ॥

পরজ বাহার—ঢিমে তেতালা।

কে দিবে গো ভিক্ষা আমারে।
বেড়াই আমি ঘুরে ঘুরে, মায়ের নাম ক'রে ॥
অন্নপূর্ণা মা যে আমার, প্রচুর অন্ন তাঁর ভাণ্ডারে ॥
জগতেতে যত লোক, জেনেছে যে তাঁর স্বরূপ।
কখন থাকে না ভুকো, ডাকে যে তাঁয় কাতরে ॥
অন্নময় কোষ আছে, অন্নগত প্রাণ হয়েছে।
মনে মনে ডাকিতেছে, দিতেছেন বিজ্ঞান তারে ॥
আনন্দময়ীরে ল'য়ে, আনন্দ ভাসে হৃদয়ে।
শিব যে ভিখারী হ'য়ে, বেড়ালেন ভিক্ষা ক'রে ॥
ভিখারী ক'রেছ মোরে, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে
দাড়াইয়া আছি দ্বারে, মুক্তি ভিক্ষা দাও আমারে ॥

কষ্টেতে যায় প্রাণ, করেছ আমারে দীন।
পারি না কর্ত্তে সাধন, ভিক্ষা দাও দয়া ক'রে ॥

সুরট—মল্লার।

পতিতে না তারিলে তারা, কে ডাকিবে মা তোমারে।
পতিতপাবনী নাম, তবে কেন গো মা আছ ধ'রে ॥
যাহার আছে সাধন, যাহাদের আছে জ্ঞান।
যারা হয় পুণ্যবান, নিজগুণে যাবে ত'রে ॥
মনের নাহিক শক্তি, হৃদয়ে নাহিক ভক্তি।
কি ক'রে হইবে মুক্তি, পারি না স্থির করিবারে ॥
শুনেছি যে শাস্ত্রে বলে, তোমার না কৃপা হ'লে।
জীব সব কিসের বলে, মুক্ত হ'য়ে যেতে পারে ॥
আমার না হ'ল জ্ঞান, খুলিল না জ্ঞান নয়ন।
কি ক'রে হবে পরিত্রাণ, যদি না তার কৃপা ক'রে ॥
পতিত কি র'ব আমি, থাকিতে তুমি জননি।
উদ্ধারিয়ে ল'বে জানি, ডাকিলে তোমায় কাতরে ॥
দিবানিশি ডাকিতেছি, সদাই আমি কাঁদিতেছি।
তব বাণী শুনিয়াছি, আশ্বাস দাও অন্তরে ॥
তোমার মা আশা পেয়ে, ব'সে আছি যে নির্ভয়ে।
লইবে তুমি ডাকিয়ে, দিবে আমায় মুক্ত ক'রে ॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

অন্তিম কালেতে তারা, দিও না যাতনা মোরে।
দেখিতে দেখিতে তোমায়, যাইব এ দেহ ছেড়ে ॥

থাকিবে অন্তরে জ্ঞান, খুলিবে জ্ঞান-নয়ন।
হবে দিব্য দরশন, শান্তি পাইবে অন্তরে॥
জপিতে জপিতে নাম, ব'লে অন্তে গঙ্গা নারায়ণ।
যায় যেন আমার প্রাণ, মনে মনে তোমায় স্ম'রে॥
থাক্‌বেনা মায়া বন্ধন, কেবল রবে তত্ত্বজ্ঞান।
যেন সব আত্মীয়গণ, দেয় নাম কর্ণ-কুহরে॥
যেন চক্ষে দেখি জ্যোতি, অন্তরে যেন হয় ভাতি।
হৃদয়ে তোমার মূর্ত্তি, যাই যেন কর ধ'রে॥
নির্ব্বিকল্প সমাধি হবে, আনন্দে অন্তর ভরিবে।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে, যাবে দেবযান ধ'রে॥

———

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

ভাস্‌ল তনুর তরি, অনন্ত মহাসাগরে।
জানিনা কোথায় যাব, সে ভীষণ পারাবারে॥
দুর্গা ব'লে যাত্রা করি', ভাসালাম দেহতরি।
জমিবে কোথায় পাড়ি, কেহ ব'লে দেয় না মোরে॥
তরির যে কাণ্ডারী ছিল, তাঁর দেখা না মিলিল।
অকূলে তরি ভাসিল, পারে যাব আমি কি ক'রে॥
ছয় জনা দাঁড়ি নিপুণ, দাঁড় ফেলে ঘন ঘন।
পাঁচ জনে টানে গুণ, ফেলিতে অতল সাগরে॥
বাসনা বাতাস আসে, তরি তায় যায় ভেসে।
বাঁধে যে আসক্তি পাশে, তরি বেড়ায় ঘুরে ঘুরে॥
দিক্‌ নির্ণয় যন্ত্র মন, ঘুরিতেছে সর্ব্বক্ষণ।

স্থির না থাকে কথন, দেখাইয়া দেয় না তাঁরে ॥
কেবল এক ভরসা করি, চালাইয়া দিলাম তরি।
যদি তিনি কৃপা করি', টেনে লন পরপারে ॥

———

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

অন্তিম কালেতে তারা, করি নিবেদন।
চরমে চরণে গো মা, পাই যেন স্থান ॥
হেন কর্ম্ম নাই আমার, করিতে পারি না জোর।
যদি তুমি কৃপা কর, তবেই হবে পরিত্রাণ ॥
পাঠাইলে এ সংসারে, সুপ্রবৃত্তি দিলে না মোরে।
বেড়াইলাম কর্ম্ম ক'রে, না ভাবিলাম চরম ॥
প্রবৃত্তি দিলে যেমন, কর্ম্ম করি যে তেমন।
কি ক'রে বল এখন, শাস্তি করিবে বিধান ॥
এখন মা চরণে ধরি, আমার প্রতি কৃপা করি'।
দাও আমায় চরণ-তরি, করিব মহাপ্রস্থান ॥

———

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আশীর্ব্বাদ কর গো মা, যাব এবার যাত্রা ক'রে।
একাকী ভাসিব আমি, গিয়ে অনন্ত সাগরে ॥
নির্ম্মাল্য পদধূলি লয়ে, ল'ব মস্তকে বাঁধিয়ে।
যাইব আমি নির্ভয়ে, যাব না আবর্ত্তে প'ড়ে ॥

অনন্তেরই অন্ধকারে, ঘেরিতে পারিবে না মোরে।
থাকবে তুমি আলো ক'রে, যাব আমি তোমায় ধ'রে ॥
যাইয়া সাগর পারে, দেখিতে পাব তোমারে।
থাকিব তোমারই পুরে, আসিব না আর ফিরে ॥
জ্ঞান-আঁখি দাও খুলে, দেখি তোমায় অন্তরে।
যাইব সাগর পারে, রেখে তোমায় লক্ষ্য ক'রে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বল মা বল কোথা করিবে গমন।
কি ক'রে ফেলিয়া যাবে, এ দুর্ব্বল সন্তান ॥
কে বল ভালবাসিবে, কে বল আমায় দেখিবে।
কি ক'রে প্রাণ রক্ষা হবে, ভাবিয়া না পায় মন ॥
আমার হ'ল না জ্ঞান, জানিলাম না মা কেমন।
দিলে না কভু দরশন, রহিলে হ'য়ে গোপন ॥
মা হ'য়ে এত কঠিন, জানি না যে কি কারণ।
কাঁদাইছ চিরদিন, আশ্বাস না পাই এখন ॥
এখন ভেবেছে মন, রাখ্‌ব না আর জীবন।
জীবনে দিব জীবন, তাহে যদি পাই চরণ ॥
আমি তব পায়ে ধরি, লও আমায় সঙ্গে করি'।
রেখে দিও দাস করি', সেবিতে রাঙা চরণ ॥

